অনুবাদকদ্বয়ের বক্তব্য

"আকর্ষণ শক্তি" হিন্দি সংস্করণ খানি পড়িয়া অবধি উহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়িয়া যায় এবং ভারত ও ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গুলাবরত্ন বাজপেয়ী মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে বাঙ্গলা ভাষায়ও অনুবাদ করিলাম।

পুস্তকখানি কি উদ্দেশে লিখিত, তাহা এইস্থানে যৎসামান্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

"আকর্ষণ শক্তি" সেইজন্য ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত, যাঁহারা জীবন সংগ্রামে নিয়তই পশ্চাতপদ ও নিজেদের নিঃসহায় এবং অবলম্বনহীন মনে করেন। যাঁহারা শান্তি ও সুখ যে কি, তাহা জানেন না, দুঃখ বিপত্তির সংঘর্ষে জীবন যাঁহাদের চূর্ণপ্রায়, সাহস ও ধৈর্য্য অন্তর্হিত।

ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য কিরূপ সহজভাবে পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় এবং জীবনে সুখ শান্তি লাভ করিয়া কিরূপে প্রকৃত জীবন উপভোগ করিতে পারা যায়, গ্রন্থকার চব্বিশটী বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধে তাহাই আলোচনার দ্বারা সমাধান করিয়াছেন।

মূল হিন্দি পুস্তকখানির সহজ ও সুললিত ভাব ও রচনার ভঙ্গিমা বজায় রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদ কালীন হয়ত স্থানে স্থানে ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি—

অনুবাদকদ্বয়

ভূমিকা

যোগ শাস্ত্র বা যৌগিক বিজ্ঞান হচ্ছে জীবনের বিজ্ঞান—"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্" ; এই কথাটি বৌদ্ধ যুগের প্রভাবে ইহবিমুখ ভারত ভুলে গেছল। ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে থাকেন, কারণ কালবশে বিকৃত বৌদ্ধ প্রভাব থেকে হিন্দু ভারতকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের সবই নামান্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদ শঙ্করের মায়াবাদে পরিণত হ'লো। সে কালের ভিক্ষু সম্প্রদায় নূতন ভেক নিয়ে হয়ে দাঁড়াল দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীতবস্ত্র হলো সন্ন্যাসের গৈরিক। বৌদ্ধযুগের ইহবিমুখতা—অতি মাত্রায় সংসার বিরতি হিন্দুর ঘুচলো না।

বৈদিক যুগের হিন্দু ধর্ম্ম কিন্তু এরকমটি ছিল না। তখন হিন্দুর প্রত্যেকটি দেবতা ছিল শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের পূর্ণ বিগ্রহ, মানুষ ছিল ত্যাগ প্রতিষ্ঠ অথচ শক্তিব্যঞ্জক জীবনের পূজারী। তখন হিন্দুর ছিল—"ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব"—ভোগ ও মোক্ষ দুই-ই করতলগত। হিন্দুর প্রত্যেকটি দেবতা ঐশ্বর্য্যের ঠাকুর, শস্ত্রপাণি ও স্বপ্রতিষ্ঠ ভোগের মূর্ত্তি। ভোগ যে পাপ, সংসার যে মরীচিকা, নারী ও অর্থ যে পতনের কারণ, এ ভ্রান্ত জড়বুদ্ধি জীবন্ত হিন্দুর ছিল না।

যোগ হচ্ছে পরমার্থ ধর্ম্ম, সংসারের মায়া কেটে কোন একটা অবাঙমনসগোচর অবস্থার মধ্যে সরে পড়বার উপায় এ ধারণা নিয়ে যারা যোগ সাধনা করে তারা পূর্ণ সত্য তো উপলব্ধি করতে পারেই না, অধিকন্তু

জাতিকে তামস বৈরাগ্য শিখিয়ে অধোগতি প্রাপ্ত করায়। যোগ হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম, ইহার্থ ও পরার্থ দুই বস্তু সাধনের কৌশল বা উপায়, নহিলে শাস্ত্রকার বলতেন না—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। ত্রিশ বৎসর সাধন পথে থেকে আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছি, যে, জীবনকে এড়িয়ে যোগ হয় না। জীবন যার আধি ব্যাধি সন্তপ্ত সুখদুঃখের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত রয়ে গেল, তার যোগ হয় না, তার ইহকাল পরকাল কোন কালই নাই।

"আকর্ষণে"র মূল কথা এই গভীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলিষ্ঠ, দৃঢ়মতি, সদানন্দ মানুষ ইহকাল পরকাল দুই কালই জয় করতে পারে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। নিজেকে নিগ্রহ করে মন, প্রাণ, হৃদয় ও দেহের সব বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ-বঞ্চিত ও নিস্তেজ করে ধর্ম্মসাধনা ও আত্মবস্তু লাভ হয় না। তবে সংযত হয়ে স্থিতধীঃ হয়ে, অন্তরে ত্যাগী ও বাহিরে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে জীবন্মুক্তির উচ্চ থেকে উচ্চতর পৈঠায় উঠতে হবে। ধর্ম্মকে মলিন ভোগ সাধনার অছিলা করে নিলে চলবে না। "আকর্ষণের" মত বই আজ দেশে যত প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। এই বইখানি যদি ইহবিমুখ তামস জাতিকে একটি শক্তির ধর্ম্মে আনন্দ ও জ্ঞানের মহান্ ধর্ম্মে প্রেরণা দিতে পারে, যা হিন্দুকে করবে ইহপরত্রের সম্রাট, দেবমানব বিশেষ, তাহলে বুঝবো বইখানি লেখা সার্থক হয়েছে।

শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

সপ্রেম শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিজ্ঞান মন্দির
বড়দিন, ১৯৩৮।

—গোলাপ

দুটী কথা

মনুষ্যের ভিতর যে সকল শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদ্বারা মানুষ ইচ্ছামত সবই সম্ভবে পরিণত করিতে পারে।

দুনিয়ায় সমগ্র বস্তুকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলে আরও সুন্দর দেখাইতে থাকে। এই পুস্তকে মনুষ্যের প্রভাব ও তাহার রোগমুক্তির প্রণালী প্রভৃতি যথাসম্ভব সংবদ্ধ করিয়া আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। উহা উন্মুক্ত হৃদয়ে ধারণা করিবেন। যদি আপনি সম্মুখ বিস্তৃত পথের উপর সাবধানতার সহিত চলেন, তাহা হইলে আপনি প্রতি কার্যেই সফলতা লাভ করিবেন। আপনার জীবন উচ্চতম সৌধ হইতেও বিচিত্রময় ও চমকপূর্ণ শক্তির পাওয়ার হাউস। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে "মানুষকে কেহ গড়িয়া তোলেনা, উহাকে নিজ হইতেই মহাপুরুষ হইতে হয়"।

দুঃখ ও সঙ্কট দেখিয়া মুষড়াইয়া পড়িবেন না। যে ব্যক্তি জীবনে দুঃখের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ না করিয়াছেন, তিনি জীবনের সর্বোত্তম মহত্বপূর্ণ সুখ এবং আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিপত্তিই মানুষকে পবিত্র, নিরাভিমান এবং ভবিষ্যতে বিজয়ী-বীরে পরিণত করে। জীবনের সঙ্কটময় পথের উপর দুঃখই মানুষের প্রকৃত বন্ধু, যে উন্নতির বিরাট মার্গ

তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং উহাকে শিক্ষা দেয়—"মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করে, ভবিষ্যতে তাহাই তাহার ভাগ্য হইয়া যায়"।

আপনি ধৈর্য্যের সহিত আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। আমার কথায় কোনওপ্রকার অশান্তি বোধ করিবেন না। আপনার জীবনের প্রতি মনোযোগ দিন, কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, শক্তিবান হউন ও আদর্শ জীবন-গঠন করিতে থাকুন।

মানুষ পূর্ব্বে শিক্ষা পাইয়াছে যে তাহাকে পুণ্যাত্মা হইতে হইবে। কিন্তু আমি বলি—তুমি বীর্য্যবান হও। প্রাচীন কালের ব্যক্তিরা তোমায় শিক্ষা দিয়াছিলেন—তুমি সাধু সন্ন্যাসী হও। কিন্তু আমি বলি—ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি শক্তিশালী, কর্ম্মযোগী ও মহামানব হও, সমর্থ হও তো আরও অগ্রসর হইয়া দেবত্বে অধিষ্ঠিত হও। নিজস্ব নুতন মার্গ ও কার্য্য পদ্ধতি উদ্ভাবিত কর। আমার এই সকল সিদ্ধান্ত হয়ত প্রথমে তোমার নিকট তিক্ত ঔষধের ন্যায় লাগিবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাই তোমার কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে এবং তুমি দুনিয়াতে নুতন জীবনের অধিকারী হইবে।

তোমার ভবিষ্যৎ, সৌভাগ্য ও সুখ কোনও বিশেষ সময়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হইবে না। এই সকল তোমার এবং তোমার ইচ্ছাশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তুমি যখন ইচ্ছা, তখন তাহাদের বিকাশ করিয়া নিজেকে অসাধারণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পার এবং নিজের ভিতর এরূপ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করিতে পার যে সমগ্র মানবজাতি তোমার প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে।

মানুষ ততদিন জীবিত থাকে, যতদিন সে সংসারে আকর্ষণ দেখিতে পায়।

জীবনের প্রচণ্ড অগ্নিদাহনে নিরাশা সকল ভস্মীভূত করিয়া দাও। যুগ অতি দ্রুতগতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষের কার্য্যে জোয়ার ভাঁটা আসিয়াছে। প্রাচীন সংস্কার, পুরাতন রীতি নীতি ও অসঙ্গত খেয়াল ডুবিতে বসিয়াছে। ইহা অতি শুভলক্ষণ। এই জাগরনের যুগে, যে ব্যক্তি নিজেকে বুঝিয়া অগ্রসর হইতেছে, সংসারে তাহারই সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহা অতি সত্য যে যখন নবীন বিচার সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন লোকে উহার বিরোধিতা করিয়া থাকে। কিন্তু সত্যের স্বাভাবিক শক্তি উহাকে রক্ষা করে এবং একদিন মানব সমাজে তাহার স্বাগতম সম্ভাষণ হইয়া থাকে।

ইহা ধ্রুবসত্য, যেদিন তুমি নিজের মন ও মস্তিষ্ক পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে শিক্ষা করিয়া লইবে, সেদিন হইতে তোমার সংসার আজকার সংসার হইতেও অধিক হৃদয়গ্রাহী, সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইবে। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সেইরূপ তুফানের ন্যায়, যাহা উহার খেয়াল, কল্পনা, ভয় বা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা কখনও উষ্ণ কখনও বা হিমশীতল হইয়া প্রবাহিত হয়। মানুষ নিজের চক্ষু দ্বারা যাহা কিছু দেখিয়া থাকে, উহার অর্দ্ধেক তাহার বিশ্বাস এবং সে যাহা কিছু ভয় করে, উহার অর্দ্ধেক ভ্রম ও কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

আর একটী কথা, আমার এই বইখানি পড়িয়া এরূপ ভ্রম কেউ না করে, যে কামনা তাড়িত মলিন প্রাণ লইয়া যোগশক্তিকে ঐহিক বিষয়ে

আকর্ষণ শক্তি

প্রয়োগ করা সম্ভব। য়ুরোপের Spiritualistরা এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া মানুষকে ভ্রান্ত করিয়া থাকেন। যে পরিমাণে মানুষ বাসনামুক্ত ও শান্ত হয়, সেই পরিমাণে তার শুদ্ধ ও উজ্জ্বল আধার দিয়ে ঐশীশক্তি আপনি খেলিতে থাকে, তার ফলে তার রোগ, শোক, দৈন্য, বন্ধন সকল স্বতঃই ঘুচিয়া যায়।

"ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং" ॥

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স	ইতি—
১৯৩৮, ২৫শে ডিসেম্বর	তোমাদের প্রিয় বন্ধু "গ্রন্থকার"।

সফলতার সোপান

আপনি কে?

আপনি জানেন কি ঈশ্বরের পরই জগতে শ্রেষ্ঠ কে? রাজা অথবা প্রজা নহে, সভাসদ্ অথবা সভাপতি নহে, পূজারী বা পতিত নহে, বনচর, স্থলচর কিংবা নভোচরও নয়। কেহই নয়, স্রষ্টার পর জগতে শ্রেষ্ঠ আপনি স্বয়ং।

আমি কে? এই প্রশ্ন কখনও আপনার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া চাঞ্চল্য আনিয়াছে কি? কখনও নির্জ্জনে একাকী বসিয়া এই প্রশ্নটি গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কি, **আমি কে?** আমার মনে হয়, এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়া কখনও আপনার হৃদয়ে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে নাই। যদি তাহা হইয়াও থাকে, তবে তাহা ক্ষণিক, উহা পর মুহূর্ত্তেই হৃদয়াকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পুনরায় নিজেকে সংসারের কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন বাহ্য জগতের সমস্ত শক্তির অপেক্ষাও আপনার অন্তরের শক্তিই শ্রেষ্ঠ।

আপনি ভূমণ্ডলে জীবশ্রেষ্ঠ মানব, ও ভগবানের লীলাসহচর! আপনার তেজস্বী ললাটে ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তিমান। হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন

অফুরন্ত শক্তির উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। মনঃসমুদ্রে তলাইয়া দেখুন উহাতে বজ্র-সদৃশ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। মানব জীবনে অমরত্বের আলোক দীপ্তিমান।

আপনার ইচ্ছায় মরুভূমিকেও হাস্যমুখরিত কাননে পরিণত করা সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিবার, সুখ দুঃখরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল চক্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার রহস্য আপনার হস্তেই। আপনার ইঙ্গিত-মাত্রেই সংসারের দুঃখ বন্ধন মোচন হইয়া যাইতে পারে। নিজেকে দেখুন, নিজেকে জানিবার চেষ্টা করুন। আপনার গৌরব সমূহ মনুষ্য জাতির বিজয়-পতাকা স্বরূপ।

আপনি এই মহান্ তত্ত্বকে কবির কল্পনা অথবা পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিবেন না। ইহা সত্য, এবং ধ্রুব সত্য।

হয়ত আপনি আশ্চর্য্য হইবেন যে আপনার প্রতি আমার এত টান কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে আপনার অন্তর্নিহিত আকর্ষণী শক্তি চুম্বকের ন্যায় নিয়তই আমাকে আপনার দিকে টানিয়া লইতেছে। আপনি একজন শক্তিশালী মানুষ ও আপনার হৃদয় অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার।

এই তত্ত্বকে গভীর মনোযোগের সহিত চিন্তা করুন ও অনুশীলনীর দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করুন। নিজের সম্বন্ধে আপনি যতটা চিন্তা করিতে পারিবেন, অপরে তাহা পারিবে না। পৃথিবীতে এরূপ লোক একটিও খুঁজিয়া পাইবেন না, যে আপনার ভালোর জন্য চিন্তা করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে।

অপরের কি আসে যায়! প্রত্যেকে দৈনন্দিন নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, ও মানসিক চিন্তায় এরূপ বিব্রত যে তাহা হইতেই অব্যাহতি পায় না;

সে আপনার জন্য কি ভাবিবে ? আপনি নিজের সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করুন যে আপনি কে, এবং পৃথিবীতে কি জন্য আসিয়াছেন ?

আপনি চুম্বক !

এমনি অদ্ভুত চুম্বক যাহা হাড়, মাংস ও রক্তের দ্বারা গঠিত। উহাতে অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি অবস্থান করিতেছে।

এই আকর্ষণ শক্তি সংসারের প্রত্যেক মানুষকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারে। বিশ্ব জগৎকে আপনার অনুরক্ত ভক্ত করিয়া দিতে পারে।

আপনি ইহার দ্বারা আপনার মনের সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারেন। এই শক্তি দ্বারা আপনার গৃহ- কুবেরের রত্নাগারে পরিবর্তিত হইতে পারে। আপনি আপনার সন্তানগণকে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন রাখিতে পারেন। এই শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জননী, ভগ্নী ও কন্যাদিগকে দেবী স্বরূপিণী করিয়া তুলিতে পারেন, এবং আপনিও পরম পিতা পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন।

ইহা এক নূতন তত্ত্ব, পূর্ণ ও সত্য।

এই শক্তির আরাধনা করিতে সন্ন্যাস লইবার প্রয়োজন নাই অথবা শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিবারও দরকার নাই।

আপনি সংসারেই থাকুন, সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করুন, এবং বিশুদ্ধ চিন্তায় নিজেকে মগ্ন রাখুন, ভবিষ্যতে আপনার যাহা কিছু কাম্য সব কিছুই আপনি পাইবেন। সফলতাই আপনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আপনার জীবনে বিশেষত্ব আসিবে ও নিজেকে একজন নূতন মানুষ বলিয়া অনুভব করিবেন।

আপনার মহান আকর্ষণ শক্তি আপনার সঙ্গেই রহিয়াছে, উহা কেহই

কাড়িয়া লইতে পারে না, অথবা অপহরণ করিয়া লইতে পারে না। সংসারে আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁহারা জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেছেন, বিশ্বের দরবারে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্যক্তির জীবনই ধন্য-যাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।

আপনি এই তত্ত্বটি গ্রহণ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হউন। সময়কে নিজ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করুন। ভবিষ্যতে আপনি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক, শিল্পী, কবি ও দার্শনিক এবং ঐশ্বর্য্যশালী, ব্যবসায়ী অথবা রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারেন।

এই পুস্তকে লিখিত কৌতূহলোদ্দীপক পৃষ্ঠাগুলিকে ক্রমশঃ পাঠ করিয়া যাউন। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আপনাকে দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি করিতে সহায়তা করিবে। জীবনের অদ্ভুত রহস্যগুলির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং আপনাকে পরিপূর্ণরূপে স্বর্গীয় অমৃত পান করাইবে।

ঈশ্বরের পরই সংসারে শ্রেষ্ঠ জীব "আপনি **স্বয়ং**"।

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করুন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবেন না। আমি যাদুকর অথবা প্রেতবিশারদ নহি। আপনাকে যাদুদণ্ডও স্পর্শ করাইতেছি না, আপনি নিজ হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন, এবং আপনি একদিন আনন্দে উল্লসিত হইয়া তারস্বরে বলিবেন—"সংসারে আমার পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নয়, আমি স্বয়ং নিজের ভাগ্য বিধাতা, আমার ভাগ্য আমিই গড়িব।"

চুম্বক

আপনি জাগরিত আছেন, আমিও আছি, বিশ্ব সংসারও জাগরিত আছে। বস্তুতঃ আমাদিগের জাগরণ কুম্ভকর্ণের ন্যায় বেহুঁস হইয়া নিদ্রা যাইবার মত। হস্ত পদ সকল থাকা সত্ত্বেও আমরা পঙ্গু। কর্ণ? থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান। চক্ষু থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্ধদিগের সম—পর্য্যায় ভুক্ত। কেন, এবং কি জন্য? কারণ, মনুষ্য জীবনের অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিবার বলবতী ইচ্ছা আমাদের নাই।

আজিকার যুগে সংসারে সফলতা লাভ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। সফলতার বিজয় টীকা তাঁহাদেরই ললাটে অঙ্কিত, যাঁহাদের হৃদয়ে আবিষ্কারের নব নব পন্থা জাগিয়া উঠিতেছে, যাঁহারা কর্ম্ম যুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ, হৃদয় যাঁদের অবিচলিত ও মানসিক তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ, ও যাঁহারা সর্ব্ব সময় উন্নত শিরে চলিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আপনি চুম্বক। আপনার শরীরের অভ্যন্তর বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। মানসিক শক্তি বিকাশ করিবার জন্য, ও জীবনে নূতনত্ব আনিবার জন্য বৈদ্যুতিক-গৃহ-রূপ শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহের মালিন্য দূর করিয়া দিতে হইবে।

আকর্ষণ শক্তি

উহার কলকব্জা গুলিকে যথাস্থানে লাগাইতে হইবে এবং উহাকে সচল রাখিবার জন্য তৈলসিক্ত করিতে হইবে, যাহাতে উহার যন্ত্রগুলি বাধাহীন হইয়া চলিতে পারে, সফলতার জয় যাত্রায় যেন কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়া আপনি পথ বিচ্যুত না হন।

কোনও দেশের উত্থান পতন সেই দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষের আকর্ষণী শক্তির উপর নির্ভর করে। জাতীয়তায় ক্রমবিকাশ, দেশ বাসীর পরিশ্রম তৎপরতা এবং যত্নেই সম্ভব। আজ যে সকল দেশ শক্তি হারাইয়া গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে, জাগরণের আলোক শিখা দৃষ্ট হইতেছে না, পরিতাপের বিষয় যে সেই সকল দেশবাসী পুনরুন্নতির জন্য কোন প্রকার সাধ্যমত চেষ্টার দ্বারা নিজ দেশকে জাগরিত করিতে অগ্রসরও হয় নাই। যদি আমরা নিজ নিজ দোষান্বেষণ করিতে যত্নবান হই, তাহা হইলে উঠিতে বসিতে দোষ সমূহ আমাদিগের নিকট ক্রমান্বয়ে প্রকাশ হইতে থাকিবে। এই সকল দোষ উচ্ছেদ করিবার মত উপায়ও একটি আছে। প্রথমে আমরা নিজেকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া, প্রত্যেকেই আপন আপন চরিত্র ও জীবন, আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিব। আমরা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী হইতে ইহাই অনুভব করি যে, সুকর্ম্ম ও আত্মগৌরবই মানব জীবনে পরিবর্ত্তন সাধন করে।

ততদিনই আমাদের সহিত সরস্বতী মাতার সম্বন্ধ, যতদিন না বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি সকল লাভ করিয়া নিজেকে মহাবিদ্বান মনে করি। পরিশেষে উপাধি লাভান্তে সরস্বতী মাতাকে শেষ প্রণাম দিয়া অর্থোপার্জ্জনে অন্নচিন্তার সমস্যা সমাধান করিতে থাকি। ইহা কি রূপ জঘন্য প্রবৃত্তি? এরূপ নিকৃষ্ট মানসিকতা জগতের অন্য কোনও দেশে দেখা যায়না।

চুম্বক

বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোকেরা বিদ্যালয় ও কলেজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিয়া যায় ও তাহা হইতে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ পুস্তক হইতেও অধিক জ্ঞান লাভ পরম-পিতার সৃষ্টি বৈচিত্র্য হইতেই অর্জ্জন করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা স্রোতে এমন কি ভ্রমণ করিতে করিতেও, তাঁহার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের রহস্যগুলি আমাদের জ্ঞানার্জ্জন করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই জ্ঞান দ্বারা আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার মত শিক্ষা ও উপদেশ পাই এবং সংযম, সুশীলতা ও মহা মানবতার পথেই অগ্রসর হইতে থাকি।

আপনি যে রকম দৃষ্টি দ্বারাই দেখুন না কেন, স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, পুঁথিগত বিদ্যা হইতেও কর্ম্মের দ্বারা অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে জগতে যতটুকু জাগরণের পূর্ব্বাভাস দেখা গিয়াছে, তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, একমাত্র মানুষের আকর্ষণ প্রভাবই। আজিকার যুগের মানব চরিত্র বিভিন্ন প্রকারে আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে গঠিত হইতেছে। বিশ্বের সাময়িক জাগরণ জ্যোতিঃ তাহাদের নয়ন ধীরে ধীরে উন্মিলীত করিয়া দিতেছে এবং দেবাসুর যেরূপ সুধাভাণ্ড অন্বেষণে উন্মত্তবৎ হইয়াছিল, বিশ্ব মানবও উন্নতিকল্পে সেইরূপ আজ মাতিয়া উঠিয়াছে।

মানব জীবনের রহস্য সকল কোটী কোটী ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগতে জীবিত থাকিয়াও তাহারা মৃতের ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। অর্থাৎ তাহারা এ সংসারে কোন কর্ম্মই সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

আকর্ষণ শক্তি

জীবনে যে নানা রূপ বৈচিত্র্য আছে, তাহার স্বাদ তাহারা পায় নাই এবং মঙ্গল কামনাসকলও পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহারা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং হস্ত প্রসারিত অবস্থায় মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। উহাদের স্মৃতিচিহ্ন সকলও পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে এরূপ ভাবে অপসৃত হইয়াছে যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও স্মৃতির কণা মাত্রও উদ্ধার করা সম্ভব নহে। কি দুঃখের বিষয়! উহাদের মারাত্মক ভুলের ফলেই আজ উহাদের নিশ্চিহ্ন পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে।

আপনি চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট মানুষ। ভুলের ভয়ানক ভ্রমে কখনও পতিত হইবেন না। চুম্বকের অপ্রতিহত শক্তি সমূহ আপনার ভিতর অস্থির হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। উন্নতির প্রতিযোগিতায় তাহারা আপনাকে সর্ব্বোচ্চস্থান দখল করাইয়া দিতে ব্যগ্র এবং আপনাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেও লালায়িত। মনোবিজ্ঞানের চক্ষু খুলিয়া দেখুন, বুঝুন এবং এই প্রতিজ্ঞা করুন, আমি নিজের ভিতর আকর্ষণ শক্তির বিকাশ করিব। আজ হইতে আমার সংসার সেই সংসার হইবে, যাহার নির্ম্মাতা হইব আমি স্বয়ং। আজ হইতে আমার জীবন, সেই অদ্ভুত জীবন হইবে, যাহাকে সর্ব্ব সুন্দরের ছাঁচে ফেলিয়া সুন্দর করিয়া তুলিব।

আজিকার দিনে আমরা বিজ্ঞানের যুগে ভ্রমণ করিতেছি। বিজ্ঞানই রেল, টেলিগ্রাফ, রেডিও, গ্রামোফোন, টকী বায়স্কোপ, ব্যোমযান, জলযান প্রভৃতি শত শত আশ্চর্য্যজনক বস্তু আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাদের আবিষ্কর্ত্তারা আমাদেরই ন্যায় হস্তপদ বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। যদি আপনি প্রকৃত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, ও উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চান, তাহা হইলে নিজেকে চিনিতে চেষ্টা করুন

ও জাগরণের জ্যোতিকে জাগাইয়া তুলিয়া প্রাণবন্ত হউন। সফলতা বিজয় মুকুট লইয়া আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে।

আপনি জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন যে ত্রি-শক্তির সংযোগে চুম্বক শক্তি উৎপাদিত হইয়া মনুষ্য মাত্রেই অবস্থান করিতেছে। বায়ু উহা-দিগের মধ্যে প্রথম শক্তি, এই বায়ুই প্রত্যহ আপনার শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণশক্তি স্থির রাখিতেছে। দ্বিতীয়তঃ তরল পদার্থ দৈনন্দিন আপনার পক্ষে অপরিহার্য্য। তৃতীয় শক্তি খাদ্যবস্তু, যাহা কিছু আপনি আহার করিয়া থাকেন।

মানব বিশেষে শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে, যাঁহারা পুরুষত্বের দীপ্ত তেজে উদ্ভাসিত ও বল বীর্য্যশালী তাঁহাদেরই মধ্যে শক্তির বিশেষ প্রকাশ।

উঠুন, জাগিয়া উঠিয়া কর্ম্মস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিন। আপন শক্তি প্রভাবে সংসারকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে আপন করিয়া লউন। আপনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে মনস্কামনা পরিপূর্ণার্থে গতকল্য যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন অদ্য তাহা সত্বই আপনার করতলগত হইয়া গিয়াছে, এবং আজ যে চিন্তায় আপনি নিদ্রাহীন হইয়াছেন, কল্য তাহা সফল হইয়া আপনাকে শান্তি প্রদান করিবেই।

চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ শক্তিশালী হইয়া, আপন প্রভাবে দুনিয়াতে পূর্ণ স্বাধীনতা সুখে জীবন যাপন করুন। সর্ব্বোতোভাবে শক্তি জাগ্রত করিয়া প্রসন্নচিত্তে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকুন, দেখিবেন এক কালে হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ, আপনার দর্শন লাভেচ্ছায় উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

আপনার বয়স ১৮ বৎসরই হউক, অথবা ৮০ বৎসরই হউক, চুম্বক শক্তিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে আপনার স্বাস্থ্য অটুট রাখিতেই হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা যে আমি বৃদ্ধ, ইহা একপ্রকার মনোবিকার। মানুষ ১৮ বৎসরে বৃদ্ধ, আবার ৮০ বৎসরে সুস্থকায় যুবার ন্যায়ও হইতে পারে। জীবনকে নবযৌবন প্রদান, ও বৃদ্ধত্বে পরিণত করিবার শক্তি মানব মাত্রেই নিহিত রহিয়াছে।

হ্যাঁ, তবে উহাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান জানা বিশেষ প্রয়োজন।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুত উন্নতি বিধান করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। বহু প্রকারের আবিষ্কার দ্বারা সংসারকে নূতনরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে পনর কুড়ি বৎসর আগেও যাহা ছিল, তাহাও পরিবর্ত্তন হইয়া নূতনত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এখন আমি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিতে আরম্ভ করিব। অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এখনও অনেক পশ্চাতপদ এবং

অনুন্নত রহিয়াছে। পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি, যে আকর্ষণী শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশেষরূপে জানা প্রয়োজন।

আমরা রোগী ও অসুস্থ। আমরা সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত। কেন? না স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া শরীরকে আরও বিষময় করিয়া তুলিতেছি। হইতে পারে, বাজারের ঔষধ আমাদিগকে শীঘ্র নীরোগ করিয়া দেয়, কিন্তু স্থায়ীরূপে নহে। ঔষধের প্রভাব কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ দ্বিগুণ শক্তি লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, ও শরীর অসুস্থতার আবাসস্থল হইয়া পড়ে। যদি আপনি আজীবন রোগ-মুক্ত থাকিতে ও নিজেকে আকর্ষক করিতে, শরীরে চুম্বক শক্তি উৎপাদন ও চক্ষে দীপ্তি ফুটাইতে চান, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কথাগুলি ভাল করিয়া চিন্তা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

যথা:—

(১) শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য নির্ম্মল বায়ু। (২) তরল পদার্থ (যাহা কিছু পানীয়) (৩) খাদ্য।

এই সকলের মধ্যে আমি বায়ুর প্রয়োগ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্বাস বায়ু

সৌর জগতের অগণন সৃষ্টি সকলের ভিতর বায়ুই প্রকৃতির বরদায়িনী শক্তি। না খাইয়া মানুষ কয়েকমাস যাবৎ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, জল

ব্যতীত মানুষ কয়েক সপ্তাহও বাঁচিতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে কয়েক দণ্ডের মধ্যেই প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়।

আমি খুব জোরের সহিতই বলিতে পারি যে বর্ত্তমান সময়ে শ্বাসবায়ু প্রয়োগ করিতে বেশীর ভাগ লোকই জানেন না। এই কারণে মানুষের আয়ু দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। মানসিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ব্বলতার বোঝা তাহাদিগের আয়ু আরও ক্ষীণ করিয়া দিতেছে।

আপনি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হউন, এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া হরিৎ ক্ষেত্রের অভাবে উন্মুক্ত স্থানে প্রকৃতির শোভা দর্শন ও ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে স্থির ভাবে সরল হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তারপর চক্ষু এবং মুখ বন্ধ করুন, নাসিকা দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু যথাসম্ভব টানিয়া লউন। ক্ষমতানুযায়ী দশ পনর সেকেণ্ড উহাকে ধারণ করিয়া রাখুন, পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ দ্বারা ছাড়িয়া দিতে থাকুন। এইরূপ প্রয়োগ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুইবার করিয়া প্রতি বারে দশ বারো বার করিয়া করিবেন। আপনার অনুন্নত ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হইবে। নিয়মিত অভ্যাস ও বায়ুর সংস্পর্শে আপনার ভিতর চুম্বক শক্তির স্ফুলিঙ্গ সকল উত্থিত হইতে থাকিবে। যদি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর অথবা উন্মুক্ত ময়দানে যাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে বাটীস্থ ছাদ বা খোলা জানলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইরূপ বৈজ্ঞানিক অভ্যাস করিবেন। তাহাতেই আপনি নবীন ও সতেজ জীবনের অধিকারী হইবেন। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে নিত্য নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য দৈনিক ব্যায়াম করিতে

হইবে। দেশীয় ও বৈদেশিক দুই প্রকারেই ব্যায়াম করা চলিতে পারে। ইহাতে যে কেবলমাত্র আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস শক্তি বৰ্দ্ধিত হইবে তাহাই নহে, উপরন্তু শরীরও সবল ও সুগঠিত হইবে। ব্যায়াম নানাপ্রকারে করা যাইতে পারে। ফুটবল, হকি, টেনিস্ ইত্যাদি বৈদেশিক ব্যায়াম, এবং দৌড়ান, ভ্রমণ, সাঁতার প্রভৃতি দেশীয় ব্যায়াম সকল শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি করে।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থ সমূহের ভিতর জলই শ্রেষ্ঠ। যেরূপে বরষার জল মৃতপ্রায় উদ্ভিদগুলিকে সুচেতন করাইয়া দেয়, প্রাণীগণের জীবনও জল দ্বারা সেইরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে।

আপনি বয়সে যুবক হইলেও বৃদ্ধের সমকক্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন ও চক্ষু কোটরাগত হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া আসিতেছে, গণ্ডস্থল বসিয়া গিয়া আপনাকে আরও কুৎসিত দেখাইতেছে, হয়ত বা আপনি এরূপ স্থূলকায় হইয়া পড়িয়াছেন যে পথে চলিতে আপনাকে অনেকে ব্যঙ্গ করিতে থাকে। সেইরূপ স্থলে আমি এই কথাই বলিব যে আপনি অসহনীয় বিপদের সম্মুখীন্ হইতেছেন ও রোগ সকল আপনাকে স্থায়ীরূপে বন্ধুত্বে বরণ করিয়া লইতেছে, ইহার কারণ জলপান করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আপনার নিকট একরূপ অবিদিত।

প্রতিদিন নিয়ম করিয়া অন্ততঃ আট দশ গ্লাস বিশুদ্ধ পানীয় পান

করিবেন। এবং ধীরে ধীরে এরূপ ভাবে পান করিবেন যেন আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে শরীরের ভিতরকার সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া আপনি সবলতা ও সুস্থতা অনুভব করিতে থাকিবেন। সৌন্দর্য্যও দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। স্নান করিবার সময় জল দ্বারা শরীরকে হস্ততালুর দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে থাকিবেন, ইহাতে শারীরিক অসুস্থতা হইবার সম্ভবনা থাকে না।

জলের এই প্রকার প্রয়োগ যদি আপনি না করেন, তাহা হইলে বারি সেচন না করিলে পুষ্পিত উদ্যান যেরূপে নির্জীব হইয়া পড়ে, আপনিও তদ্রূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িবেন।

তরল পানীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে চা, কাফি, কোকো ও মদ প্রভৃতির উৎকট নেশায় যদি আপনি অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে যথাসম্ভব যত্নবান হইবেন। এই সকল অভ্যাস আপনার চুম্বক শক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। দুগ্ধ বেশী পরিমাণে পান করা উচিত। যদি সম্ভব হয় সপ্তাহে ২।৩ দিন ঘোল পান করিবেন।

খাদ্য

চুম্বক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে খাদ্য বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। আহার নিয়মানুযায়ী করিবেন। যাহা আহার করিবেন তাহা যেন তৃপ্তি-কর, শরীর গঠনোপযোগী ও দেখিতেও লোভনীয় হয়।

আজকাল পাকস্থলীর পীড়াই জনসমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া মানুষের উপর স্থায়ীভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও উদর

স্ফীত হইয়া গিয়াছে, কাহারও বা সঙ্কুচিত! আহার সম্বন্ধেও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। কেহ বা পেটসর্ব্বস্ব অর্থাৎ যাহা পান তাহাই খাইয়া উদর পূর্ত্তি করেন, কাহারও খাইলেও চলে, না খাইলেও চলে, এইরূপ ভাব। অতিরিক্ত আহার করিয়া কেহ কেহ অসুস্থতা নিজ হইতেই ডাকিয়া আনেন। কেহ বা অত্যল্প মাত্রায় আহার করিয়া দুর্ব্বলতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইহা অত্যন্ত ভুল। পাকস্থলীর উপর মনের বিশেষ প্রভাব। শরীরের বৈদ্যুতিক গৃহে যে সমস্ত যন্ত্র চলিতেছে উহাদের সকলগুলিই নিজ নিজ সীমার মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। উহাদের যে কোন একটী স্থানচ্যুত হইলেই—রেল লাইন হইতে গাড়ির চাকা খুলিয়া গেলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়—শরীরেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

প্রশান্ত মনে ধীরে ধীরে আহার করিবেন। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিবেন যে আপনি যতই কার্য্যে ব্যস্ত থাকুন না কেন আহারের সময় ঠিক রাখা চাই। খাইবার সময় আহার্য্য বস্তু বেশী করিয়া চিবাইয়া দ্রব করিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলিবেন। যে ব্যক্তি আহার্য্য বস্তু উত্তমরূপে চিবাইয়া খান না এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আহার করেন, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

সাদাসিধা আহার করিবেন এবং শাকসব্জী বেশী পরিমাণে খাইবেন। সবুজ ও কাঁচা খাদ্য বস্তুই শরীরকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। ইহাতে প্রচুর ভিটামিন্ আছে, যাহা আপনার শরীরে লবণ গন্ধক ও লৌহ পদার্থ সমূহ বর্দ্ধিত করিয়া বিশুদ্ধ রক্ত প্রস্তুত করে ও শরীরে শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে।

আকর্ষণ শক্তি

ফল খাওয়ার মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। ফল পাকস্থলীর পাচক শক্তি বর্দ্ধিত করে, এই পাচক শক্তির দ্বারা আপনার শরীরস্থ বৈদ্যুতিক গৃহের রসায়নাগার পরিপূর্ণ থাকে। যে ঋতুতে যাহা সহ্য হয় তাহাই খাইবেন, অন্যথা করিবেন না, নতুবা ইহাতে বিশেষ অনর্থ ঘটিতে পারে।

আহার্য্য বস্তু ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা আর ভোজন করিবেন না, কারণ উহাতে শরীর ভারগ্রস্ত ও অসাড় হইয়া যায়। গৃহে প্রস্তুত গরম খাদ্য আহার করিবেন, বাজারের প্রস্তুত খাদ্য স্পর্শ করিবেন না। পরিষ্কার পাত্রে ভোজন করিবেন এবং মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন যেন অতিরিক্ত না হয়।

সফলতার রহস্য

বিশ্বাসপূর্ব্বক উপরোল্লিখিত নিয়মাবলী সকল পালন করিবেন। উদ্ভিদ সকল নিজ শক্তি বলে নিজেই বর্দ্ধিত হয়। আপনিও স্বাস্থ্য সুন্দর রাখিবার জন্য ও জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ সবুজ উদ্ভিদগুলির নিকট শিক্ষা করিবেন এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

সেই সকল ব্যক্তিই জীবনে অমূল্যরত্ন প্রাপ্ত হয় যাহারা জীবনের নিয়মাবলী যথাযথ মানিয়া চলে। আলস্য ও অমনোযোগিতাই শারীরিক শক্তি সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সেইজন্য মানব-দেহস্থিত চুম্বক শক্তির কার্য্য হীন হইয়া পড়ে।

মনঃশক্তি

যে সকল ব্যক্তি আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার দ্বারা যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সম্মানিত হইতেছেন তাঁহারা সকলেই কর্ত্তব্যানুযায়ী আত্মশক্তিকে পরিচালনা করিতে সমর্থ। তাঁহারা শক্তিশালী কার্য্য কলাপের দ্বারা সংসারকে অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া মানব জাতির উন্নতির নূতন নূতন পন্থার উদ্ভব করিয়া দিতেছেন, ইহা অতি শুভ লক্ষণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের শিখর দেশে উঠিবার রাস্তা ভালরূপে না বুঝিতে পারা যায় ততক্ষণ তাহাকে দূরারোহ ও কষ্টকর বলিয়া মনে হয়।

দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে জয়লাভ করা যায়, প্রথম মনঃশক্তি দ্বিতীয় তরবারি। কিন্তু মনঃশক্তির তুলনায় তরবারির শক্তি নিতান্তই হীন। কেননা জীবনের রহস্যজ্ঞাত হইলে মনঃশক্তি প্রকট হয় তখন তরবারিকেও হেয় জ্ঞান হয়।

বিস্মিত হইবেন না, মনঃশক্তি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জীবনের রহস্য আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন করিয়া প্রভাত সূর্য্য কিরণ দ্বারা জগৎকে দৃশ্যমান করিয়া তোলে। আধ্যাত্ম জ্ঞানী সেই ব্যক্তিই একদিন হইবেন যিনি উহা হইবার আকাঙ্ক্ষা আজ করিতেছেন।

আকর্ষণ শক্তি

আপনার শরীর বিভিন্ন প্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দ্বারা গঠিত, যেমন হস্ত পদ কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি। কিন্তু মন অবিভক্ত ভাবে এককই অবস্থান করিতেছে। ভবিষ্যতে সফলতা ও পূর্ণশক্তি অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা আমাদের অন্তরে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। মনঃশক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে আপনি যেরূপই হইবার ইচ্ছা করেন সেইরূপই হইতে পারিবেন এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সমূহ আপনার নিকট সহজলভ্য হইবে। মনুষ্য জীবনে ইহা পূর্ণ সত্য, যে মন উচ্চতর অভিলাষ সকল পূর্ণ করিয়া থাকেই। এবং উহার পশ্চাতে চাই উদ্যম, এইরূপ উদ্যম যাহাতে প্রসন্নতার অনাবিল স্রোত বহিতেছে এবং সাহস সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের তীব্র তেজে তাহা উদ্ভাসিত।

কল্য মুসোলিনী দরিদ্র কর্ম্মকার পুত্র ছিলেন কিন্তু আজ সমগ্র ইটালীর শাসন সূত্র তাঁহার হস্তেই। যে হিটলার একদিন দরিদ্রতার করাল কবলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছিলেন আজ তিনিই সমগ্র জার্মাণীর ভাগ্য বিধাতা। ধনকুবের রকফেলর এক সময় আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার কার্য্য করিতেন আজ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ। আপনি নিজেই দেখুন যে ব্যক্তির মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথাও ফুটিত না, তিনিই আজ হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষকে ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন। ইহাতে কি রহস্য? আসল কথা এই যে, এই সকল চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্য জীবনের মূল রহস্য অতি শীঘ্রই জ্ঞাত হইয়া গিয়াছেন। জীবন সংগ্রামে ইহারা মনঃশক্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছেন, সেইজন্য সফলতাও ইহাদের চরণ চুম্বন করিয়া থাকে।

মনুষ্য নিজেই নিজের বন্ধু এবং শত্রু। যদি আমি আপনাকে বলি যে,

মনঃশক্তি

আপনি রাজনৈতিক জগতে নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনী, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কিংবা সুভাষ বসুর ন্যায় একজন হউন, আর্থিক জগতে হেনুরী ফোর্ড, রক্‌ফেলার বা নিজাম হায়দ্রাবাদের মত একজন হউন, সাহিত্যিক জগতে মহামতি সেক্সপীয়র, বর্ণার্ড শ, অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া সংসারকে চমৎকৃত করিয়া দিন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হাস্য সহকারে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং বলিবেন এই সব কল্পনাতীত কথা ছাড়িয়া দিন, আমি কখনও এই সকল মহৎ ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারিব না।

আপনি যদি এইরূপ সন্দেহ করিয়া নিজের ক্ষমতায় আস্থা স্থাপন না করেন তাহা হইলে উন্নতি করিবার ইচ্ছাও লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং আফিংখোরের ন্যায় বৃথা প্রলাপই বকিতে থাকিবেন, ইহা কিরূপ ভ্রমের বিষয়।

আপনি যাহা করিতে চাহেন তাহাই করিতে সক্ষম। আপনার নিকট কোনও কর্ম্মই অসম্ভব নহে। আপনি তাঁহাদের হইতেও শ্রেষ্ঠ যাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহাদের সহিত আপনার প্রভেদ কেবল মাত্র এই যে, তাঁহারা আপনার মত আলস্যপ্রিয় ও কর্ম্মবিমুখ ছিলেন না। উহারা সম্পূর্ণ রূপে মনঃশক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখুন, মনই বিভিন্ন শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ। উহা নিমেষ মাত্রে আপনাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাইয়া দেয় আর নিমেষ মধ্যে পতনের অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মনের উচ্চ নীচ অবস্থা ও উত্থান পতন আমাদের মস্তিষ্ক হৃদয় এবং

স্বাস্থ্যকে কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহার দু একটী উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন আপনার কোনও বন্ধু এক বাটী দুগ্ধ লইয়া আসিয়া আপনাকে বলিতেছেন—"ওহে এটাকে পান কর। এতে মিশ্রী দেওয়া আছে, আর কেমন সুগন্ধ বেরুচ্ছে দেখ", তাহা হইলে আপনার রসনায় জল ঝরিতে থাকে ও তৎক্ষণাৎ পান করিয়াও থাকেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় যদি আমি গিয়া বলি যে দুগ্ধে একটী ইঁদুর মরিয়া পড়িয়াছিল তাহা হইলে? এখন আপনিই বলুন আপনার মনের কিরূপ অবস্থা হইবে? আপনার বমনের উদ্রেক হইবে ও মাথা ঘুরিয়া উঠিবে।

আর একটি উদাহরণ, আপনি কোনও পুত্র বৎসলা জননীর নিকট যাইয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আপনার ছেলে পুকুরের জলে ডুবে গেছে।" এইবার মায়ের মনের অবস্থা লক্ষ্য করুন। তিনি চক্ষের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিবেন এবং বক্ষঃস্থল চাপড়াইতে চাপড়াইতে অতিরিক্ত শোকগ্রস্ত হইয়া অজ্ঞানও হইয়া যাইতে পারেন। যদি এইরূপ শোচনীয় সময়ে আমি উপস্থিত হইয়া বলি যে আপনার সন্তান জীবিত আছে, ঐ দেখুন সে আসিতেছে। তাহা হইলে? পুনরায় বলুন, মায়ের মনের অবস্থা কিরূপ হইবে? মা সমস্ত শোক দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিবেন, দৌড়াইয়া যাইয়া সন্তানকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবেন, ও উহাকে চুম্বন করিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে থাকিবেন।

আপনি নিজের সম্বন্ধেই দেখুন না। সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ কালে আপনি উহার তালে তালে দুলিতে থাকেন। কিন্তু আর্ত্তনাদ যখন আপনার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করে, তখন? আমার মনে হয়, তখন রোমাঞ্চিত কলেবরে আপনি কম্পিত হইতে থাকেন।

আপনার ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন আপনি ক্রুদ্ধ হন, আপনার মস্তিষ্কে অত্যাচারের ও হত্যার ভূত চাপিয়া বসে ও আপনি হয়ত অতি ভয়ানক হইতেও ভয়ানক পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, যখন বেশ প্রসন্ন থাকেন তখন? আমার মনে হয় তখন আপনি স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর থাকেন এবং সকলকে ভালবাসেন ও সংসার আপনার খুব ভাল লাগে।

বস্তুতঃ ইহা মনেরই ক্রিয়া। আপনি মনকে যে পথে লইয়া যাইবেন, উহা সেই পথেই যাইবে, তাহা ভালই হউক অথবা মন্দ হউক। যখন মনে সুচিন্তার উদয় হইতে থাকে তখন জানিবেন আপনার মন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং বুঝিতে হইবে আপনার মস্তিষ্কে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে। যদি মনে কুচিন্তার উদয় হইতে থাকে জানিবেন, আপনার পতন অবশ্যম্ভাবী ও জীবনও বিনষ্ট হইতে দেরী নাই।

একবার মনের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। কান পাতিয়া শ্রবণ করুন, সে কি বলিতেছে। বলিতেছে হে মনুষ্য, তুমি আমাকে উত্তম পথে লইয়া চল। জীবনের সমস্ত উপহার আমি তোমায় প্রদান করিব।

৮ যে ব্যক্তি চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা মনের কথা শুনেন বা দেখেন এবং সুপরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি ভবিষ্যতে যথার্থ সুখ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি চক্ষু ও কর্ণের সদ্ব্যবহার করেন না ও মনকে সুপথে চালিত করিবার কোনও ইচ্ছাই নাই, তিনি পতনের পিচ্ছিলময় পথে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

আমাদের উচিত যে জীবনে কোনওরূপ কুৎসিত চিন্তা, মলিনতা বা

উদাসীনতা আসিতে না দেওয়া। উহাকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিব, উচ্চ হইতেও উচ্চতর আদর্শ সকল গ্রহণ করিব এবং বিজয় শক্তির দ্বারা উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিব। শক্তির উদয় হওয়া ভাগ্যের বিষয়, এবং ভাগ্যও মানুষের হাতে উহাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন ও মনের দিকেও দেখুন। যেদিন আপনি আপনার মনের প্রভু হইবেন সেইদিন উহা আপনার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিবে। উহার প্রকাশে আপনি স্বয়ং আপনার বিচারক হইয়া নিজের সম্বন্ধে বিচার করিবেন—"আমিই স্বয়ং নিজের ভাগ্য বিধাতা, সফলতা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে।"

আপনার জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। সেইজন্য মনকে সৎ, নূতন ও আকর্ষণীয় কার্য্যে নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবেন। পুরাতন অলস চিন্তা কুসংস্কার ইত্যাদি মন হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়া দিন। উহাতে নূতন আশার সঞ্চার ও উচ্চ অভিলাষ যাহা আকর্ষণীয় তাহা অন্তরে প্রবেশ করিতে দিন। ইহা অতি সত্য, আপনি মনের ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করিবেন, সেইরূপ ফসলই ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে। সেই জন্য কণ্টক বীজ বপন না করিয়া সুগন্ধ বিশিষ্ট ফুলের বীজই বপন করিবেন। আপনার জীবন পুষ্পিত বৃক্ষের সুগন্ধের দ্বারা সারা সংসার আমোদিত করিবে।

ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় তাহা নহে, তিনিই প্রকৃত মানুষ মন যাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত। সংসারের সমস্ত বিপক্ষীয় শক্তি তাঁহার নিকট নত মস্তক। মনকে কুটিলতার আবর্জ্জনা হইতে তুলিয়া লইয়া সরলতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করুন।

মনঃশক্তি

আমরা সুখ দুঃখ রূপ নিয়ত প্রবহমান ঝড়ের ভিতর দিয়া চলিতেছি। কিন্তু মন ত আমাদের হাতেই আছে! সমুদ্রে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা ডুবিব কেন? সাঁতার দিলে কূল অবশ্যই পাইব।

মানুষই অন্তর্জগতের কর্ত্তা। রত্নরাজি পাইলে কোন ব্যক্তি না সুখী হয়? মনের মৃত্তিকায় যে শক্তি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে, মনের আকাশে যে আনন্দ রূপ চন্দ্রের উদয় হয়, যে মন সমুদ্রে সুখ দুঃখ রূপ হিল্লোল নিয়তই বহিতেছে, আমরাই তাহার কর্ত্তা ও পরিচালক। উহার আনন্দ আমরা ছাড়া আর কে ভোগ করিবে?

এই বাণীগুলিকে আপনার কর্ণে বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষিত হইতে দিন এবং আজ এই মুহূর্ত্তে এখনই অগ্নি অক্ষরে জীবনের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখুন যে—"আমি উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম, দেখিব আমি অগ্রে কিংবা সর্ব্বপশ্চাতে। দুনিয়ার গতি যে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, দেখিব তাহাতে আমার স্থান কোথায়?"

চঞ্চল মন

আপনি কোনও কর্ম্মের দ্বারা সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, আপনার পরিশ্রম ও কর্ম্মের জন্য ঘুরাঘুরি ব্যর্থ হইয়া যায়। অকৃতকার্য্য হইয়া তখন ভাগ্যকে দূষিতে থাকেন, জ্যোতিষীর দ্বারা ভাগ্য গণনা করান ও পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা পাঠও করাইয়া থাকেন, তত্রাচ আপনার সৌভাগ্য লাভ হয় না। কেন? ইহা আবার কিরূপ রহস্য?

আমি বলিব, আপনার মনের স্থিরতা নাই ও জীবনের রহস্য সকল আপনার জানা নাই। মানসিক বিকার আপনার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। লোভ লালসা ও বিলাসিতা সকল আপনাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিয়া দিতেছে, তবে ভাগ্যকে দূষিতেছেন কেন?

আপনি মনকে বশীভূত করিয়া উহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন না কেন? আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, শিক্ষিত ও সংযত মনের সহিত অশিক্ষিত মনের সেইরূপ প্রভেদ। যাঁহাদের মন শিক্ষিত তাঁহারা সর্ব্বদাই মানসিক শক্তির উপাসক। উহারা স্বপ্নেও কখনও মনুষ্যত্বের গৌরব হারাইয়া ফেলেন না। পশুর ন্যায় প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। আপনাকে ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের ন্যায় মনে করেন না। তাঁহারা বলেন,

আমরা অনন্ত আকাশে পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্র। উঁহাদের মনে এইরূপ দুর্ব্বলতা স্থানই পায় না, যে জীবন মাত্র কয়েক দিনের জন্য, অনুভব করেন যেন নিজেদের অন্তরে দেবতার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর, শ্মশান অথবা সমাধিক্ষেত্র নহে, উঁহারা অন্তর দেবতার চরণ স্পর্শে অমর হইয়া দেবলোকে অবস্থান করিতে থাকেন। এইরূপ মনুষ্যই জীবনে সফলতা লাভ করিয়া থাকেন।

আমার এক অস্থিরমনা বন্ধু ছিলেন, তিনি কোন ফিল্ম কোম্পানীর অভিনেতা। একদিন আনন্দের সহিত হেলিতে দুলিতে আসিয়া আমায় বলিলেন, আমি একটী বড় বীমা কোম্পানীর এজেন্সী লইয়াছি ও আপনার জীবন বীমা করিতে চাই। আমি বিনয়পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া বলিলাম, আমার জীবন বীমা বহুদিন আগেই হইয়া গিয়াছে। আমার বন্ধু নিরাশ হইয়া গেলেন, বোধ হয় আমার উপর কিছু চটিয়াও গেলেন। কয়েক সপ্তাহ দেখাও দিলেন না।

একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ফুল বাগানের শোভনীয় দৃশ্য দেখিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম কোনও গোলাকার বস্তু আমার দিকেই আসিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, উহা একটি মানুষ। কিছুক্ষণ পরে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে চিনিতে পারিলাম, আমার সেই বন্ধু যিনি আমার জীবন বীমা করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ মামুলী কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পর, জানিতে পারিলাম তিনি এখন রিক্সা গাড়ীর কারবার করেন, ভিতরে ভিতরে কোনও মোটর কোম্পানীর এজেন্সীও লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন বাদে তাহাকে একটি ছোট চায়ের দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম।

আমাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন ও চশমা পরিহিত নাসিকা তুলিয়া বলিলেন—"আজকাল ইহাই আমার পেশা। একটি পত্রিকাও শীঘ্র বাহির করিব মনে করিতেছি, সময়ে সময়ে আপনিও কবিতা প্রবন্ধাদি দিবেন।"

আমার চঞ্চল মনা পাগল বন্ধুটি এক বৎসরের মধ্যেই এইরকম কত নব নব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। কতরকম কারবার করিলেন ও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কোনও কারবারে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। আজকাল তাহার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে। কারণ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য মন স্থির রাখিতে পারিতেন না। কখনও চাকরীর জন্য উমেদারী করেন, কখনও বা শেয়ার মার্কেটে ঘুরিয়া বেড়ান। একটী কাজ ধরেন, পরে ছাড়িয়া দিয়া নূতন আর একটী করেন, পরে শেষে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাও ছাড়িয়া দেন। কখনও উহার মন ভাঙ্গা নৌকার ন্যায় সংসার সাগরে টলমল করিতেছে, কখনও ঝড়ের ন্যায় আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে।

এরূপ কেন? উনি কেন বিফল মনোরথ হইয়া যান? ইহার কারণ যে উহার মন অত্যন্ত চঞ্চল। নিজের মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সক্ষম নহেন। দৈনিক কার্য্যে কোনওরূপ আনন্দও পাইতেন না।

এইরূপ চঞ্চলমনা ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে অত্যন্ত অধিক। এই সকল মানুষ অকৃতকার্য্যতার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করেন না। ভাগ্যকে দূষিয়া থাকেন, ঈশ্বরকেও বাদ দেন না, নিরাশার অন্ধকারে চিরতরে ডুবিয়া যান, মৃত্যুই হয় তখন তাহার কাম্য।

আমি আপনাকে বলি আপনি আপনার মনঃশক্তি জাগাইতেছেন না

কেন ? অদ্যকার কর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া কল্যকার জন্য রাখিয়া দেন, উহা সম্পূর্ণ করেন না কেন ?

আগামী কল্য আপনার মন বদলাইয়া যাইবে, তখন ? নিসংশয় যে আপনি লক্ষ্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন।

আপনার অন্তরে এইরূপ অদ্ভুত শক্তি সকল অবস্থান করিতেছে, যাহা আপনি কখনও শ্রবণ করেন নাই বা দেখেনও নাই। ইহা অতি সত্য যে এক সময়ে মনের মধ্যে এইরূপ বিদ্রোহী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয় ও সাংসারিক অথবা পারিবারিক চিন্তা সকল মনের মধ্যে স্থানই পায় না। এ সময়ে তাঁহার অনন্ত প্রেম বিশ্ব ধারায় পড়িয়া তৃণবৎ ভাসিয়া চলে। সেই সময়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে সক্ষম হয় ! মনুষ্য জীবনের মূল্য কি তাহা বুঝিতে পারে এবং সংসারের সমস্ত আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে।

আপনার ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্খা সকল ও অদৃশ্য শক্তি সমূহের সহিত পরিচয় করাইবার প্রণালী আপনার অন্তরেই সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। যদি সংসারে আপনি সফলতাই চান ও সদিচ্ছা সমূহ পূর্ণ করিতে চান, তাহা হইলে মন স্থির করুন। একাগ্রতার অভ্যাস সাধন করিতে থাকুন। প্রথমে অন্তর্জগতে সফলতা লাভ করুন, পরে বহির্জগতে। প্রতি কর্ম্মেই যথা সম্ভব আনন্দ পাইবার চেষ্টা করিবেন। উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব সমূহকেও হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টা করিবেন। যতদিন না বর্ত্তমান কর্ম্ম সফল হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কোনও চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না। ইহাই অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধির জয় মার্গ।

রূপ রস ও গন্ধ লইয়াই জগতের সৃষ্টি। মনুষ্য এই বিশ্বের অসীম

সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ভোক্তা। কিন্তু উহার পথ অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ, রোগ শোক যন্ত্রণা এবং বিপত্তি সকল বিশ্বের আনন্দ উপভোগে ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। যদি আমরা এই সকল বাধা বিপত্তিকে বিদূরিত না করি তাহা হইলে আমাদের জীবন অভিশপ্ত হইয়া যাইবে এবং আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের এই সঙ্গীত মুখর লীলাভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়া যাইবে। আমরা এই দুর্ব্বলতা লইয়া জীবন সংগ্রামে প্রতি পলে পলে হারিতে থাকি। ভয় ক্রোধ ঈর্ষা এবং অন্যান্য কুচিন্তা সকল কখনও আমাদের সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। উপরন্তু শক্তি সমূহ নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। উহাতে আমাদের শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া যায় এবং আমরা অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হই।

মনে যে কোনও অভিলাষ উদয় হওয়া মাত্রেই তাহা পূর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ মনে করিবেন না। যতক্ষণ না উক্ত অভিলাষ দৃঢ় হয় ততক্ষণ উহা পূর্ণ করা অসম্ভব। শিথিল অভিলাষ হইলে চলিবে না, তাহাতে চাই পর্ব্বতের ন্যায় অটল ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তা। এইরূপ ক্ষণিক অভিলাষ সমূহ উদয় হইতে দিয়া মানসিক শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না। একটী মাত্র উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহাই পূর্ণ করিতে একটী কার্য্যাবলী স্থির করুন। নিজ জীবনের ত্রুটীগুলি সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করুন।

একাগ্রতা শক্তির বলে কত দরিদ্র ব্যক্তি রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। কত মূর্খ বিদ্বান হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন, যাহারা অবনত ছিল আজ তাহারা উন্নত। সুখ এবং দুঃখ, ভাল ও মন্দ সফলতা আর অসফলতা মানুষের মনঃশক্তির উপর নির্ভর করে। মনকে

আপনার বশীভূত রাখিলে কেবলমাত্র সফলতাই লাভ করিবেন তাহাই নহে, উপরন্তু বহুকাল জীবিতও থাকিবেন। আপনি যে যৌবনকালে বৃদ্ধের তুল্য হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ আপনি অতি অস্থির প্রকৃতির।

একাগ্র শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্য কোনও কার্য্যে কোনও সময়ে অকৃতকার্য্য হন না। আমি ইহা ভালরূপেই জানি। আপনি ইহা গভীর রূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন এবং ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে যত্নবান হইবেন, বিলম্ব করিবেন না।

স্বাস্থ্য, প্রসন্নতা ও সফলতা মানুষের জন্মসিদ্ধ অধিকার এবং উহার বলে মানব দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত থাকে।

একাগ্রতা

একগ্রতা কথাটী ঠিক ভাবে বলিতে হইলে ধ্যান বলাই শ্রেয়। ধ্যান হইতে সত্য প্রেম মিলে এবং সত্যপ্রেমেই অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

একাগ্রতা দ্বারা অনন্ত ব্রহ্ম শক্তির উৎসের সহিত মিলিত হইয়া যান, যাহা হইতে এই জগতের সৃজন হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত এইরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে আপনি শক্তির আধার হইয়া উঠিবেন। সেইজন্য সংসারের সমস্ত সিদ্ধিই একাগ্রতা দ্বারা লাভ করা যায়। আপনার মনে যে সত্য সংকল্পের উদয় হইবে তাহা অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

সংসারে এমন কোনও আশ্চর্য্যজনক বস্তু বা ঘটনা নাই যাহা একাগ্রতার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বা সম্ভব করিতে পারা যায় না। একাগ্রতার বলে দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণশক্তি, বিচার শক্তি, ভবিষ্য জ্ঞান, আকাশ ভ্রমণ, নিজ শরীরকে ভারী করণ এবং হালকা করণ ইত্যাদি সাধন করা যায়। আপনি একাগ্রতার দ্বারা অসত্য হইতে সত্য, অন্ধকার হইতে জ্যোতি ও মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ আবিষ্কার করুন।

দেবতাদের একাগ্রতা-শক্তি খুব প্রবল। ব্রহ্মা এই শক্তির দ্বারা

জগত সৃজন করিতেছেন। বিষ্ণু এই শক্তির দ্বারা জগত পালন করিতেছেন। শঙ্কর এই শক্তির সাহায্যে রুদ্র মূর্ত্তিতে সংহারের তাণ্ডবলীলা জাগাইতেছেন।

কিন্তু আমরা মানুষ, এবং ইহা তাহাদের মূর্খতা যে মানুষের উন্নতিকল্পে যখন আমরা দেবদেবী ও মুনিঋষিদের উদাহরণ দেই তখন তাহারা বিদ্রুপ করিতে থাকে ও মূর্খ বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। এইরূপ মনুষ্য অতিশয় দুর্ব্বল ও নিন্দনীয়। নিন্দা করাই যাহাদের পেশা তাহাদের জীবন কোনও দিনও সার্থকতায় ভরিয়া উঠে না। তাহারা সময়ের দোষ দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত ; উহার উন্নতি কল্পে একটুও ভাবিয়া দেখে না।

আমরা মনুষ্য ইহা সত্য। কিন্তু দেবদেবী ও মুনি ঋষিদের গুণ গ্রহণ ও তাঁহাদের চরণ চিহ্নের উপর চলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। এই অধিকার দ্বারা আমরা নানা রূপে লাভবান হইতে পারি। আজ যে অবস্থায় আছি, ইহা হইতে ও উন্নততর অবস্থা লাভ হইতে পারে এবং একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠও হইতে পারি।

মনের একাগ্রতাই আপনার বিজয়ী শক্তি। উহা মনের সমস্ত শক্তি-গুলি একত্র করিয়া মানসিক আন্দোলন উৎপন্ন করে এই আন্দোলনেই আপনার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং মনোস্কামনা সকল পূর্ণ হইয়া আপনার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আপনি যাহা হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাতেই সফল মনোরথ হইবেন। আপনি তত বেশীই উদার ও মহৎ হইবেন, যত বেশী আপনার কামনা সকল সদিচ্ছায় ও সৎচিন্তায় পূর্ণ থাকিবে।

ইহা এইরূপ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যাহা আপনার মৃত জীবনে

অমৃত সিঞ্চন করিতে থাকিবে। আপনার চিন্তাশক্তি সমূহে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিবে ও সমস্ত বাধা বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আপনার কণ্টকাকীর্ণ পথ পুষ্পময় করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে চিন্তার দ্বারা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন, অদ্ভুত ও চমৎকার বস্তু দেখিতে পাইবেন।

জগতের বিশিষ্ট শক্তিশালী ব্যক্তিগণ একাগ্রতার পিছনে পাগলের ন্যায় লাগিয়া থাকিয়া কত উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম সাধন করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন ও সমগ্র জগতে তাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্ত্তি সমূহ ঘোষিত হইতেছে। আমরা উহাদের কর্ম্মশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হই ও আবিষ্কার সকল আমাদের আশ্চর্য্য ও চকিত করিয়া দেয়, অথচ আমরা কোনও উচ্চ কর্ম্ম করিতে সমর্থ নহি, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

আমাদিগের এইরূপ অসামর্থ্য ও মূর্খতার কারণ আমরা ভাগ্য ও দুর্ব্বলতার ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মন পশুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে।

চক্ষু উন্মিলিত করিয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ও দেখুন যে ব্যক্তি জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ও একাগ্রতা বলে অভিলষিত বস্তু সমূহ করতলগত করিতেছেন। উহারা নিদ্রিত অথবা জাগ্রত অবস্থাই হউক কিংবা ভ্রমণ অথবা বিশ্রাম কালেই হউক সমগ্র মনঃ শক্তিগুলিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তাহারা নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য পরিচালনা করিয়া যুগান্তরকারী সফলতা লাভ করিয়া থাকেন।

একটি স্ত্রীলোক ঢেঁকিতে ধান ভানাইতেছিল, একহাতে বাহিরে ঠিকরাইয়া যাওয়া ধানগুলিকে সংগ্রহ করিয়া অপর হস্তে কুটস্তগুলিকে

নাড়িয়া দিতেছিল সঙ্গে সঙ্গে খরিদ্দারগণের সহিত দরদস্তুরও করিতেছিল। কিন্তু তাহার মন সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণ হস্তের দিকেই ছিল, পাছে তাহাতে ঢেঁকী পড়িয়া আহত হইতে হয়। আপনিও সংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও নিজের প্রধান কার্য্যে মনকে ঐরূপ একাগ্র রাখিবেন। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আমি মন, মন একান্ত ভাবে যাহা চায় তাহাই হইয়া যায়। তমোগুণের ধ্যান করিলে তমোগুণী, রজোগুণের ধ্যান করিলে রজোগুণী ও সত্ত্বগুণের ধ্যান করিলে সত্ত্বগুণী হইয়া থাকে। এইজন্য মনকে অসৎ কার্য্যে লিপ্ত না করিয়া সৎকার্য্য সমূহে নিমগ্ন রাখিবেন। মনুষ্য জীবনের ইহাই মহা মন্ত্রশক্তি।"

এই বিশ্বজগত একটী বিশাল তাঁবুর ন্যায়। উহার ভিতর আপনি জীবনের অদ্ভুত চরকা চালাইতেছেন, উহাতে সত্যের টাকুও লাগান আছে, সুন্দর বস্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে আপনি সুদক্ষ তাঁতীদের সমতুল্য। কিন্তু আপনার চরকারূপ জীবনের সমস্ত দায়ীত্ব একাগ্রতার উপর নির্ভর করে।

মনের একাগ্রতা মানবের জীবন ধারার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা নিম্নলিখিত দুইটি সত্য ঘটনামূলক উদাহরণে উল্লেখ করা হইল।

ইংলণ্ডের কোনও এক গৃহস্থের ঘরে একটী কুমারীর সুন্দর চিত্র গৃহ উপকরনের সহিত সজ্জিত ছিল। উহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু চিত্রখানি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনার কন্যার চিত্রটী নিখুঁত হইয়াছে, যাহাকে এইমাত্র দেখিয়াছিলাম, অতি চমৎকারই হইয়াছে, প্রত্যেকটী নিখুঁত, তাহারই ন্যায় হাত ও পা এমন কি গায়ের রং পর্য্যন্তও ফুটিয়া উঠিয়াছে,

আপনি কি কোনও সুদক্ষ চিত্রশিল্পির দ্বারা ইহা অঙ্কিত করাইয়াছেন? গৃহস্থ উত্তর দিলেন, ইহা আমার কন্যার চিত্র নহে। এই চিত্র অনুযায়ী আমার কন্যার জন্ম হইয়াছে। ইহাতে বন্ধুবর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আপনি কি বলিতেছেন? এই চিত্রখানির ন্যায় আপনার কন্যার জন্ম হইয়াছে? ভাস্কর অথবা চিত্রশিল্পি যেরূপ কোন একটী নমুনা দেখিয়া চিত্র বা মূর্ত্তি রচনা করিয়া থাকে, আপনার কন্যার রচনা কি ঠিক সেই মত হইয়াছে? গৃহস্থ ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিলেন, কন্যাটী গর্ভে থাকা কালীন উহার মাতা এই চিত্রটীর সম্মুখে একাগ্রতাপূর্ব্বক প্রতিদিন উহার ধ্যান করিতেন এবং মন প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিতেন আমার এইরূপ একটী কন্যা হউক। ইহার ফল স্বরূপ অবিকল চিত্রানুযায়ী আমার কন্যার জন্ম হইয়াছে।

অন্য ঘটনাটি এইপ্রকার :—

একজন ইতালীয়ান রমণীর একটী সুশীল পুত্রসন্তান, কিছুদিনের জন্য উক্ত রমণীর ভগ্নীগৃহে বাস করিয়াছিল। বালকটীর গুণে ও ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া উক্ত রমণীর ভগ্নী তাহাকে আপন পুত্রাপেক্ষাও অধিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন। বালকটীই সর্ব্বদা তাহার স্মরণ ও মননস্থল হইয়াছিল। কিছুদিন পর ঐ স্ত্রীলোকটী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানটী রূপে ও রংএ পূর্ব্বোক্ত বালকটীর সহিত এতই মিল হইয়া গিয়াছিল, যে আট বৎসর বয়সে উহাকে তাহার সহোদর বলিয়া ভ্রম হইত। এইরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিয়া থাকে। ||আমাদের এখন ইহাই বিশেষ প্রয়োজন যে কিরূপে আমরা অস্থির মনকে স্থির করিয়া একাগ্রতা লাভ করিতে পারি। উহা বিশেষ কঠিন নহে। প্রথমে আমরা বিশেষ

করিয়া মন অনুসন্ধান করিয়া দেখিব আমরা কি চাই এবং আমাদের কি উদ্দেশ্য ? যখন ইহা স্থির হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া যাইব/ মনে করুন আপনি ভাণ্ডার পূর্ণ সোনা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে মনকে স্ববশে রাখা আপনার প্রথম কর্ত্তব্য। একমনে দিনরাত সোনার স্বপ্ন দেখিতে থাকুন, কল্পনাও স্বর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া তুলুন, নিজেকে স্বর্ণময় কয়িয়া তুলুন, অন্য কোনও অভিলাষ মনে স্থান দিবেন না। পরিণামে নিজেই চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, দেখিবেন একদিন আপনার ভাণ্ডার স্বর্ণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প অত্যন্ত প্রচলিত। একজন শিকারী জঙ্গলের ভিতর ধনুকের দড়ি ঠিক করিতেছিল, সে এতই মনোনিবেশ সহকারে কার্য্য করিতেছিল যে, তাহার সম্মুখ দিয়া এক বিরাট সৈন্য বাহিনী চলিয়া গেল, উহার পরই এক সন্ন্যাসী তাহার নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসী শিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা এইমাত্র এইস্থান দিয়া একদল সৈন্য গেল না? শিকারী কহিল, না। সন্ন্যাসী শিকারীকে গুরুপদে বরণ করিলেন, এবং বলিলেন আপনি কার্য্যে এতবেশী একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে সম্মুখ দিয়া এক বিরাট বাহিনী চলিয়া গেলেও আপনি জানিতে পারিলেন না।

শিকারীর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আপনি নিজের কার্য্যে শিকারীর ন্যায় তন্ময় হইয়া থাকিবেন এবং উহার আদর্শ স্মরণ রাখিবার জন্য এই গল্পটি লিখিয়া লইবেন।

আপনার মন যদি অস্থির হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহাকে স্ববশে

রাখিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে অবকাশকালে কোনও উপন্যাস পাঠে মনোযোগ দিবেন; কৌতূকপ্রদ, ডিটেক্টিভ ও আমোদজনক পুস্তক সকল আপনার পক্ষে উত্তম ফলদায়ক। যখন ইহা হইতে আনন্দ পাইতে থাকিবেন তখন ক্রমশই আধ্যাত্ম্য, দর্শন ও উপনিষদ্ সমূহও পড়িতে থাকিবেন। সঙ্গীতে প্রেম বাড়াইবেন, সতরঞ্চ খেলার অভ্যাস করিবেন। যাদুবিদ্যা, উত্তম ফিল্ম এবং ভাবপূর্ণ নাটকাদি দেখিবেন। আপনার অন্তরে প্রত্যেক বিষয়েই রসাস্বাদ গ্রহণ ও প্রসন্নতার উদয় হইতে দিন। একাগ্রতা শক্তির দ্বার উন্মোচন করিতে ইহা স্বর্ণ নির্ম্মিত চাবির ন্যায়।

যদি আপনি একাগ্রচিত্ত হইতে থাকেন, তাহা হইলে বুঝিবেন আপনি নিজের উপরই যাদুর মায়াদণ্ড স্পর্শ করাইতেছেন। জ্ঞান শক্তিকে জাগাইতেছেন এবং মৌলিকতার বিস্তার করিতে করিতে সফলতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

—

আনন্দময় জীবন

চিন্তা, উদাসীনতা, অশান্তি ও নিরাশা প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি সমূহ, মনুষ্যের মানসিক কর্ম্মশক্তি সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়, উহার জীবন অন্ধকার ময় হইয়া যায় এবং রুক্ষ প্রকৃতির হইয়া প্রায়ই অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসে।

আমি জিজ্ঞাসাকরি, আপনি এরূপ কঠিন ব্যাধি সমূহকে আপনার মনে স্থান প্রদান করেন কেন? ইহাকে অবিলম্বে বিদূরিত করিবার সুন্দর পথ আনন্দময় জীবন। সেই আনন্দময় জীবন যাহার সুখের সঙ্গীত, সফলতার মধুর মিলন। সেই দিন আপনি আনন্দের সাগরে ভাসিতে থাকিবেন। পাপের তাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবেনা, আপনি কালচক্রের মহাসমরে বিজয়ী হইবেন, এবং গত যৌবন পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন।

যদি দুনিয়া সকল প্রকার দুঃখকষ্টে পূর্ণ থাকে, থাকুক, আপনি জীবনে নিরাশ হইবেন না। অনন্ত আনন্দময় জীবনের যে স্রোত আপনার চতুর্দ্দিকে বহিতেছে, তাহাতে আপনি একটী তরঙ্গের ন্যায়। আপনি নিজের প্রকৃতি এইরূপ ভাবে গঠিত করিবেন, যাহাতে আপনার

সংসার সুন্দর ও আনন্দময় হয় এবং কখনও জীবন-সংগ্রামে নিরাশ হইতে না হয়।

সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন, সংসারের দিকে লক্ষ্য করুন, ও নিজের অন্তরাত্মাকে অনুভব করুন, উহা কি প্রকার বস্তু যাহা আপনার জীবন পরিচালনা করিতেছে? সমস্ত নীতি ও উপদেশ মূলে কিরূপ প্রেরনা নিহিত রহিয়াছে যাহা মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে? আমি বাঁচিয়া থাকিয়া নিজেকে ঐশ্বর্য্যশালী করিব এবং সংসারের উপর প্রভাব বিস্তার করিব। ইহাই ত মানব হৃদয়ের সত্য বাণী, উহাই ত মানবের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। যদি ইহাও নাহি হয়, তবে তাহাদের আর কি আকাঙ্ক্ষা? কেহ বলিতে পারেন কি?

একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল লইয়া মাতিয়া আছি। আমরা উচ্ছাস বশতঃ উন্মত্ত হই এবং ভাসিতেও থাকি। হৃদয়ে আনন্দ বহমান স্রোত আনিতে দিন। ঐরূপ উচ্ছাসকালে সেই বহুমূল্য বস্তুটীকে আনিতে দিন, যাহার খোঁজ আজ বহুবৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন।

ইহা অত্যন্ত ভুল, আমরা আনন্দময় সংসারের সেই পথ দিয়া অবহেলার সহিত চলিতেছি, যে পথে প্রসন্নতা বরমাল্য হস্তে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের জন্য উহার আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজের ভাবে এতই মগ্ন যে উহার দিকে লক্ষ্য করিবারও অবসর পাইনা। যদি আমরা উহাদিগের সহিত ঘনিষ্টতা করি, তাহা হইলে উহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশে আমাদের জীবন ভরিয়া উঠিবে, সফলতার সূর্য্যও উদয় হইবে।

আনন্দময় জীবন

আপনি আনন্দের খোঁজে উন্মত্ত হইয়া উঠুন, প্রসন্নতাকে সন্ধান করিয়া বেড়ান, তাহারা একত্রে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থির চিত্তে চিন্তা করুন এবং সেই রাস্তা দিয়াই চলুন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকলকে মানিয়া লউন, বহুমূল্য দ্রব্য সকল স্বতই আপনার নিকট আসিতে থাকিবে।

যে আনন্দের দ্বারা মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, সংসারের প্রত্যেক মনুষ্যকে সুন্দর দেখায়, অন্তরে সহৃদয়তার উন্মেষ হয়, সংসারকে অমরাবতীর ন্যায় মনে হয়, আপনাকে সেই আনন্দ লাভ করিতেই হইবে।

সত্য আনন্দ এই রূপ একটী নেশার বস্তু যাহার প্রভাব শরীরের প্রত্যেক শিরা সমূহকেও অভিভূত করিয়া তোলে। বহির্জগতের নেশা ও অন্তর্জগতের আনন্দের নেশায় এই প্রভেদ, যে ইহার নেশা শরীরের মধ্যে স্বতই উৎপন্ন হয় ও সৌন্দর্য্য পানে উত্তেজিত হইয়া দিন দিন আপনা হইতেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু সত্য আনন্দ কাহাকে বলা হয়? উহা আমরা কোথা হইতে এবং কিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকি? আমি বলিব, প্রকৃত আনন্দ, সৌন্দর্য্য, প্রকৃতি ও প্রেম হইতে লাভ করা যায়।

আপনি যথাসম্ভব সুন্দর বস্তু সমূহ দেখিতে থাকিবেন এবং যথাশক্তি চতুপার্শ্বে সৌন্দর্য্যেয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবেন। সৌন্দর্য্যের উপাসক হউন। প্রকৃত সৌন্দর্য্য একমাত্র মনুষ্যেই ভোগ করিতে পারে, দেবতা বা দানবে নহে।

যদি আপনি আনন্দ না পান তাহা হইলে উহাকে অন্তরের সহিত

খোঁজ করুন। জঙ্গলে পাহাড়ে বাগ বাগিচায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান ও আকণ্ঠ ভরিয়া ফল ফুল লতা পাতার সবুজ ও মিঠা সৌন্দর্য্য পান করুন। নানাপ্রকার পশু পক্ষীদের বিচিত্রতা দর্শন করুন। বিহঙ্গমের কলনাদিত সুমধুর তানে প্রাণ শীতল করুন, ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া নিজের মনকেও তাহাদের সহিত নৃত্য করিতে দিন, নদী ও সমুদ্রের তীরে যাইয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করুন।

নবীন শ্যামল শোভা সংসারকে পাগল করিয়া দিতেছে, সূর্য্যের কিরণ স্রোতে সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিতেছে, প্রবাহমান বায়ু সৌরভের তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, প্রকৃতি কানায় কানায় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। আপনি আপনার তপোবলের দ্বারা আনন্দের সৃষ্টি করুন, আপনার এই সাধনার মূলে মানব-জাতির মহা কল্যাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

মনুষ্য মাত্রকেই প্রেমের চক্ষে দেখিবেন।

এই প্রেমে সেই রূপ জীবনানন্দ গ্রথিত রহিয়াছে যাহাতে বিরহ নাই। একে মহাপ্রস্থান করিলে, তাহার পরিবর্ত্তে অপর একজন অভিষিক্ত হয়, তিনিও চলিয়া যাইতে পারেন কিন্তু সমগ্র মানব জাতির সংসার হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই জন্য বলিতেছি, মনুষ্য মাত্রকেই প্রেম করিবেন, ইহাতে বিরহ নাই। যদি সমস্ত সংসারকে ও সমগ্র মানব জাতিকে আপনার বিশাল হৃদয়ে স্থান দেন, তাহা হইলে আপনার জীবন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সেই স্বর্গীয় আনন্দ যাহা শত শত বিহঙ্গম কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে, পুষ্পে পুষ্পে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, এবং প্রভাত সূর্য্যের স্বর্ণময় ধারায় নৃত্য করিতে থাকে।

তুমি এই আনন্দের সন্ধানে পাগল হইয়া যাও। তোমার অভিপ্সিত

পথে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠুক, প্রস্তর বর্ষণও হইতে থাকুক, পশ্চাৎপদ হইও না কখনই না, কোন কালেও না। বাধা বিপত্তি ও দুঃখের প্রকৃত রূপ দেখ। ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়া বিধাতা আমাদের জীবন স্রোতে প্রচণ্ড তুফান তুলিয়া থাকেন, ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী লীলা ও দুঃখের বন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যান। কষ্ট দেখিয়া বিন্দুমাত্রও হতবুদ্ধি হইও না ইহা শক্তির প্রথম জাগরণের উন্মাদনা। এই উন্মাদনার সমুদ্র মন্থন করিয়া গরল অথবা অমৃত যাহা পাও নির্ভয়ের সহিত তাহা পান করিবে। তোমার জীবনে যুগাবতারের সূচনা হইবে এবং নব-যুগের অভ্যুদয় ঘটিবে।

আমরা ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে জাগরিত হইয়া যদি ঘরের বাহির না হই তবে কেমন করিয়া উষায় অমৃত জ্যোতি পান করিব? সেইরূপ অন্তর-জগত জাগ্রত না হইলে কিরূপে আনন্দের অমৃতজ্যোতি পান করিব। আমরা নবযুগ ও যুগাবতারের প্রকাশ মাধুরীর সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হই, এবং মানব জন্ম ও জীবন সার্থক করিতে পারি না।

আনন্দ স্বভাবতঃ মানবের এত মনোহারী হইয়া থাকে কেন? এই প্রশ্নটীর অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। সংসারে যে সকল বস্তু আমাদিগের অপ্রাপ্য, আনন্দই আমাদিগকে উহার তৃষ্ণা মিটাইয়া দেয়। যে সকল বস্তু সর্ব্বত্র দেখা যায় না, আনন্দের জগতে উহাদের দর্শন মিলিয়া থাকে।

প্রদীপ যেরূপ গৃহকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে সেইরূপ আনন্দও আমাদের জীবন উজ্জ্বলতায় ভর্ত্তি করিয়া দেয়। আনন্দের অনুভূতি জীবনের সমস্ত জড়তার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। আনন্দ

আকর্ষণ শক্তি

জীবনের পরশমণি, যাহার স্পর্শে জীবনের প্রত্যেক বস্তুই স্বর্ণময় হইয়া উঠে।

আনন্দের ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া সংসারের সমস্ত অশান্তি ও অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া দিন। ভূমণ্ডলে স্বর্গ রাজ্যের স্থাপনা করুন। আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ মনে করি সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ সকলের কারণ, আমাদের ইচ্ছা। যতদিন না আমাদের ইচ্ছা সমূহ সুন্দর করিয়া তুলিতেছি, ততদিন দুঃখ হইতে উদ্ধার হওয়া সুকঠিন।

বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারা কলসী পূর্ণ হয়। কণা কণা বাষ্পের দ্বারা মেঘের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর দ্বারা মহাসাগরের সৃষ্টি হয়। তুমিও একটু একটু আনন্দের দ্বারা জীবন পরিপূর্ণ করিয়া তোলো। আনন্দময় জীবনে রূপ, যৌবন আশা ও প্রফুল্লতা, কোন বস্তুরই অভাব থাকেনা। মানব জীবন পবিত্র ও ধন্য হইয়া যায়।

সধবা স্ত্রীলোক যেরূপ সিঁথীতে সিন্দুর বিনা কোথাও শোভা পায় না, সেইরূপ আনন্দময় জীবন ব্যতীরেকে মনুষ্য কোথাও শোভা বা শান্তি পায় না। আনন্দের খোঁজ করাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। বেশভূষা ও সৌখীনতা অবহেলিত হইয়া যায় যে পর্য্যন্ত না আপনার হৃদয়ে সত্য ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা, শরীরে শক্তি ও মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে। আপনার আনন্দময় জীবনে সেইরূপ আকর্ষণের বিশেষ প্রয়োজন, যাহা আপনাকে চুম্বকে পরিণত করিয়া দিতে পারে। তারপর যে কোনও সভায় অথবা নিরালায় বসিবেন, আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্য সকলে ছুটিয়া আসিবে।

এরূপ আকর্ষণী শক্তি, আপনার মধ্যে আছে কি, আপনি আয়নাতে :

আপনার চেহারাখানি দেখিয়াছেন কি, মনে সন্তোষ আছে কি, যে আপনার শরীরের লাবণ্য ও শক্তি দ্বারা অপরকে আকৃষ্ট করিতে পারেন? যদি না থাকে তাহা হইলে জানিবেন আপনার আনন্দ সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহাতে আপনার স্বভাবে ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জীবন রূপান্তরিত হইয়া যায়। আপনি যেখানেই যান ও যাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করুন, তাহাকেই আপনার করিয়া লইবেন, যাহাতে আপনার মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের উদ্ভব হইয়া যায়।

আনন্দের খোঁজে স্বাভাবিক গতি আপনাকে যে পথে লইয়া যায় সেই পথেই চলুন। ধর্ম্মান্ধতার কাল্পনিক ভারে জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবেন না। মানুষের অন্তর্ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পাপ পুণ্য ও নীতি অনীতি দর্শান মহা অপরাধ।

কতকগুলি আধুনিক ব্যক্তি মনে করেন, বিলাসিতা হইতেই যথার্থ আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বিলাসিতা আমাদের জীবনে সত্য আনন্দের ভাব কখনই জাগ্রত করিতে পারে না। বিলাসিতার জাঁকজমক বাহিরের ঐশ্বর্য্যের ক্ষণিক চমক মাত্র। উহা দ্বারা মানসিক আনন্দের স্থায়ী পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিলাসী মানুষের হৃদয় ফাঁপা গাছের ন্যায়, যাহা বিষাক্ত কীটের আবাসস্থল, ঐরূপ বিষাক্ত কীট, মনুষ্য জীবনের মূল ভিত্তি বিনাশ করিয়া দেয়।

যে ব্যক্তি বিলাসিতার বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল হইতে দূরে থাকেন, তিনিই সত্য আনন্দের উপাসক, তিনিই সিদ্ধ কাম, ও মনুষ্য জাতির দিব্য চক্ষু স্বরূপ। তিনি বাহিরে হয়তো কঠোরতা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কুসুম হইতেও কোমল, তাঁহার অন্তরে সরলা অবলার ন্যায় সরলতার

ঝরণা ঝরিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা সংসারের সমস্ত দুঃখ নাশ করিয়া দেন এবং কামনা সকল সংসারের হিতসাধনী, তাঁহার আশা বসন্ত সমাগমের ন্যায় প্রিয় সংবাদদায়িনী, এবং কোকিল কণ্ঠের ন্যায় পিযুষবর্ষিণী।

আপনি জীবনের মানসিক বোঝাকে ভার বাহকের ন্যায় বহন করুন। জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করুন। পথে স্বাধীনতার সহিত বুক ফুলাইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, সিংহের চালে চলিতে থাকুন। সুন্দর গৃহ, বিশাল অট্টালিকা, বাগ বাগিচা, সুরম্য উদ্যান, সুন্দর বস্তু সকল চিন্তা পূর্ব্বক দেখুন এবং মনে এই ভাব জাগাইয়া রাখুন ইহা সমস্ত আমারই এবং আমিই সবের মালিক।

আপনি জানেন কি, আমি কেন এরূপ কথা বলিতেছি? মনুষ্য জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এই যে, উহা যাহা কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া থাকে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকে ভবিষ্যতে সেইরূপই উহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে এবং সেই ভাগ্যের দ্বারা জীবন তরণীকে সংসার সাগরে পরিচালনা করিয়া থাকে।

আসুন আমরা ঈশ্বরের নিকট পূর্ণ আনন্দময় জীবন সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করি। তাঁহার পূজায় ও আরাধনায় আমরা তন্ময় হইয়া যাই। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বলতর হইয়া উঠুক।

ইচ্ছাশক্তি

ইচ্ছাশক্তি কথাটী কত দৃঢ় অথচ সুন্দর। এক একটী বর্ণ ক্ষণপ্রভার ন্যায় চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। এক একটী শব্দ আগ্নেয়গিরির রঙ্গীন ধূম্রের ন্যায়।

ইহা কিরূপ বস্তু?

ইহা আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আত্মবল। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে ইচ্ছাশক্তি বা will power বলা হয়।

এই শক্তি মৃতের শরীরে নব শক্তির সঞ্চার করে। ইহার দ্বারা মানব স্বর্গ মর্ত্ত্য সমান করিয়া দিতে পারে। ভাগ্যকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পরিচালনা করিতে পারে। উহার দ্বারা দুনিয়াতে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলেন—"ভাগ্য সৈনিক, আমি তাহার সেনাপতি। ভাগ্য আমার গোলাম, আমি তাহার বাদশাহ।" মানবের মানসিক চিন্তা, কষ্ট এবং বিপত্তি সমূহকে সমূলে নাশ করিয়া দেওয়াই ইচ্ছাশক্তি বা will powerএর প্রথম কর্ম্ম। আপনি হাজার বিদ্বান হউন অথবা চতুর বা বুদ্ধিমান হউন, ইচ্ছাশক্তির অভাবে আপনার

হৃদয় ও মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। বাহ্যাড়ম্বরই সার। সংসারের কোনও অপূর্ব্ব কাজ করিতে সক্ষম হইবেন না।

কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই কথাটী ঠিকই বলিয়াছেন যে—

"ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সিংহবিক্রমী ব্যক্তিগণ, যখন কোনও কার্য্যে অগ্রসর হন, তখন মহাসমুদ্রেও নিজেকে পার করাইয়া দেন, ও পর্ব্বত কাটিয়া ধারা বাহির করেন।"

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে সব্য সাচীন্, কর্ম্মযোগের মূল সূত্রই দৃঢ় সঙ্কল্প (ইচ্ছাশক্তি), ইহাই আমার কর্ত্তব্য, ইহা জানিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ম্ম করিতে থাকা উচিৎ। যাহার দৃঢ় সঙ্কল্প নাই সে কিছুই করিতে সমর্থ নহে। কেননা উহার মনে অনন্ত কল্পনা উঠিতেছে, আবার ঐ কল্পনার অসংখ্য শাখাও আছে, এইরূপ দশাতে মনুষ্য সন্দেহ সাগরে ডুবিয়া থাকে।"

মহাবীর নেপোলীয়ানের কথাই ধরুননা কেন? তিনিও পূর্ব্বাবস্থায় শক্তিহীন ছিলেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র সংসারকে পরে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইউরোপের শক্তিশালী ব্যক্তিরাও তাঁহার নাম শুনিলে নিদ্রিতাবস্থায় চমকাইয়া উঠিতেন। দেখিতে যে খুব বীর ছিলেন তাহাও নহে, কিন্তু ইচ্ছশক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সেই ইচ্ছাশক্তিই তাঁহার মনোবলকে দৃঢ় করিয়া রাখিত। তিনি ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ ভক্ত ও উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন "Impossible is the word found only in the dictionary of fools." অর্থাৎ "অসম্ভব কথাটী মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায়"।

কথাটী সত্য। মুসলমানদের পয়গম্বর মহম্মদ সাহেব আরবের বর্ব্বর লোকদিগের মধ্যে (একেশ্বর বাদ) অর্থাৎ খোদা এক, ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ মসজিদে যাইতেন এবং নির্ভিকতার সহিত মূর্ত্তিপূজা ও ইসলামী মত খণ্ডন করিতেন।

অসহোযোগ আন্দোলন কালে মহাত্মা গান্ধী যখন কোথাও বক্তৃতা দিতেন পঙ্গপালের ন্যায় লোক সকল আসিয়া সেস্থান ভরিয়া তুলিত। কেন, ইহার কি কারণ? কারণ এই সকল মহাপুরুষের হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তির মহাসমূদ্র তরঙ্গায়িত হইত। যাহার তরঙ্গ আপন শয়ন কক্ষ হইতে উঠিয়া মানব হৃদয়ে আছড়াইয়া পড়িত'। তাহারা বলিত যে "তোমরা আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের গঙ্গাযমুনায় স্নান করিয়া •জীবনের সমস্ত মলিনতা ধৌত করিয়া দাও ও উহাকে পবিত্র কর!" ইহা এতই আকর্ষণ পূর্ণ ডাক যে মানব সহজেই ইহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং উহা পাইয়া হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও বেদনা দূর করিয়া দিত।

এইজন্য বলিতেছি, ইচ্ছাশক্তি মহা শক্তিশালী বস্তু। এই শক্তি অর্জ্জন করিয়া মানব হৃদয়ে নির্ভীকতা জাগ্রত হয়, এবং তাঁহারা সংসারকে উত্তমরূপে লাভান্বিত করিয়া তোলেন। ইচ্ছাশক্তি সূর্য্য হইতেও তেজস্কর ও চন্দ্র হইতেও শীতল। মানব বিজ্ঞানবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন— "মানব অন্তঃকরণে যে অভিলাষ জাগ্রত হয়, ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে তাহার পূরণ অবশ্যই হইবে।

লোকমান্য তিলক ইচ্ছাশক্তির সত্য উপাসক ছিলেন। তিনি একজন জ্যোতিষীকে বলিয়াছিলেন "যদি আমি ফলিত জ্যোতিষের উপর নির্ভর

করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে জীবনে কোনও মহত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে সমর্থ হইতাম না।

ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধিমান, উদ্যমী, স্বাভীমানী, তেজস্বী বীর, ও চরিত্রবান হইয়া থাকেন। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্নব্যক্তিদের উপর কাহারও প্রভাব খাটেনা, যদি কেহ তাহার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ভিতর এরূপ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, যাহাতে চতুপার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়া উঠে ও প্রভাবকারী ব্যক্তি বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও বিফল মনোরথ হয়। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা সঙ্কটকালে পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া দৃঢ় পদে উহার সম্মুখীন হন। আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে অপরের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষায় অগ্নিস্পর্শিত বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠি। অপরের কষ্টে আমরা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সম্মুখে বন্ধুবৎ অর্থাৎ বিষকুম্ভ পয়োমুখম, পশ্চাতে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। অহংকার পূর্ণ মাত্রায় আমাদের অন্তরে রাজত্ব করিতেছে। আমাদের দুর্দ্দশার মূল কারন উহাই। ইচ্ছাশক্তি যেন আমাদের অন্তর হইতে বিদায় লইয়াছে।

ইচ্ছাশক্তি সকলের ভিতর সমান রূপেই আছে। কিন্তু যাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই নিজ জীবনকে চমকপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারা দীন দুঃখী এবং বিপত্তি ও কষ্টের আশ্রয়দাতা হন।

✓যদি আপনি ইচ্ছাশক্তিকে বুঝিতে এখনও সক্ষম হইয়া নাহি থাকেন তবে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান, নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন এবং মানসিক দুর্ব্বলতা খুঁজিয়া বাহির করুন। সামান্যও অশান্ত, অধীর ও

উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। মানসিক বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাগুলিকে একত্র করার নামই "ইচ্ছাশক্তি বা will power"

আপনি স্বাবলম্বী হউন। নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য অপরের উপর নির্ভর করিবেন না। ইচ্ছাশক্তি আপনি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন। উহা আপনাকে আত্মোন্নতির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অন্তরে মধুর ও দিব্য ভাব জাগরিত করিয়া দিবে। আপনাকে উৎসাহ ও শক্তিদান করিবে। উহা নিজের মলমের দ্বারা আপনার ঘা সারাইয়া দিবে। তাহা হইলে আর কিসের ভয়, কোন কণ্টকের ভয়? ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক যে কাজেই হাত দিবেন তাহার সমাপ্তি করিয়া ছাড়িবেন। হয় সরল অথবা কঠিন, নয় সম্ভব অথবা অসম্ভব। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, অহঙ্কার, উদাসীনতা, বুদ্ধিভ্রংশ, আলস্য ও ভয়, চিন্তা, সন্দেহ, প্রভৃতি রোগ সমূহ কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়।

যে সকল ব্যক্তির ভিতর ইচ্ছাশক্তি, আত্মবল ও দৃঢ় সঙ্কল্প নাই এবং এক চিন্তা করিতে করিতে অন্য চিন্তা করেন, তাঁহারা এই জীবনে কোনও মহত্ত্ব পূর্ণ কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। উহাদের অবস্থা ছিদ্র যুক্ত জল পাত্রের ন্যায়।

The wise man rules his stars. অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা।

যদি আপনি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে দৃঢ় সংকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করুন, উহাতে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ করুন। আপনি স্বয়ং আপনার ভাগ্য নির্ম্মাতা ও জীবনের কর্ত্তা। তবে দুঃখ ও নিরাশা কেন?

আকর্ষণ শক্তি

ইচ্ছাশক্তি কোনরূপ আরেবিয়ান ম্যাজিক কিম্বা চীনদেশের যাদু অথবা কামরূপের বশীকরণ বিদ্যা নহে, উহা মানব প্রকৃতির মহান সার তত্ত্ব, যাহা রক্তের ন্যায় তেজস্কর ও সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। উহা লাভ করিয়া পৃথিবী বক্ষোপর এমন কোনও বস্তু নাই যাহা আপনার নিকট দুর্লভ। অদ্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, আমি আত্মোন্নতির জন্য ইচ্ছা শক্তির সাধনা করিব। এবং অভিলাষ সমূহ পূর্ণ করিব, যতদিন বাঁচিব জীবনকে চমকপ্রদ করিয়া রাখিব।

আপনি প্রায়ই এইরূপ ব্যক্তিগণকে দেখিয়া থাকিবেন, যাঁহারা মৌন ও অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি। উহাদের হাজার প্রশ্ন করুন, উহারা মূক ও বধিরের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কেবল মাত্র একবার এমন জবাব দিবেন যাহা আপনার অনেক প্রশ্নের এক উত্তর হইবে। এইরূপ মৌন ও গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল। তাঁহারা আপন অন্তরেই কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া থাকেন।

ইচ্ছাশক্তিকে সফল ভাবে প্রয়োগ করিবার চারিটী রাস্তা আছে। প্রথমেই আপনার জীবনে একটী স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধান্ত হইতে কোনও কামনার প্রকাশ করুন, তৃতীয়ে এই কথার প্রতিজ্ঞা করুন যে কামনা পূর্ণ করিবই। চতুর্থ ইচ্ছাশক্তি পূরণের জন্য পূর্ণ উদ্যোগী হউন। যেদিন হইতে আপনি উল্লিখিত বিষয় সমূহের অভ্যাস করিতে থাকিবেন, সেই দিন হইতে এই সকল অভ্যাস আপনার চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিয়া অন্তরাত্মা প্রকাশ করিয়া দিবে। আপনি প্রতি কার্য্যেই মহাবীর নেপোলিয়ানের ন্যায় সাফল্য লাভ করিবেন। ইচ্ছা-

ইচ্ছাশক্তি

শক্তির প্রধান গুণ এই যে, আপনার কুঅভ্যাসগুলি নিবৃত্তি করিয়া সুঅভ্যাস প্রদান করে।

দিনে দিনে যুগ পরিবর্ত্তন হইতেছে, মনুষ্য সকলও অগ্রসর হইতেছে। আপনি আপনার কায়া পরিবর্ত্তন করুন, স্বভাব বদলাইয়া ফেলুন। যেমন করিয়া গরুর গাড়ী ছাড়িয়া মোটরে ভ্রমণ করিতেছেন, উড়াণী ছাড়িয়া পাঞ্জাবী পরিতেছেন। উন্নতির প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব প্রথম আপনারই হওয়া চাই, এবং প্রথম পুরস্কার লাভের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতেই হইবে।

ইচ্ছাশক্তির বলে বিদ্যার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। অভিনেতা সুনাম ও সফলতায় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, দরিদ্র বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, ধনী ব্যক্তি রাজা মহারাজা শ্রেণীর হইয়া উঠেন।

তুমি ইচ্ছাশক্তি সাধন করিতে অগ্রসর হও। কাহারও পদানুসরণ করিওনা। পুণ্যবান নহে, বীর্য্যশালী হইতে চেষ্টা কর, সন্ন্যাসীও নয়, মহা-মানব হও, সাধারণ নহে দেবতা হও। তুমি নূতন দুনিয়ার সৃষ্টি কর, নূতন পদ্ধতি বাহির কর, তোমার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তোমাদের দেশ রাজর্ষি, দেবর্ষি ও মহর্ষি সকলের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহা কবির কল্পনা নহে। তোমার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রত্যক্ষ সত্য, যাহা একদিন অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

ভয়ের ভূত

আপনার মস্তিষ্কে এমন একটী ভয়ানক শত্রু বাস করিতেছে, যাহাকে স্মরণ করিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এবং সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, মনে হয় পদতল হইতে মাটী সরিয়া যাইতেছে, তখন আপনার অবস্থা সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আপনি জানেন কি, এ ভীষণ শত্রুটি কে? ইহাই ভয়ের ভূত!

ভয় মানব শরীরে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি আপনি শ্মশানের চিতা ভস্ম হাতে করিয়া দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখেন, দেখিবেন অধিকাংশ ভস্মকণার সহিত ভয়ের ভূত নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক পৈশাচিক অট্টহাস্য করিতেছে।

ভয় ইহার নাম শুনিলেই হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভয় আমার জীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তিগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া থাকে। উহা আমার অন্তরে শঙ্কা, দ্বেষ ও প্রতিশোধ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। বিবেকের বীরত্ব রক্তের ন্যায় শোষণ করিয়া ফেলে। হায় হায় আজ সংসারে কোটী কোটী ব্যক্তিদিগকে সুবর্ণময় সিংহাসনে দেখা যাইত, যদি উহাদের মনে ভয়ের ভূত আশ্রয়

না লইত। জীবন পরিপূর্ণ করিতে অনেক ব্যক্তি এই কারণে অকৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অপ্রতক্ষ্য ভাবে সুদর্শন চক্রের ন্যায় ভয়ের ভূত তাঁহাদের অন্তর মধ্যে ভ্রমিতেছিল।

ভয়, জীবনে তীব্র বিষের ন্যায়। ইহা মনুষ্য জাতির প্রেম সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত করে। আমাদিগের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লয়, সফলতার পথে অসফলতার কণ্টক বিছাইয়া দেয়, এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব চূর্ণ করিয়া আমাদিগের সুবর্ণময় জীবন পঙ্কিল করিয়া তোলে। ইহার কুসংসর্গে পড়িয়া মানব লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ ভাগ্যহীন বন্দীর দশা প্রাপ্ত হয়, যে বন্দী মৃত্যুকে আহ্বান করে, মৃত্যুও শিহারিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়।

আপনি কি কখনও ভয়ের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন? আমার মনে হয় স্বপ্নেও নহে।

ভয় কি? ইহা একপ্রকার ভ্রান্তি, কেবলমাত্র কল্পনারই মহামারী, মানুষের সর্ব্বনাশকর এবং হত্যাকারী শক্তি।

যখন আপনি উত্তম ও আন্তরিক কথা বলিতে থাকেন, তখন আপনার মুখমণ্ডল হাস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ও আপনি অত্যন্ত খুসী হন। কিন্তু যে সময় খুন ডাকাতি ও মৃত্যুর কাহিনী শুনেন, ও ভূত প্রেতের গল্প পাঠ করেন, লড়াই এবং ফাঁসির ভয়ানক দৃশ্য দেখেন, তখন? আমি মনে করি তখন হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ের সঞ্চার হয়। একটী মূর্খতা পূর্ণ মজার গল্প শ্রবণ করুন—

১৯৩৬ সালের ঘটনা। কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে একদিন একটি গুজব রটিল যে "অমুক দিন সন্ধ্যাকালে ভীষণ ভূমিকম্প হইবে। সকলে

বাড়ী চাপা পড়িয়া মরিয়া যাইবে। এবার বিহার ও কোয়েটা হইতেও ভীষণভাবে ভূমিকম্প হইবে।" এইবারে শুনুন মহাশয় কি ঘটনা ঘটিল। এইরূপ আতঙ্কপূর্ণ গুজবের দ্বারা কলিকাতাবাসিগণ এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সহর অর্দ্ধেকের উপর খালি হইয়া গেল। আতঙ্কগ্রস্ত পলায়নকারীদের ভিতর ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রভৃতি নানাপ্রকার লোক ছিলেন। মূহুর্মূহু স্পেশাল ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা ও ট্যাক্সীওয়ালার বরাত খুলিয়া গেল। তাহারা ভাড়ার হার ইচ্ছামত বাড়াইয়া দিল। মহাশয় এইরূপে সকলেই পলাইয়া গেল। অনেক গৃহ তালাবদ্ধ হইল, রাজপথে হরতালের দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। যে দিকেই দেখুন সর্ব্বত্রই পূর্ণমাত্রায় নিস্তব্ধতা বিরাজমান। কেল্লার ময়দানে নরমুণ্ডের মেলা বসিয়া গেল। সকলের হৃদয়েই একই প্রকার চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা, এবং বিপদাশঙ্কা হইতেছিল। ভূমিকম্প হইবে ভূমিকম্প হইবে শুধু এই রব। বৃদ্ধেরা রাম নাম জপিতে আরম্ভ করিলেন, যুবকেরাও উর্দ্ধে চাহিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা অন্তরে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত দৃশ্য, মধ্যাহ্ন কাল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রাত্রি বিশ্রামের ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ভূমিকম্পও আসিল না, প্রলয়ও হইল না।

লোকে স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সহিত লজ্জিত ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্য লোকে উহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল "আপনি ত বেশ পাগল মশাই"।

দেখলেন ত ! এরূপ আতঙ্কপূর্ণ মিথ্যা গুজব প্রচারের ফলে কলিকাতার হাজার হাজার টাকা লোকসান হইয়া গিয়াছিল।

আর একটি শোচনীয় হৃদয়ভেদী ঘটনা শুনুন—

মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বয়কট আন্দোলন যখন প্রবলভাবে চলিতেছিল, দেশীয় ব্যবসায়ীরা বহু টাকা লাভ করিতে লাগিলেন, বৈদেশিক বণিক সকল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। আমার এক প্রিয় বন্ধু উক্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বয়কট আন্দোলনের ফলে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহার ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিতে লাগিল। ইহাতে তিনি উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া পড়িলেন। মানব সঙ্কট কালে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। তিনি তাঁহার দুরবস্থার কাহিনী সকলের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মনে ভাবিলেন, এইরূপ করিলে আমার বিপদ কমিয়া যাইবে, ও লোকে আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া অবশ্যই উত্তমরূপে সাহায্য করিবে। কিন্তু ফল বিপরীত ঘটিল, সকলে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটাইতে লাগিল। বন্ধু শত্রু হইয়া গেল। কারবারও ফেল হইয়া গেল। হাজার হাজার টাকা ডিক্রি হইয়া বহুমূল্য দ্রব্য নাম মূল্যে বিক্রিত হইয়া গেল।

তিনি ভয়ে বিশুষ্কপ্রায় হইয়া অস্থিসার ও বিবর্ণ হইয়া গেলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই পাগল হইয়া, পরিশেষে চিরদিনের জন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি আমার সম্মুখেই দেহত্যাগ করিলেন। ভয়ের এরূপ পরিণতি আমি কখনও দেখি নাই, শুনিও নাই। ঈশ্বর যেন শত্রুকেও এভাবে শাস্তি না দেন।

ভয়ের এরূপ দুটি একটি নয়, হাজার হাজার উদাহরণ রহিয়াছে যাহা হয়ত আপনি দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবেন। যদি আমার উক্ত বন্ধুটি হৃদয়ে ভয়ের স্থান না দিয়া নির্ভীকতার সহিত কার্য্য করিয়া যাইতেন তাহা

হইলে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেন। ভয় ভূতের চক্রান্তে পড়িয়া নিজ জীবনকে খোয়াইয়া বসিলেন।

আমাদের উচিত যে আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় ঠিকভাবে পরিচালিত করা ও মনে কখনও এইরূপ খেয়াল আসিতে না দেওয়া যে আমরা শক্তিহীন, শঙ্কিত ও ভীরু। বুদ্ধিমান মালী উৎকৃষ্ট বাছাই করা বীজ বপন করিয়া থাকে, উহাতে আবর্জ্জনার নাম গন্ধও থাকে না। এই কারণেই তাহার উদ্যান প্রস্ফুটিত কুসুমে ভরিয়া উঠে।

মানসিক শক্তিকে আরও প্রবল করা ও অন্ধকূপে ফেলিয়া দেওয়া আমাদের বিচার শক্তি ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মনে করুন আপনি জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছেন, হঠাৎ আপনার সম্মুখে একটি সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল, হয়ত উহাকে দেখিয়া আপনার তত ভয় নাও হইতে পারে। কিন্তু যদি আমি অগ্রসর হইতে নিষেধ করি ও বলি সম্মুখে আরও হিংস্র সিংহ রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনার অগ্রসর হইবার ক্ষমতা অন্তর্নিহিত হইয়া যাইবে। আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইবে ও মুখ দিয়া কথাও বাহির হইবে না। কারণ? ইহা শুনিয়া আপনার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমিই আপনার মনে ভয়ের ভূত প্রবেশ করাইয়া দিলাম।

ভয় মনুষ্য শরীরের অস্থি পঞ্জর সমূহ এরূপ প্রবলভাবে ঝাঁকাইয়া দেয় যে উহার শরীর ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠে এবং সমস্ত জ্ঞান শক্তি হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

হাজার হাজার ব্যক্তি ভূতের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। অনেকে ভূতের ভয়ে মারাও গিয়াছেন। কিন্তু ভূতের ভয় করা বৃথা, কেননা এই নামের কোনও জীবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে অথবা আকাশ মণ্ডলে নাই।

ভয়ের ভূত

কতিপয় ব্যক্তিদের কথাই ধরিয়া লউন, তাহারা মনুষ্য হইতেই ভয় পায় এবং সংসারের কোনও উত্তম কার্য্য করিতে পারে না। তাহাদের মনে সর্ব্বদা এই চিন্তা বর্ত্তমান থাকে যে লোকে আমায় কি বলিবে. কিন্তু আমি বলিব, মনুষ্য হইতে ভয় পাওয়া নিতান্ত মূর্খতা ও পাগলামী। সকলে বিদ্রূপ ও কটু বাক্য ব্যবহার করে যতদিন না তাহারা আপনাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারে ও আপনার গুণের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে। ইহা সত্য যে মানুষের জীবন যাত্রা সমুদ্র যাত্রার ন্যায়, যাহাতে আমরা একই সঙ্কীর্ণ নৌকায় একত্রে মিলিত হই। মনুষ্য মাত্রই পরস্পর পরস্পরের ভাই, ভাইয়ের নিকট কিসের ভয়?

আরও দেখুন, শতকরা নিরানব্বই জন ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত। কিন্তু মৃত্যুর কি সুন্দর রূপ তাঁহারা বোধ হয় তাহা জানেন না। মৃত্যু সেই সৌন্দর্য্যময়ী দেশের দেবী, যে দেশ স্বর্গ হইতেও সুন্দর ও অমরাবতী হইতেও মনোহর। অন্তিমকালে মানব সেই দেবীর সুখ শান্তিময়ী কোলে আনন্দের সহিত নিদ্রা যায়। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করা অতিশয় মূর্খতা।

এইজন্যই বলিতেছি আপনি নির্ভীকতার সাধনা করিতে থাকুন। ভয় হইতে জ্ঞান তন্তু নির্ব্বল হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি আপনি ভয়ে শঙ্কিতই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমোদপ্রমোদে নিজেকে নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবেন। এক মিনিটের জন্যও বেকার বসিয়া থাকিবেন না, কিছুও অন্ততঃ করিবেন। কোনও কৌতূহলপ্রদ পুস্তক পড়িবেন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রেমপত্রাদি লিখিবেন। আসল কথা এই যে কোনওপ্রকারে মন হইতে ভয় বিদূরিত করিয়া দেওয়া। আগামীকল্য

দুঃখ আসিবে বলিয়া দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হইয়া অযথা ধ্যবান সময় নষ্ট করিয়া দেওয়া মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নয়।

ইহা সত্য যে মানব শক্তিতে দৈব শক্তির প্রকাশ। দৈবশক্তির বলে সংসার সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। মানব যদি এই দৈবশক্তি ভালরূপে জ্ঞাত হইতে পারে তাহা হইলে সে সৃষ্টি ও সংহার দুই করিতে পারে। আমাদিগের অন্তরে যে ভয়ের সংকীর্ণতা ও ব্যর্থতা রহিয়াছে, তাহার বিনাশ সাধন করিবার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে রহিয়াছে; কেননা আমরা অমরত্বের অধিকারী। হীন হইয়া থাকিবার জন্য আমরা জগতে জন্মগ্রহণ করি নাই।

আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি, মাতাপিতা তাঁহাদের শিশু পুত্র কন্যাদিগের ভিতর ভয় উৎপন্ন করাইয়া দেন। উহারা যখন শিশু সুলভ স্বভাব বশতঃ চীৎকার ও উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন উহাদিগকে চুপ করাইবার নিমিত্ত ভূত প্রেত অথবা ব্যঘ্র ভল্লুক ইত্যাদির নাম করিয়া এমন ভয় দেখান যাহাতে তাহারা একদম চুপ করিয়া যায়, ইহা কত বড় মূর্খতা ও অজ্ঞানতা! যে সকল পিতামাতা পুত্র কন্যাদিগের ভিতর ভয় উৎপন্ন করাইয়া দেন, তাঁহারা তাহাদের শত্রু স্বরূপ।

শিশুদের হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল। ভয়ের ব্যাপার দেখিয়া বা শুনিয়া উহাদের কিরূপ অবস্থা হয়, একটী অল্প দিনের ঘটনা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"সাংঘাইয়ের এক প্রসিদ্ধ জাপানী ভদ্রলোক তাঁহার শিশুকন্যার সহিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, চৌরাস্তার উপর একটী সিনেমার পোষ্টার ঝুলিতেছিল, উহা দেখিয়াই কন্যাটী সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া

পিতাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল। ভয়ে কন্যাটী এতই অভিভূত হইয়াছিল যে গৃহে ফিরিতেই তাহার শরীরের উত্তাপ বাড়িয়া গিয়া অত্যন্ত জ্বর হইল, এবং সেইদিনেই তাহার শিশু জীবনের যবনিকাপাত হইল।

এখন আপনিই বলুন—উক্ত কাগজের পোষ্টারে এমন কি অঙ্কিত ছিল? মনের বিকার বৈত নয়! ভয়ের ভূত ঐ নির্দ্দোষ শিশুটীর প্রাণ হরণ করিয়া লইল।

সেইজন্য এই কথাটী আপনার এবং আমারও জন্য—"আমরা নির্ভীকতার উপাসনা করিব ও জীবন সংগ্রামে নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিয়া দেশবিদেশের লোকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিব।" কিসের ভয়?

স্মরণ শক্তি

আমাদের যোগত্যা, কল্পনা, প্রতিভা এবং মহত্ত্ব, স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে। আপনি সংসারের সমস্ত লাইব্রেরীর পুস্তক সমূহ পড়িয়া যান এবং পৃথিবীকে চক্র দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসুন, দুনিয়ার সমস্ত রুচি সম্পন্ন বস্তু ভোগ করিয়া লউন। যাহা কিছু আপনি পড়িলেন, ভ্রমণ ও ভোগ করিলেন, তাহা যদি স্মরণ রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত পরিশ্রম বৃথাই হইল। আপনার কোনও মূল্য থাকিল না। দেশ এবং সমাজ আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও বেয়কুফ বলিবে এবং নির্ব্বোধ দিগের মধ্যে গণ্য করিবে।

স্মরণ শক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগ্রত হয় ও মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়া ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার উপহার স্বরূপ আমাদিগের অমূল্যনিধি লাভ হইয়া থাকে, মোহিনী শক্তি ও জীবনের সফলতা।

আমরা অনেকেই ক্ষীণ স্মরণশক্তি বিশিষ্ট। ইহা এতই অল্প শক্তি বিশিষ্ট যে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যদি এইরূপ ব্যক্তিদের সম্মুখ দিয়া কোনও শোভাযাত্রা চলিয়া যায় এবং পরে যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, শোভাযাত্রায় কোন্ কোন্ অবস্থার লোক ছিল?

উহাদের কিরূপ পোষাক ছিল? কত প্রকার বাদ্য বাজিতেছিল? সংখ্যায় মোটর বেশী ছিল না ঘোড়ার গাড়ী? তাহা হইলে সে সঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হইবে। আমার কয়েকটী বন্ধু আছেন যাঁহারা ঘুড়িয়া বেড়াইতে খুবই ভাল বাসেন। যদি আমি উহাদের জিজ্ঞাসা করি যে গত সপ্তাহে আপনারা কোন্ কোন্ মনোহর ও চমকপ্রদ বস্তু দেখিয়াছিলেন, তাহা হইলে তখন তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতে থাকেন ও যথাযথ উত্তর দিতে অক্ষম হন। অধিকাংশ থিয়েটার ও সিনেমা ভক্তদিগের অবস্থা এইরূপ। ইহারা অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গের সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত তর্ক ও বক্তৃতা দিতে ওস্তাদ! কিন্তু যদি উহাদিগকে নাটকের সারাংশ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে উহারা গুছাইয়া কিছুই বলিতে পারিবেনা।

অপর একটী বন্ধুর কাহিনী শুনুন :—

ইনি হরদম পুস্তক পাঠ করিবার জন্য পরপর চারিটী লাইব্রেরীর সভ্য। প্রতিদিন এক একটী বৃহৎ উপন্যাস পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলেন। যদি আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোন্ উপন্যাসটি কিরূপ এবং আপনার কেমন লাগে তাহা হইলে তিনি মুখব্যাদান পূর্ব্বক হাসিতে থাকিবেন। সংসার এইরূপ অসংখ্য স্মরণশক্তিহীন ও অযোগ্য ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহারা একমাত্র স্মরণশক্তি হীনতার জন্যই জীবন সংগ্রামে ক্রমাগত অকৃতকার্য্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া স্থির করিতে পারেন না যে তাঁহারা কে, জগৎটা কি? এবং এই রহস্যাচ্ছন্ন দুনিয়ায় কি জন্যই বা আসিয়াছি?

৮ মানুষের স্মৃতি মন্দির এক অমূল্য বস্তু—প্রকৃতির আশ্চর্য্যপূর্ণ ভাণ্ডার

এই মন্দিরে কোথায় কি রক্ষিত থাকে, কেমন করিয়া ও কবে হইতে রক্ষিত তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। তবে প্রয়োজনকালে তাহা স্বতই বহির্গত হইয়া মানসপটে প্রতিফলিত হয়।

অনেকের এইরূপ অভ্যাস, কোনও দ্রব্য একস্থানে রাখিয়া প্রয়োজন-কালে তাহা কোথায় রাখিয়াছিলেন খুঁজিয়া পান না। কোনও বস্তু বা মানুষের নাম, কোন বিশেষ শব্দ প্রয়োজনকালে অত্যন্ত প্রযত্ন করিলেও স্মরণপথে উদয় হয়না, তাঁহারা উহাকে স্মরণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে থাকেন ততই উহা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। ইহা তাঁহাদের স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা মাত্র। গ্রেট বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার লর্ড এডওয়ার্ড থরলো উক্তরূপ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। উঁহার স্মরণশক্তি এতই দুর্ব্বল ছিল যে তিনি যাহা জলপান করিতেন তাহাও স্মরণ রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক কার্য্য ও বিষয় এক এক করিয়া ঠিক ঠিক দেখিতে লাগিলেন, যাহাতে স্মরণশক্তি এত অধিক উন্নত হইয়াছিল যে তাঁহাকে সুবিখ্যাত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণ্য করা হইত।

স্মরণশক্তি বৰ্দ্ধিত করিতে প্রাণায়াম সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। ইহার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের সংযম ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি প্রয়োজন কালে আপনার স্মৃতিশক্তি জবাব দিয়া বসে, তাহা হইলে উত্তমরূপে শ্বাস টানিয়া লউন এবং কিছুক্ষন বাদ উহাকে বাহির করিয়া দিন। ইহা স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তুলিবে। যাঁহাদের সর্ব্বদাই ক্লান্তভাব ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আছে বিশেষ করিয়া তাঁহাদর মধ্যেই স্মরণশক্তির

অভাব। আপনি প্রত্যেক কার্য্য, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, একাগ্র মনে করিবেন। প্রত্যেক বাক্যে এবং কার্য্যে কলা ও কৌশল ফুটাইয়া তুলিতে যত্নবান হইবেন। দাঁড়ান, বেড়ান, লেখাপড়া, বস্ত্র পরিধান, বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করন এবং স্ত্রী পুরুষের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে করিবেন। এই সকল অভ্যাসদ্বারা আপনি স্মৃতির এরূপ অদ্ভুত শিক্ষালাভ করিবেন যাহা অন্য কোনও বিধির দ্বারা পাওয়া দুর্ঘট।

স্মরণশক্তির দ্বারা দৈব্যশক্তির আবির্ভাব হয়। যাহাকে একবার অনুভব করিতে পারিলে আর ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা হয়না।

যেসকল ব্যক্তি স্মরণশক্তির চর্চ্চা অধিক পরিমানে করেন, তাঁহাদের স্মরণশক্তি ততই প্রখর হয়। কিন্তু যদি ইহার চর্চ্চা করা না হয়, তাহাহইলে ক্রমান্বয়ে এরূপ অবস্থা আসিতে থাকে যে সামান্যক্ষন পূর্ব্বের ঘটনাও স্মরণ পথে উদয় হয়না।

প্রকৃতির রাজ্যের অসংখ্য শক্তি সকল আপনার চতুর্দ্দিকে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংসারের হাজার হাজার ঘটনা নিয়তই আপনার সম্মুখে ঘটিতেছে। আপনি যথাসম্ভব ইহা হইতে স্বকার্য্য সাধন করিয়া লউন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই আপনার জ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়। আপনি এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী হইয়া ঈশ্বরীয় বিচিত্রতা সকল মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকুন। সন্ধ্যাকালে কোনও মনোমত নির্জ্জনস্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দতা পূর্ব্বক বসিয়া যাহাকিছু দেখিতে বা শুনিতে থাকিবেন একান্ত মনোযোগের সহিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবেন। কোনও একটী সুন্দর প্রদেশস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য যাহা

পূর্ব্বে আপনি দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণশক্তির সাহায্যে মানসপটে পুনরাঙ্কিত করিতে চেষ্টা করুন। উহার বন্ধুর পর্ব্বত সকল ও কলকল নাদিনী স্রোতস্বিনী, হরিৎবর্ণ বৃক্ষরাজি সকল, আলো ছায়া এবং তৃণহরিৎ ক্ষেত্র ও নীলাম্বর আকাশ প্রভৃতি এইরূপে দেখিবেন—যেন আগ্রহান্বিত হইয়া সৌন্দর্য্য অন্বেষন করিতেছেন। আনন্দ, প্রেম ও সাহানুভূতির দ্বারা হৃদয় ভরপূর করিয়া তুলুন। সুমধুর এবং আনন্দদায়ক গান গাহিবেন। ভ্রমরের গুঞ্জন, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি, বিহঙ্গম কাকলী, হাওয়ার সন্ সন্ শব্দ ও পশুদিগের ডাক ইত্যাদি কল্পনার দ্বারা শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

✓অতীতকালের ঘটনা সমূহের চিন্তা করিয়া কোনও লাভ নাই। উহার শোক, সন্তাপ, দুঃখ বিপত্তি সকল ভুলিয়া যান এবং সেই সকল কথাই স্মরণ রাখুন, যাহাতে সুখ ও আনন্দ আছে। ট্রাম বাস ও রাজপথে পরিভ্রমণকারী স্ত্রী পুরুষদিগকে দেখুন। অন্ততঃ অর্দ্ধমাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করুন। পদব্রজে ভ্রমণ অতি উপকারী। রাজপথে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য নয়নানন্দদায়ক স্বাস্থ্য ও শ্রীপূর্ণ চেহারা, নূতন নূতন কথা, দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল থাকে। সংসারে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বছরে একবারও পায়ে হাঁটিয়া চলিতে চাহেন না। মোটরই তাঁহাদের জীবন। উহাদিগের দু এক কদম রাস্তা চলিতে হইলেই মোটরের সোয়ারী হইয়া বসেন। এই সকল ব্যক্তি বার্দ্ধক্য অবস্থায় নানাবিধ রোগের আবাসস্থল হইয়া পড়েন এবং অত্যন্ত কষ্টে কালযাপন করেন।

যদি আপনি স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত না করেন, তাহা হইলে আপনার

মানসিক অবস্থা কিরূপ হইবে? আপনার মস্তিষ্ক মৌলিকতা, সুন্দর কল্পনাশক্তি ও প্রতিভা শূন্য হইয়া যাইবে।

যদি আপনি স্মৃতি সম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন অর্থাৎ চক্ষু খুলিয়া চলিবেন। যাহা কিছু দেখিবেন তাহাতে সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন। কর্ণ দ্বারা ভাল করিয়া শুনিতে প্রয়াসী হইবেন। প্রত্যেক রুচিকর বস্তুর আস্বাদ পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন। নাসিকার দ্বারা আগ্রহের সহিত সুঘ্রাণ লইবেন। আপনার হস্তে ও অঙ্গুলীতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহ রহিয়াছে যাহা, স্পর্শ করিবেন তাহাতে প্রবাহমান স্পর্শ শক্তির বিকাশ করিয়া দিবেন।

ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান দ্বারা আমরা এই সকল বস্তুর বিচার ও অনুভব করিয়া থাকি যথা—

যাহা কিছু দেখি বা শুনি এবং স্পর্শন ও রসাস্বাদ গ্রহণ ইত্যাদি।

এইরূপ সঞ্চিত করা মানসিক শক্তি সমূহকে স্মরণ শক্তি বলা হয়। আপনার জ্ঞান ধ্যান যত অধিক স্পষ্ট ও পূর্ণ হইবে, ততই স্পষ্ট ও পূর্ণ আপনার স্মরণ শক্তিও হইবে।

এই কথাটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখুন যে মানুষ যাহার চিন্তা করে ভবিষ্যতে উহাই হইয়া যায়।

অপ্রিয় ও কুৎসিৎ চেহারা এবং কদর্য্য বস্তুর উপর ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করিবেন না। রং বেরংয়ের পুষ্প দর্শন এবং উহার তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের ধ্যান করুন। বহু প্রকারের কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা এবং উইপোকা প্রভৃতি কোমল ও সুমিষ্ট কথা বলিয়া থাকে তাহা কাণ পাতিয়া শ্রবণ

৫

করুন। উহা হইতে এক নূতন প্রকার সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবেন। বিবিধ রঙের চাক্‌চিক্য দর্শন ও উপভোগ করিতে থাকুন। কাহারও গৃহ অথবা অফিসে যাইলে সে স্থানের প্রধান দ্রব্য সকল মনের ভিতর অঙ্কিত করিয়া রাখুন। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের নাম সকল স্মরণ রাখিতে সচেষ্ট হউন। বিশেষ করিয়া যাঁহাদের চিত্র সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত হয়। ধুরন্ধর পণ্ডিত ও মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্ত যত্নের সহিত একত্র করিয়া হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখুন। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বন্ধু বান্ধবের পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন কে আসিতেছে। পূর্ব্বেকার সুন্দর গল্প সকল, নূতন ও মনোহারক দৃশ্য, বিজ্ঞানের কারিকরী, স্ত্রী পুরুষের সহিত আলাপ, মনের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য আপনি কি প্রকার উন্নতির প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিলেন হপ্তায় একবার কি দুইবার ইহার পূর্ণ সমালোচনা করিবেন, ইহা সকল উন্নতি মার্গের বৈজ্ঞানিক অভ্যাস।

এই অভ্যাস দ্বারা কেবল মাত্র আপনার স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, তাহা নহে উপরন্তু একাগ্রতা, ধ্যানশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ, কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তির আশ্চর্য্যরূপ বিকাশ হইবে। ঐ অভ্যাসের ফলে আপনি ধীরে ধীরে এমন কি পূর্ব্ব জন্মের বিবরণও জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ধৈর্য্য এবং নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা সফলতা লাভ করা যায়।

"মূর্খ ব্যক্তি অভ্যাসের ফলে বিদ্বান হয়। রজ্জু ঘর্ষণে প্রস্তরও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে"

স্মরণ শক্তিতে কল্পনারই অধিক প্রয়োজন। মানুষ যাহা কিছু করে তাহা কল্পনাতেই ধারণ করিতে সক্ষম। এক ব্যক্তি তাহার মাতার জন্য

. চা প্রস্তুতকালে, চা পাত্রের ঢাকনী সশব্দে উল্লম্ফিত দেখিয়া কল্পনা করিয়া বুঝিলেন, বাষ্পের বিস্তারের ফলে উক্ত রূপ ঘটিতেছে। এই কল্পনার দ্বারাই তিনি ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ও সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া আজ রেলগাড়ী প্রস্তুত করিয়া মানব জাতির মহান উপকার করিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞান চিত্রাঙ্কণ, কবিতা, সাহিত্য এবং নানাবিধ কলা কৌশল ইত্যাদিতে কল্পনা শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের কল্পনা শক্তির অভাব, তাঁহারা জগতে অপ্রিয় ও অযোগ্য মানুষ বলিয়া বিবেচিত। বিবেকী এবং পরিশ্রমী হইলেও একমাত্র কল্পনা শক্তির অভাবে ভাবী জীবন উচ্চতম উপহার সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

স্বামী দয়ানন্দ একদিন শিবমন্দিরে বসিয়া কল্পনা করিতেছিলেন যে শিব, ইন্দুর প্রভৃতির উৎপাত হইতে নিজে আত্মরক্ষায় অসমর্থ সে শিব আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? ঐ কল্পনা শক্তির দ্বারাই তিনি মহান জ্ঞানলাভ করিলেন।

ঠিক এই প্রকারেই কর্ম্মশক্তির দ্বারা মহাত্মা বুদ্ধ, মীরাবাঈ, গুরু নানক প্রভৃতি জীবনে মহান পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। এই সকল মহামানবের জীবন মহাপুরুষ রূপে পরিবর্ত্তন হইবার মূলে একমাত্র স্মরণ ও কল্পনা শক্তিই ছিল।

কোনও ঘটনা বা অভ্যাস, বিচার কিম্বা সিদ্ধান্ত হউক সবতেই কল্পনা ও স্মরণ শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। রাত্রে শয়নকালীন নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গভীররূপে মনন করিতে থাকুন যে—"আমি শক্তিশালী ব্যক্তি, আমার স্মরণ শক্তি অতিশয় প্রখর ও মস্তিষ্ক দিনে দিনে শক্তিশালী হইতেছে।" এইরূপ বিচার দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয় সকল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে।

মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়া আপনার মুখমণ্ডল প্রসন্নতার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে।

জীবনকে দুঃখ কষ্টের কারখানা না করিয়া পল্লবস্থ নৃত্যশীল বিহঙ্গমের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইতে দিন। আপনার জীবনে, যে চমকপ্রদ নাটকের অভিনয় হইতেছে, উহার আনন্দ ক্ষণিক নহে, চিরস্থায়ী। পূর্ব্বের ত্রুটীর সংশোধন করুন। বর্ত্তমানে শক্তিশালী ও ভবিষ্যতে আরও প্রতাপশালী হইতে চেষ্টা করুন। কোনও বিষয়ে বৃথা সন্দেহ করিবেন না, উহা সমূলে মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

—,—

মস্তিষ্ক

আমাদের মস্তিষ্ক একটী বিরাট কারখানা। ইহার অসংখ্য বিভাগীয় কর্ত্তারা নিবিষ্ট চিত্তে আপন আপন কর্ম্ম আদায় করিয়া লইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখান হইতে হুকুমজারী হয়, এবং গ্রামোফোনের ন্যায় বর্হিজগতের শব্দ তরঙ্গ সমুহের রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় ও তাহা বাজিতে থাকে, ইহার মধুর ধ্বনি বর্হিজগতের লোকদিগকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতে থাকে। এই সম্মিলিত রহস্যময় যন্ত্রপাতি সমুহ বহুদিন ধরিয়া কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও কর্ম্মচারী কর্ত্তার কথা অবহেলা করে, তাহা হইলে সমস্ত কারখানাটাই নষ্ট হইয়া যায়।

আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির ন্যায় আমাদিগের মস্তিষ্ক উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, এই কারণে আমরা মানুষকে মানুষ বলিয়া থাকি। বিশ্ব বরেণ্য মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মস্তিষ্ক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ প্রত্যেক দেশ সুবুদ্ধিপূর্ণ মস্তিষ্কের দ্বারা নিজ নিজ সভ্যতার গঠন করিয়া থাকে।

আপনি যদি রাজনীতিজ্ঞ হন তাহা হইলে জার্ম্মাণীর হিটলার, আমেরিকার রুজভেল্ট, রাশিয়ার ষ্ট্যালিন ও ইটালীর মুসোলিনির মস্তিষ্কের

অধ্যয়ন করিয়া দেখুন। যদি সাহিত্যিক হন, তবে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাক্সিম গোর্কি, এইচ, জি ওয়েলস, ও বার্ণাড শ'র মস্তিষ্কের রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করুণ। যদি আপনি অর্থের ভক্ত হন, তবে রকফেলার, হেনরীফোর্ড, বাটা, বিড়লা বাদ্রার্স প্রভৃতি ধন কুবের দিগের মস্তিষ্কের ইতিহাস পাঠ করুন। আপনি মূল্যবান কথা সমূহ জ্ঞাত হইবেন। এই সকল ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিরাট শক্তিশালী কারখানার ন্যায়।

ঈশ্বর প্রাণীকূলে মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য দিগের শ্রেষ্ঠতা মস্তিষ্কের উপরই নির্ভর করে'

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনশ্চ
সমান মেতত পশুভির্ণরানাম।
জ্ঞানংহিতেষা মধিকো বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ "আহার নিদ্রা ভয়, ও মৈথুন এই চারিটী বিষয়, মানব ও পশুদিগের ভিতর সমান রূপেই রহিয়াছে, কিন্তু যদি জ্ঞান না থাকে তাহাহইলে মানব ও পশু উভয়েই সমান"।

জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা মস্তিস্ক পূর্ণ করা এবং মূর্খতার মৃত্তিকা মস্তিস্কে ঠাসিয়া দেওয়া আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা একটী কোমল চারাগাছ, ইচ্ছামত বাঁকাইয়া দেওয়া যায়। অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত, প্রত্যেক তন্তু হইতে বিচার শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহার আন্দোলনে আমাদিগের মস্তিষ্কে বিলক্ষণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা আমরা অতি শীঘ্র, নবীনতার আবিষ্কারক, সাহিত্য

ক্ষেত্রে মহারথি, দেশ ও মনুষ্য মাত্রেই প্রেমী হইয়া যাই এবং একদিন সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া মানব জীবন ধন্য করিয়া থাকি।

মনে রাখিবেন যাহাদের সহিত আপনি মেলামেশা করিয়া থাকেন তাহাদের মস্তিষ্ক এক একটী সুবর্ণময় ইতিহাস। উঁহাদিগের মস্তিষ্ক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ও নিপুণতার আগার। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবেন। আপনার মস্তিষ্ক উন্নতিশীল লাইনে তুফান মেলের গতিতে ছুটিয়া চলিবে এবং আপনি সফলতার ষ্টেশনে অবিলম্বে পৌঁছিয়া যাইবেন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই কথাটী তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে মস্তিষ্কের ঘুমন্ত শক্তিগুলি জাগ্রত করিতে পাঁচটী অতি প্রবল শক্তি আমাদের রহিয়াছে। যথা—মন, ইচ্ছাশক্তি, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা অর্থাৎ ঘ্রাণ শক্তি। যদি আমরা এই শক্তি সকল উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে থাকি তাহা হইলে আমাদিগের মস্তিস্ক সূর্য্য কিরনের ন্যায় জ্যোতি পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

মস্তিষ্ক সতেজ ও সুতীক্ষ্ণ করিতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রবল শক্তি হইতেছে মনুষ্যের ঘ্রাণ শক্তি। আপনি যাহা কিছুই আঘ্রাণ লইয়া থাকেন তাহাতে অধিক পরিমাণে আগ্রহ উৎপন্ন করাইয়া ঘ্রাণ শক্তি তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবেন।

আজ কাল সভ্য সমাজের অতি অল্প সংখক ব্যক্তিই ঘ্রাণ শক্তির মহত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। অসভ্য অরণ্য বাসীদিগের ঘ্রান শক্তি অতিশয় প্রবল। উহার সাহায্যে বহু দূর হইতেও মনুষ্যের অনুসরণ করে

এবং অরণ্যের হিংস্র পশু সকল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাবধান হইয়া থাকে।

সম্প্রতি যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়া গিয়াছে, উহাতে জানা গিয়াছে যে কেবল মাত্র ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা অরণ্যবাসীরা মানুষ ও পশুর অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা নহে, সভ্যমানবও উহা সঠিক ভাবে করিতে পারে। আজকাল অনান্য দেশের কতিপয় ব্যক্তি ঘ্রাণ শক্তির আশ্চর্য্য জনক ব্যবহার করিতেছেন। মনোবিজ্ঞানবেত্তা ডাক্তার পি, মূর খুব জোরের সহিত বলিয়া থাকেন, যে কোনও গৃহে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি আসিয়া ছিল কিনা তাহা উক্ত গৃহের গন্ধ লইয়াই বলিয়া দিতে পারেন। বস্ত্রের আঘ্রাণ লইয়া উহা কাহার তাহা বলিয়া দিতে পারেন। ইহা ব্যতীতও আজকাল অনেক বৈদেশিক ডাক্তার রোগের নিদানে ঘ্রাণ শক্তি উপযোগ করিয়া থাকেন এবং রোগীর কামরায় প্রবেশ করিয়াই বুঝিয়া লন, রোগের গতি কোন দিকে ও রোগী কতদিনে আরোগ্য হইতে পারে।

মস্তিষ্ক তেজস্বী রাখিতে আর এক পন্থা বিদ্যাধ্যায়ণ। মনুষ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব দুইই রহিয়াছে। পশুত্ব হইতে ধীরে ধীরে বিকাশ করিয়া মনুষ্যত্বে উপনীত হয় এবং মনুষ্যত্ব হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। পশুত্ব পতন ও মনুষ্যত্বই উত্থান। মানুষকে পশুত্ব হইতে উন্নত করিতে যে সকল সাধন প্রক্রিয়া আছে তাহার মধ্যে শিক্ষাই প্রধান। সেই জন্য আপনি যত বেশী উত্তম পুস্তক পাঠ করিবেন আপনার মস্তিষ্কও সেই অনুপাতে তেজস্বী হইবে।

জীবনে ও সংসারে সফলতা লাভ করা, উচ্চ বিচার, অভ্রান্ত ধারণা..

সুযোগ্যতা এবং মস্তিষ্কের সঞ্চালনী ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। যদি স্কুল ও কলেজের বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবিগণ উপরুল্লিখিত বিষয় সকল গভীর মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন,—মস্তিষ্ক একটী দোকান নয় যাহাতে লাভ ও লোসকানের হিসাব জানা যাইবে। মস্তিষ্ক একটী চমৎকার ভাণ্ডার, যাহাতে উত্তম হইতেও উত্তম দ্রব্য সকল সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারেন এবং মানব জীবনকে চুম্বক করিয়া তুলিতে পারেন।

আমরা ভাগ্যকে দোষ দিয়া বসিয়া থাকি। বিপত্তি ও আমাদের পিছনে নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া আছে। কেন? ইহার একমাত্র জবাব, আমাদিগের মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা।

আমাদিগের এই দুর্ব্বলতার কারণ, আমরা নরকঙ্কালের ন্যায় এই অর্থ ও আনন্দ পূর্ণ সংসারে ইতস্তত ভ্রমন করিতেছি। আমাদিগের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। কাহাকেও মুখ দেখাইতেও আমাদের লজ্জা করে। দেশ ও সামাজে নিজের বাণী উপস্থাপিত করিতে পারি না। চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখি। আর্থিক জগতে অকৃতকার্য্য হই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি না এবং চাকরীতে ও উন্নতি করিতে পারি না।

মস্তিষ্কের এই রূপ অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার কারণ, কদর্য্য স্থান প্রভৃতিতে ভ্রমণ, কুৎসিত, কদাকার ও মূর্খ সমাজে মেলামেশা করা, মূক ও বধির দিগের সহিত বন্ধুত্ব এবং ঘৃণা, অভিমান, দ্বেষ, শঙ্কা, ও ক্রোধের বহ্নিতে দগ্ধ হওন। অনুভব শূন্যতা, বিলাসিতা, ব্যভিচার এবং সুন্দর বিচার ধারাকে ঠিকমত পথে পরিচালিত না করা।

আকর্ষণ শক্তি

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও নিপুনতা কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে তাহার একটী প্রতক্ষ্য কাহিনী শুনুন—

১৯২৮ সালের কথা। তখন আমি কোনও প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে কার্য্য করিতাম। অফিসে দুই জন কেরাণী ছিল। দুই জনেই বহুদিনের পুরাতন লোক ছিল। হঠাৎ একদিন উক্ত কেরানীদ্বয়ের একজনকে উর্ব্বর মস্তিস্ক বলিয়া জানা গেল এবং তাহাকে নিউজ্ এডিটর পদে উন্নিত করিয়া দেওয়া হইল। এই কথা অপর কেরানীটী জানিতে পারিয়া ঈর্ষার বহ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। একদিন উক্ত কেরানীটী ক্রোধান্বিত অবস্থায় মানেজিং ডিরেকটরের নিকট উপস্থিত হইয়া, অতিশয় গর্ব্বিত ভাবে বলিল, আপনার অফিসে আমিই সবচেয়ে বেশী কাজ করি, কিন্তু আপনি আমার সহকারীর উন্নতি করিয়া দিলেন, আমারও মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিন।

মানেজিং ডিরেকটর কহিলেন, আমার নিকট চাকরী করিতে তোমার একটী যুগ কাটিয়া গেল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও মস্তিস্ক প্রসূত নূতন প্ল্যান দেখাইতে পারিলে না, অতএব আমি তোমায় মাহিয়ানা বাড়াইতে অসমর্থ।

ক্লার্ক মহাশয় যে অবস্থায় গিয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই ফিরিলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত সহকারীর সহিত কথা বার্ত্তাও বন্ধ করিয়া দিলেন। মেজাজও রুক্ষ প্রকৃতির হইয়া উঠিল, সামান্য কারণেই চটীয়া উঠিতেন এবং অফিসের নিম্ন পদস্থদিগকে ভৎর্সনা করিতেন। পরিনামে ফল বিপরীত ঘটিল, উহার মস্তিষ্কে বুদ্ধির লোপ পাইতে বসিল। পরিশেষে তাহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহার

সহকারী একাগ্রতা, শান্তি ও যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিল।

কিছু কাল পর সহকারী প্রধান সম্পাদকের আসন দখল করিয়া বসিল। উহারই অধীনে ২০।২৫ জন কর্ম্মচারী খাটিতে লাগিল।

সত্য বলিতে, মস্তিস্কের দুর্ব্বলতা আমাদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতেছে না। মস্তিস্ককে বিদ্যার আলোক দ্বারা পূর্ণ করুন। উহাকে সাচ্ছ্যন্দের সহিত প্রসন্নতা ও সফলতার সোপানে আরোহন করিতে দিন।

হলিউডের এক ফিল্ম কোম্পানীর ঘটনা। একবার একটী নব যৌবনসম্পন্না অপূর্ব্ব নৃত্য-কুশলা নর্ত্তকী আসিয়াছিল। উহার কলা পূর্ণ নৃত্যে এত অধিক সৌন্দর্য্যের মাদকতা ছিল, যে দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। উহার গানে যাদুর ন্যায় মোহিনী শক্তি ছিল এবং সঙ্গীতের তালে তালে দর্শকগণ মত্ত হইয়া দুলিতে থাকিত। কিন্তু নর্ত্তকীটী ছিল অতি কুরূপা, লোকে উহার গুণের ভক্ত হইল বটে, কিন্তু রূপে সকলের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। যখন উক্ত নর্ত্তকীটী ষ্টুডিয়োয় যাইত, সকলে উহাকে দেখিয়া কাণাঘুষা করিত ও কুরূপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ব্যঙ্গ করিত। তত্রাচ নর্ত্তকীটী কোনও রূপ উষ্মা প্রকাশ করিত না। ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রেম ভাবই দর্শাইয়া ছিল, এবং সর্ব্বদা হাস্যময়ী থাকিত। তা সত্ত্বেও লোকে উহার ফাঁদে পা বাড়াইত না, উপরন্তু সর্ব্বদাই উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। এই সকল বিরক্তিকর বিষয় হইতে নর্ত্তকীটি উদ্ধার পাইবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল। একদিন অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গের এক বিরাট সভায় বলিল, যে আপনারা আমায় যত বিরক্ত ও বিদ্রূপই করুন

না কেন, আমি কোন মতেই বিরক্ত হইব না, কারণ আমি জানি, গুণের সম্মুখে রূপের কোনও দাম নাই।

সকলে উচ্চরোলে হাস্য করিয়া উঠিল।

নর্ত্তকী কহিল, আমার চক্ষুতে ব্যাঘ্র চক্ষুর ন্যায় মোহিনী শক্তি আছে, অধরে স্ফোটনোন্মুখ পুষ্পের হাসি খেলিতেছে, সঙ্গীতের মধুর স্বর শ্রবণ করুণ, কোকিলও লজ্জায় অধোবদন রহিবে। আমার দিল্ প্রেমের দরিয়া!

নর্ত্তকীর বক্তৃতায় সকলে নির্ব্বাক হইয়া গেল ও পরস্পরে চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এইরূপে কুরূপা নর্ত্তকী সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল।

ইহাকেই বলা হয় মস্তিষ্ককে কার্য্যে লাগাইবার প্রণালী। যদি উক্ত নর্ত্তকী বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইত, তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে অতিশয় মারাত্মক রূপে হটিয়া যাইত। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত চতুরা। নিজের মস্তিষ্ককে যে সুবুদ্ধি পূর্ণ পথে লইয়া গেল, কে তাহার প্রশংসা না করিবে।

যদি আপনি সফলতার পূজারী হন, আপনার উদ্দেশ্য শুধু খাওয়া ও মরাই নহে এবং জীবনকে প্রাণবন্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে জাগ্রত করিবেন। পুস্তকালয় ও ক্লাবের মেম্বার হউন, শক্তিশালী মনুষ্যদের জীবন চরিত পাঠ করিবেন ও মস্তিষ্কবান ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিবেন। আপনি একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও নাগরিক হইবেন।

যেরূপে ভাগীরথী গঙ্গা আপনার অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া গিয়া মহা সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ শিক্ষিত মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে সংসারের

প্রেম, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও দেবত্বের পবিত্র সুখ সম্মিলনে দুগ্ধ ও জলের ন্যায় মিশিয়া যায়। উহার উচ্চে উঠিতে বিলম্ব হয় না।

সংসারের যত মনুষ্য, সাধারণের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ ও রহস্য তাঁহাদের শিক্ষিত মস্তিষ্কই। মনুষ্য শিক্ষিত মস্তিষ্ক দ্বারাই শক্তিশালী হয়। সংসারে ভয়ানক হইতে ভয়ানক, বিচিত্র হইতেও বিচিত্রের ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে। পুরাণ সৃষ্টি নূতন ও নূতন সৃষ্টি পুরাতন হইতেছে। এই সকলের ভিতর মানুষের মস্তিষ্ক কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। মস্তিষ্কহীন মানব পশুর তুল্য।

মস্তিষ্কবান ব্যক্তির জীবন সর্ব্বদা নূতন, সতেজ ও যৌবন পূর্ণ হইয়া থাকে।

তুমি মানুষ, এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপত্তির ঝড় তুফান লইয়া ছায়ার ন্যায় চলিও না। যাহা চিন্তা করিবে যত্ন ও মৌলিকতা এবং বিচারের সহিত করিবে। একদিন তোমার মস্তিষ্ক গঙ্গা জল হইতেও পবিত্র, হিমালয়ের হিম হইতেও স্বচ্ছ, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি হইতেও বহুগুণ শীতল এবং সূর্য্যের প্রকাশ হইতেও অত্যন্ত তেজোময় হইবে। তোমার প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক তোমারই গৌরব স্বরূপ হইবে। ও তোমারই দেশের বিজয় পতাকা স্বরূপ !

চোখের যাদু

আমি যাদুকর নহি, আপনারই ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ রহিয়াছে।

কেন অনুরাগ? আমি কেন অনুরাগের তুফান লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? আপনার চক্ষে আত্মার দিব্য প্রকাশ, দিনের নির্ম্মলতার সজীব কোলাহল এবং গাঢ় অন্ধকারের মৌন হাহাকার।

আপনার চক্ষুকে কি বলিব, উহা চতুর ও হুঁসিয়ার, কখনও কুটিল ও কখনও সরল, ইহা তীরের ন্যায় ও তরবারির ন্যায়ও।

আমি আপনার চক্ষে সৃষ্টির সৃজন ক্ষমতা দেখিতে পাইতেছি, সংহার ও প্রেমের মূর্ত্তিও আপনার চক্ষে রহিয়াছে দেখিতেছি।

আপনার জীবনে আর্কষণীয় নাটক অভিনয় হইতেছে, কিন্তু আপনি রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া পশ্চাত দিকস্থ ধূলিভরা পর্দ্দার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছেন, ও নকল সাজসজ্জাসকল দেখিতেছেন। যখন নাটকের যবনিকা পাত হয়, তখন দর্শক সকল একে একে গৃহাভিমুখে চলিয়া যায় ও রঙ্গমঞ্চের আলো নির্ব্বাপিত হয়, তখন আপনি বহির্গত হন ও অন্ধকারে সফলতার রহস্য হাতড়াইতে থাকেন। ইহা কত বড় ভুল।

চোখের যাদু

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ আপনার চতুর্দ্দিকে এবং চক্ষের সম্মুখে প্রত্যেক সময় মূল্যবান দ্রব্য সকল ক্ষনপ্রভায় বিকাশ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু আপনি উহাদিগকে চিনেন না। এবং উহাদিগকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেও পারেননা। কেন? আমি বলিব, আপনি চক্ষু খুলিয়া চলেন না বলিয়া। আপনার চক্ষুতে যে যাদু রহিয়াছে, উহাকে সুন্দর রূপে প্রয়োগ করিতে জানেন না।

সংসারের শতকরা নব্বইজন ব্যক্তি চক্ষু খুলিয়া চলেন না। ইহা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর যে তাহাদের চক্ষুতে এমন কি যাদু আছে, এবং উহার দ্বারা কিরূপে বিশ্বজয়ী হওয়া যায়।

আমি বলিতেছি সুখের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া চক্ষুকে প্রস্তরবৎ করিবেন না। সঙ্কোচের পর্দ্দা উঠাইয়া দিয়া উহাকে সৌন্দর্য্যময়ের বাজারে ভ্রমণ করিতে দিন। বলা যায়না হয়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কাহারও সুচক্ষে পড়িয়া আপনার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে।

চক্ষু আত্মার আলোক স্বরূপ। উহা সংসারে ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। এইজন্য দুনিয়াতে চক্ষু খুলিয়া চলিতে থাকুন। আপনার জীবনের রহস্য আয়নার ন্যায় আপনার সম্মুখে প্রতিবিম্বিত হইবে।

সংসার একটি সুন্দর পুষ্পের কুঁড়ির তুল্য। সূর্য্যোদয়ের সহিত উহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আপনি যত্নের সহিত উহার সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন। অবিশ্বাস, ভয় এবং সন্দেহের কণ্টককে পদদলিত করিয়া দিন। বিশ্বাস পূর্ব্বক দৃষ্টির সন্ধানী আলোক চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকুন। সূর্য্য উদয়ের রক্ত রাঙ্গা দৃশ্য উপভোগ করুন। চন্দ্রালোকিত রজনীর মৌন

সঙ্গীত শ্রবণ করুন। চক্ষুতে যাদু উৎপন্ন করিবার ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী। ইহার অপূর্ব্ব শিক্ষায় জীবন নবীনতায় ভরিয়া উঠিবে।

দুর্ব্বল ব্যক্তিরা এই সকল শিক্ষার কথা শুনিয়া ভয় পায়। ইহার প্রধান কারণ দুর্ব্বল ব্যক্তিরা সর্ব্ব সময় অতীতের পুরাতন কথার চিন্তা করিতে ভালবাসে। উহারা সারা জীবন, তর্ক ও বৃথা সন্দেহ দ্বারা কাটাইয়া দেয়। জীবনও দুঃখ ও শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন। কিন্তু শক্তিবান ও উন্নতিশীল ব্যক্তি অতীতের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। তাঁহারা বর্ত্তমানের ভক্ত ও ভবিষ্যকে ঈশ্বরের ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব সময় নিজেদের সিদ্ধান্তের মূল দৃঢ় করিতে থাকেন। এবং অসম্ভব কার্য্যগুলিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিয়া থাকেন—"তোমরা যে লুকাইয়া রহিয়াছ ইহাতে কি আসে যায়। যদি তোমরা শত পর্দ্দার অন্তরালেও নিজেদের লুক্কায়িত কর আমি ছাড়িব না, বাহির করিবই, কারণ আমি আকুল হইয়া তোমাদের সন্ধানে ফিরিতেছি।"

মজনুকে একবার কেহ বলিয়াছিলেন, লয়লা অত্যন্ত কুরূপা, তার জন্য তুমি এত উন্মত্ত কেন?

মজনু উত্তর করিলেন, তুমি আমার চক্ষু দিয়া উহাকে দেখ, সমস্তই বুঝিতে পারিবে।

আমি বুঝিতেছি দুঃখ কষ্টের তামাসা দেখিতে দেখিতে আপনাদের চক্ষু বেজার হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনাদের অভিপ্সিত বস্তু সমূহ মজনুর আঁখি দ্বারা দেখুন। বহির্জগতের সমস্ত বিদ্যা আঁখির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া, যাহা মস্তিষ্কে আন্দোলনকারী হাল চালের সৃষ্টি করে, তাহা আমাদিগের রূপ, সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দীপ্তিমান করিয়া তোলে।

চোখের যাদু

আপনি পল্লী অথবা সহরে যেখানেই বাস করুন না কেন, আপনার চক্ষের সন্ধানী আলো দুঃখ কষ্টের উপর ধরুন ও অজানা পথের উপর ফেলুন। স্ত্রীপুরুষদিগকে প্রেমের চক্ষে দেখিবেন। এক একটী মানুষের মুখ মণ্ডলে এক একটী অদ্ভুত সংসার লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাহার রহস্য সকল জ্ঞাত হইয়া উচ্চাঙ্গের মনস্তত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ উদ্ভাবিত হইতে পারে।

পথ চলিবার কালে প্রত্যেক বস্তু, অন্তরভেদী দৃষ্টি সহায়ে নিরীক্ষণ করিবেন। উহাতে কত হীরক ও কাচের টুকরা দেখিবেন। কত পাথর ও ফুল দেখিবেন। হীরকগুলিকে হৃদয়ের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিতে থাকুন, ফুলগুলিকে হৃদয় দেবতার উপর অর্চ্চনা করিয়া দিন। পাথর ও কাঁচের টুকরা আপনার কোনও উপকারে আসিবেনা।

মূর্খের ন্যায় জীবনকে ঘরে বসিয়া আলস্যের নেশায় মশগুল্ হইতে দিবেন না। যে পথের উপর বিদ্বান, সভ্য, বুদ্ধিমান ও সৌন্দর্য্যশালী স্ত্রী পুরুষ সকল ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আপনি সেই সুন্দর পথে ভ্রমণ করিবেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিবেন, এবং মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করিবেন ও তাঁহাদের দৃষ্টি ভঙ্গিমা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। একজনের সহিত অপর জনের তুলনা করিবেন। যেমন যেমন আপনি উহাদিগকে আগ্রহের সহিত বিশ্লেষণ করিয়া মস্তিষ্ক খাটাইবেন, তেমনই উহাদের সান্নিধ্যগত হইবেন। তাঁহাদের সকলের গুণাবলী আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে আপনার জীবনের ভাণ্ডার ভরিয়া উঠিবে। চক্ষুর দ্বারা জীবনে যাদু পূর্ণ করিবার ইহা এক মহান আকর্ষণ তত্ত্ব।

ইহা কিরূপ কথা—যে কবি, দার্শনিক ও আধ্যাত্মবাদী এবং

আকর্ষণ শক্তি

বৈজ্ঞানিকের চক্ষুতে বিশেষ যাদু থাকে, উহারা সর্ব্বসাধারণ হইতেও, এবং বিশেষ পরিমাণে সর্ব্ব বস্তু হইতে অধিক সৌন্দর্য্য রস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? আসলে উহারা চুম্বক তত্ত্বের মহারথী। উহাদিগের হৃদয়ে প্রেমের তুফান উঠিতে থাকে। উহাদের চলার পথ সর্ব্বদা আত্মার সত্য জ্যোতিতে ঝলমল করিতে থাকে। আপনি নিজের আত্মা ও সুন্দর সংসারে এই সত্য প্রেমকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করুন। সত্য ব্যতীত মহাপুরুষ হওয়া যায় না।

যদি আপনাকে কেহ সৎ উপদেশ দেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া একাগ্রমনে কান পাতিয়া শুনিয়া যাইবেন। আর যদি কেহ অসৎ পরামর্শ দেন তো কান বন্ধ করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবেন। কোন বস্তুতে সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করা, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা হইতে লাভবান হওয়া।

লোকে সংসার ও সর্ব্বসাধারণকে দুই প্রকারে দেখিয়া থাকে। এক চক্ষু দ্বারা, দ্বিতীয় মন দ্বারা। আপনি এই দুয়ের সমন্বয় করিয়া এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিবেন। অদ্য আমি এক বিচিত্র দ্রব্য দেখিলাম, উহা আমার হৃদয় চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিল। প্রতি দিন রাত্রে গভীররূপে দৈনিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়া উহা হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু লাভান্বিত হইবার চেষ্টা করিবেন।

ক্রুরতা, নির্ভয়তা, বেইমানী, দাগাবাজী এবং প্রেম, দয়া, ধর্ম্ম ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়, চক্ষু দেখিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। চক্ষু মানুষের হৃদয়ের গুপ্ত কথা আপনাকে জানাইয়া দিতে পারে। উহার (চক্ষুর) উপর হৃদয় রশ্মি পতিত হইয়া ঝলমল করিতে থাকে।

হয়ত আপনারা শুনিয়াছেন, জঙ্গলে মঙ্গলকামী সাধুদের নিকট হিংস্র

ব্যাঘ্র আসিয়া বিড়ালের ন্যায় ফিরিয়া যায়। ইহাতে কি রহস্য রহিয়াছে? আসলে এই সকল মহর্ষিগণের চক্ষুতে এরূপ মনোহর যাদু রহিয়াছে, যাহার আকর্ষণে হিংস্র ব্যাঘ্র বলহীন হইয়া পড়ে। তখন উহার হৃদয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সাধু ও সন্ন্যাসীর এই সুন্দর যাদু প্রত্যেক সাধারণ মনুষ্য মাত্রেই রহিয়াছে। উহাকে প্রেমময় পবিত্র হৃদয়ে অনুসন্ধান করুন। যখন উহাকে আয়ত্ব করিতে পারিবেন, তখন আপনার জীবন সত্যতা, পবিত্রতা, সাধুতা ও বিশ্বাস রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ঐ সময়ে আপনার আতঙ্কজনক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হইবে না। কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে ভয়, লজ্জা ও সঙ্কোচের সম্মুখীন হইতে হইবে না। দুনিয়ার সকলের সহিত আপনার ভালবাসা হইবে, তখন আপনার আর কিসের অভাব রহিবে?

যদি আপনি কোনও ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চান, কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চান, তাহা হইলে, যখন তাহাদের সহিত কথা বলিবেন তখন তাহাদের নাসিকাগ্রে আপনার মোহিনী চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন, পলক ফেলিবেন না ও খুব স্বাচ্ছন্দ্যমনে কথা কহিবেন। অল্প সময়েই বুঝিতে পারিবেন যে তাহাদের উপর আপনার পূর্ণ প্রভাব পড়িতেছে। আপনার প্রতি আকর্ষিত হইয়া তাঁহারা আপনার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সাবধান, কথা বলিবার সময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিবেন না, তাহা হইলে তাহাদিগের অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এবং আপনার বৈজ্ঞানিক যাদু কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাইবে। কথা বলিবার সময় পলক ফেলিবার দরকার হইলে সতর্কতার সহিত অন্যত্র চাহিয়া পলক ফেলিয়া লইবেন এবং উহা যেন গৃহস্থিত দেওয়াল অথবা ছাদের দিকে

লক্ষ্য রাখিয়া হয়। এমন বস্তু যাহা তাহার চক্ষের নিম্নে রহিয়াছে অথবা মেঝের দিকে তাহা নজর করিবেন না। তাহার চক্ষুর উপরের যাহা দৃষ্ট হয় তাহা আনন্দের সহিত দেখিতে পারেন। চক্ষু ঘুরাইবেন এবং পুনঃ তাহার নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন, তাহারা আপনার ভক্ত হইয়া যাইবেই।

ইহা ধাঁধাঁ নহে, আত্মার জ্যোতির পরস্পর আদান প্রদান। মনুষ্যদিগের মধ্যে পবিত্র প্রেম উৎপন্ন করিবার মূল্যবান অভ্যাস মাত্র। এই অভ্যাসদ্বারা উহারাই সফল হয়, যাহাদের হৃদয় সততা, সাধুতা, ও আনন্দের ললিত তরঙ্গে হিল্লোলিত হইতেছে। খুনী, দাগাবাজ, চোর, বিশ্বাসঘাতী, এই অভ্যাসে কখনও সফল হইতে পারেনা, কেননা উহাদের হৃদয় গরল হইতেও বিষময় ও কয়লা হইতেও বেশী কাল।

আমি বলিতেছি—চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ঝরাইয়া উহাকে রক্তবর্ণ করিয়া তুলিবেন না, উহাতে প্রেমকজ্জলী লেপন করিয়া সৌন্দর্য্যের সংসারে ভ্রমণ করিতে দিন। আপনার তেজস্বী চক্ষুর নিকট সর্ব্বসাধারণের সম্মিলীত চক্ষু অবনত হইবে।

একজন বেশ ভাল কথাই বলিয়াছেন—

"আঁখোমে সমাজানা,

পলকোমে রহা করনা।

দরিয়াভি ইসিমে হায়,

মৌজোমে বহা করনা"

অর্থাৎ "তুমি আমার নেত্রে সমাহিত হইয়া উহার পল্লবে বাস কর। উহাতে আছে বিশাল অশ্রুর দরিয়া, সুখের সহিত তাহাতে সাঁতার দিতে থাক!"।

কর্ণের রহস্য

কাণ আমাদের গুরুদেব। উহা আমাদিগকে সংসারের সমস্ত জ্ঞান দান করিয়া জীবনী শক্তি প্রদান করে এবং চরিত্র গঠনে সাহায্য করিয়া থাকে।

যদি আমরা সংসারে চক্ষু খুলিয়া চলিতে থাকি, ও কর্ণের দ্বারা ঠিক ঠিক শ্রবণ করি, তাহা হইলে ফল হইবে, যে প্রকৃতির অসংখ্য শক্তি সমূহকে হস্তগত করিয়া লইব এবং আমাদের শত শত গুণের উৎপত্তির মূল রহস্য জাগাইয়া তুলিব। আমাদের আত্মা আনন্দ লোকে প্রবেশ করিতেছে এবং আমরা ঠিক সেই প্রকার আনন্দে মত্ত হইয়া যাইব যে প্রকারে উষার স্বর্ণ কিরণ স্পর্শে গোলাপ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লমুখে প্রভাতী বন্দনা করিতে থাকে ও সুন্দর বসন্ত সমাগমে বিহঙ্গের কাকলীতে সংসার ভরিয়া উঠে। ঐরূপ সময়ে আমাদের আনন্দ প্রবাহকে সংসারের কোনও শক্তি বা বাধাবিপত্তি রোধ করিতে পারেনা। আমরা জীবন সংগ্রামে নির্ভয়তা লাভ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকি।

আমাদের কর্ণে মধুর বা কর্কশ, ছোট কিংবা বড় যতই শব্দ আসিতে থাকে, সবেতেই আশ্চর্য্যজনক শিহরণ রহিয়াছে। কিন্তু আপনি সেই

শিহরণ হইতে এই কারণে লাভান্বিত হইতে পারেননা, কারণ আপনি উহার গুণের সহিত পরিচিত নহেন। আপনি উহাতে কখনও মনযোগ দেননা, সেই জন্য আপনার কর্ণের ঠিক সেই মত মূল্য হইয়া যায়, যেমন একটী বাঁদরের হস্তে বহুমূল্য হীরক থাকিলে হয়।

যে সময় আপনি সংসারে কাণ খুলিয়া চলিবেন, সেই সময় আপনার চক্ষের সম্মুখে বিচিত্র ও আশ্চর্য্য কথায় পূর্ণ প্রকৃতির পুস্তক খুলিয়া যাইবে, এবং তাহা পড়িয়া জীবন ও সংসারের অনন্ত রহস্য সকল অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আপনি কর্ণের অদ্ভুত শক্তি জাগাইবার জন্য মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন, ও সমুদ্রের কিনারায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন এবং উহার উত্তাল তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। গহীন জঙ্গলের শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি, পশুদিগের বিচিত্র ডাক, বিহঙ্গমের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত রাগ হৃদয় ভরিয়া শ্রবণ করুন। গঙ্গার অনন্ত ধারায় দৃষ্টিপাত করিয়া উহার কলকল নিনাদের আনন্দ লুটিয়া লইবেন। ব্রজের নিনাদ, বাদলের রণভেরী এবং নিশিথ তারকার মৌন সঙ্গীত আমাদের কর্ণের শক্তি সমূহ জাগাইয়া তোলে এবং মানসিক রোগ সমূহ রামবাণের শক্তিদ্বারা বিদূরিত করিয়া দেয় ও আমাদিগের মস্তিষ্কে শক্তিশালী বিজ্ঞান পূর্ণ করিয়া থাকে।

যদি আপনি কর্ণে কোনওরূপ শক্তি অনুভব করিতে না পারেন এবং উহাতে কোনওরূপ রহস্যবোধ না হইতে থাকে তাহাহইলে ঘুমন্ত শক্তি-গুলিকে জাগাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে সঙ্গীতের ভক্ত হইয়া উঠুন। সঙ্গীতের প্রভাব বড়ই বিচিত্র। অনাদি কাল হইতে উহার প্রভাব মনুষ্যের

আত্মার উপর পড়িয়া আসিতেছে। বর্ব্বর ও অসভ্য মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সভ্য মনুষ্যও সঙ্গীতের প্রভাবে বশীভূত হইয়া যায়। পশুপক্ষী পর্য্যন্তও উহার ঝঙ্কৃত সুরে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বৃক্ষ সকলও নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে থাকে।

পারস্য দেশে মির্জ্জা মহম্মদ নামে এক সদ্ব্যক্তি বীণা বাজাইতে ওস্তাদ ছিলেন। যখন তিনি বীণা বাজাইতেন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকলে বুলবুল পক্ষী আসিয়া নৃত্য করিতে থাকিত। বীণার মধুর ধ্বনি উহাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। উহারা আনন্দের আবেশে বেহুঁস হইয়া গিয়া পড়িয়া যাইত। উক্ত বাদক যতক্ষন না অন্য কোনও সুর বাজাইতেন, পক্ষীগুলি ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। যেমনি তিনি সুর বদলাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলি গুলির হুঁস হইয়া উড়িয়া যাইত।

বিষাক্ত সর্পকে কিরূপে সাপুড়েরা উহাদিগের বংশীর রবে বশীভূত করিয়া লয়, তাহা সকলেই জানেন বা দেখিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে সঙ্গীত শুনিবার জন্য অচল ও সচল সকলেরই কাণ আছে, দেখুন না—বৈজু বাওড়া যখন মেঘমল্লার রাগ ধরিতেন, তখন আনন্দে মেঘ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত। দীপক রাগ আরম্ভ করিলে তখন সত্যসত্যই দীপ দীপ্তির সহিত জ্বলিয়া উঠিত। কথা এই যে, সঙ্গীতের প্রভাব বড়ই অদ্ভুত। উহা আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকে। উহা বিজলীর চমক, বজ্রের কড়কড় ধ্বনি, সংগ্রামের রণভেরী, বসন্তের বাহার, তলোয়ারের ঝঙ্কার, তোপের ধ্বনি এবং সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সার আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ

করাইয়া দেয়। ভগবান স্বয়ং সঙ্গীতের উপাসক। তিনি বলেন, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকিনা, অথবা যোগীদের মনেও নহে, যেখানে ভক্তেরা সঙ্গীত দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকে আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি।

নয় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার একজন বি, এ, পাশ বন্ধুর পিতার হার্টফেল হইয়া যাওয়ায় হঠাৎ মৃত্যু হইল। পরিবারের চার পাঁচজন বিধবা ও ৭।৮ জন বালক বালিকা ছিল। উহাদের উপর বিপত্তির পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংসারে অর্থাভাব, দৈনিক খরচ কি করিয়া চলে? বন্ধুটী দুর্ব্বল হৃদয় ছিলেন, ইহাতে অতিশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। নিজের এমন মূলধনও ছিলনা যাহাদ্বারা ছোটখাট একটী কারবার করেন। বেচারী চাকরীর জন্য স্থানে স্থানে অপদস্থ হইতে লাগিলেন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও কোথায়ও চাকুরী জুটিল না। উহার যোগ্যতা, নিরানন্দতা, ও বিমূঢ় ভাবের প্রতি কাহারও সাহানুভূতি হইলনা। যেখানেই যাইতেন অপমানিত ও বিতাড়িত হইতেন। তিনি ফুল ছুঁইলে কণ্টক হইত ও স্বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিলে উহা মৃত্তিকায় পরিণত হইত।

এইরূপ দুঃখ কষ্টে তাঁহার প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। উহার চেহারা শৃঙ্খলিত কয়েদীর ন্যায় হইয়া গেল। দেহও অস্থিসার হইল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত কেহ যেন তাঁহার মুখে কালি মাখাইয়া দিয়াছে। চক্ষুতে ভয় ও নিরাশার ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। পরিচ্ছদ এত বেশী ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছিল যে রাস্তার ভিখারীরাও তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইত।

ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাটী হইতে একদিন একটী গ্লাস লুকাইয়া লইয়া আসিলেন। বাজার হইতে আফিং ক্রয় করিয়া একটি নির্জ্জন পার্কে প্রবেশপূর্ব্বক উহা গ্লাসের ভিতর জলে মিশ্রিত করিলেন। উহার দুঃখ কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপস্থিত একমাত্র মুক্তি পথ যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা আত্মহত্যা।

সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা, সূর্য্যদেব উহার ঘৃণিত মূর্খতা দেখিতে দেখিতে নিজ বিশ্রাম স্থল পশ্চিম দিকচক্রবালে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পক্ষী সকল নিজ নিজ বাসস্থানের জন্য পরস্পরকে ঠোকরাইয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। আমার বন্ধুটী আফিংপূর্ণ গ্লাস উঠাইলেন, উহা বুক হইতে মুখ পর্য্যন্তও লইয়া গেলেন, যেইমাত্র উহা পান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার কর্ণে সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি প্রবেশ করিল।

সঙ্গীতের ভাব এইরূপ ছিল—যে তোমার চতুর্দ্দিকে ভগবান রামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহার সন্ধান কর। তাঁহার দর্শন আনন্দে তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

এই সঙ্গীতে মধুরতার পূর্ণ মোহিনীশক্তি ছিল। উহার সুরে এতই প্রেমভাব ও আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছিল, যে আমার বন্ধুটি চমৎকৃত হইয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে গ্লাস খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ও বন্ধুর পরিবর্ত্তে ধরণী সেই বিষ শোষণ করিয়া লইলেন।

আমার বন্ধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় উহার হৃদয়ে প্রেমের স্রোত বহাইয়া দিল। তিনি মাতালের ন্যায় টলায়মান অবস্থায় দণ্ডায়মান হইলেন। পার্ক

হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে আসিলেন। কিছুদূরে একদল ভিখারীর মধ্যে একটি ১০।১২ বৎসরের কুরূপা বালিকা উপরোক্ত গানটি গাহিতেছিল। একজন হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল। তাহাদের চতুর্দ্দিকে রাস্তায় ভীড় জমিয়া গেল।

আমার বন্ধু ভীড় ঠেলিয়া উক্ত বালিকাটির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকাটি তাঁহার হাবভাব লক্ষ্য করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া হারমোনিয়াম বাদককে জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল, সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। একদিক হইতে রব উঠিল উহাকে সকলে মার, অপর দিক হইতে একজন বলিয়া উঠিল এই লোকটি গুণ্ডা। হারমোনিয়াম বাদক কোনও বিচার না করিয়া উহাকে প্রচণ্ডভাবে একটি চড় মারিয়া বসিল।

আঘাত খুব প্রচণ্ডভাবে হইয়া থাকিলেও উহার ফল বিপরীত ফলিল। আমার বন্ধুটি ইহাতে আনন্দে দুলিতে লাগিলেন ও হাসিতে হাসিতে ঐ বালিকাটির চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

কোলাহল বাড়িয়া গেল। লোকে ইহা গুণ্ডামি মনে করিয়া সকলে মিলিয়া উহাকে প্রহার করিতে লাগিল।

ঐ পথ দিয়া একজন ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। তিনি অতি কষ্টে আমার বন্ধুকে এরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। ভদ্রলোকটি কোনও কলেজের প্রফেসর। তিনি আমার বন্ধুকে ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন। বন্ধুটি অতি কষ্টের সহিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জীবনের সমস্ত কাহিনী বলিয়া যাইলেন।

সকলে ও প্রফেসর মহাশয় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু

বিশ্বাস হইতেছিল না। সকলে পার্কে প্রবেশ করিল, তখন পাগল হস্ত ইসারায় নিজের সত্যতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। প্রফেসর মৃত্তিকার উপর কাল পদার্থটিকে শুঁকিয়া দেখিলেন, সত্যই উহা আফিং ছিল।

তিনি দার্শনিক ছিলেন। বন্ধুটির প্রতি সহৃদয়তার উদয় হইল। উহাকে নিজের বাটিতে লইয়া গেলেন। দুইদিন পরে আমি এই ঘটনাটি কম্পিত হৃদয়ে শ্রবণ করিয়াছিলাম। উক্ত সময়ে আমার বন্ধু সাহেবী পোষাকে একটি সোফার উপর বসিয়া আমায় অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। উহার একশত টাকা মাহিনায় একটি চাকরী হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি প্রফেসর সাহেবের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী।

কর্ণের রহস্য এমনই বিচিত্র। কর্ণ সঙ্গীতের চমকপ্রদ প্রভাবের দ্বারা আমাদিগের জীবন সুখশান্তিময় করিয়া তোলে এবং আমাদিগকে আরও উচ্চ আনন্দের সন্ধান দিয়া থাকে।

বালকেরা আমের কষির এক প্রকার বাদ্য প্রস্তুত করিয়া বাজাইয়া থাকে। কষি ঘষিতে ঘষিতে যখন উহা বাজাইবার উপযোগী হয়, তখন আর ঘষিতে থাকে না। আরও অধিক ঘষিতে থাকিলে উহা কিরূপে বাজিবে? মানবও যখন জীবন প্রেমের অমর সঙ্গীত শুনিয়া নিজের দুঃখ কাহিনী গুলিকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তখন উহার আত্মহত্যার ন্যায় পাপে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন হয় না। তখন চতুষ্পার্শ্বে ঈশ্বরের চমৎকারিত্ব দর্শন করিয়া থাকে। আত্মার বাণী শুনিয়া থাকে এবং সেই বাণী শুনিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠে। এই বাণী ভবসাগরে নিমগ্ন প্রায় ব্যক্তিদিগের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিয়া লয়, কেননা উহা প্রাণের আত্মারূপে মানব জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

আকর্ষণ শক্তি

যদি আপনি রুক্ষ প্রকৃতির ব্যক্তি হন এবং সঙ্গীতের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকে তাহা হইলে কাণ পাতিয়া জনসমাগমের কোলাহল শুনুন। কোন সভায় যোগদান করিয়া উহার তেজস্বী বক্তৃতা শুনিবেন। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, টেলিফোনের কলিং বেল, মোটরের হর্ণ, জাহাজ অথবা ট্রেণের হুইশিল এবং নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি আপনার পক্ষে উত্তম ফলদায়ক। এই সকল আপনার সঙ্কটের কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং উহার পরিবর্ত্তে পুষ্প বীথিকাপূর্ণ বাসন্তী উপবন রচনা করিয়া দিয়া যাইবে, যাহার প্রাণ মাতান সুগন্ধে আপনার হৃদয় ও মস্তিষ্ক সর্ব্ব সময় সবুজ সতেজ ও নবীন হইয়া থাকিবে।

কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি মূর্খতা করিয়া কোনও কথা কাণে প্রবিষ্ট হইতে না দেন, তাহা হইলে উহা আলস্য-সর্পকে দুগ্ধ পান করাইয়া পালন করিবার ন্যায় হইয়া থাকে। কেননা, আলস্যের চিরসঙ্গী নির্ধনতা ও অপমান, যাহারা মনুষ্য জীবনের স্ফুর্ত্তি, উন্নতি ও জাগরণ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য আপনি কর্ণকুহরের দ্বার উন্মোচন করিয়া নিজেকে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হউন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকুন। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ঈশ্বরের সাহচর্য্য লাভ করা। ইহা দ্বারা আপনার অন্তরে মহাশক্তির আবির্ভাব হইবে, ও দুর্ব্বলতার বন্ধন টুটিয়া যাইবে। আপনি দুর্ব্বল ও বধির মানবদিগের মধ্যে প্রকাশময়ী শক্তি জাগ্রত করাইবার প্রধান উন্মেষক হইবেন।

মানুষ যাহা কিছু বলিয়া থাকে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবেন। তাহাদের কথা হইতে নানারূপ স্বর শুনিতে পাইবেন। মনুষ্যের স্বর হইতে উহার চরিত্র ও বর্ত্তমান স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহা হইতে আপনি বিশেষ লাভবান হইবেন।

কর্ণের রহস্য

ইহা বহুমূল্য অভ্যাস। সত্য জ্ঞান, চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যাহা আমাদিগকে অন্ধকারময় কারাগৃহ হইতে বহির্গত করিয়া আলোর জগতে স্বাচ্ছন্দতার সহিত ভ্রমণ করিবার অধিকার দেয়। এই কারণে কর্ণের রহস্য জানিবার জন্য উহাতে বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগ দিবেন। সংসারে সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত, নৃত্য এবং ভাবপূর্ণ কবিতা আছে—আমাদের কর্ণের চৈতন্য, মানসিক শক্তির জাগরণ, সাফল্যের সুন্দর লক্ষণ।

আপনি জাগ্রত থাকিয়াও ঘুমন্তের ন্যায় বেহুঁস। সবই শুনিতে পাইতেছেন কিন্তু তাহা এককানে শুনিয়া অপর কান দিয়া বহির্গত করিয়া দিতেছেন। আমি বলিতেছি, যখন আপনার কর্ণের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ঠিক হইয়া যাইবে, তখন আপনার হৃদয়বীণা ঝঙ্কার করিয়া উঠিবে এবং উহা হইতে সফলতার অমর সঙ্গীত বাহির হইয়া আপনাকে মুগ্ধ করিয়া দিবে।

যে প্রকারে সন্ধ্যা শান্ত হইয়া মৌন বৃক্ষরাজির মধ্যে নিজ সৌন্দর্য্য ও আনন্দ প্রদর্শন করিতে থাকে, সেই প্রকার আপনি নিজের শোক ও দুঃখের মধ্যে শান্ত রহিয়া মনুষত্বের মহত্ব সংসারে বিস্তার করিবেন। সাংসারিক চিন্তাভার সকল আহ্বান করিয়া যদি আপনি উপরোক্ত বিষয়ে কর্ণ বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে জীবনের উন্নতির সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন না ও আপনার জীবন অকালেই মৃতবৎ হইয়া উঠিবে।

লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত

আপনার জীবন মহাসমরের যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায়। ইহাতে নিয়তই ক্যামানের অগ্নিময় গোলা ও বিষাক্ত গ্যাস বর্ষণ হইতেছে। আতঙ্কজনক ব্যোমযান সমূহ আকাশে উড্ডীয়মান, এবং ভীষণ রূপে ব্যোম্বার্টমেণ্ট করিতে থাকে। জীবনের এই মহাসমরে যাহারা ভীরু, অকর্ম্মন্য অলস প্রকৃতির ও সিদ্ধান্তহীন তাহারা কুকুরের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু কর্ম্মবীর যাঁহারা ও বীর সৈনিকগণ দলে দলে মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইহাদের রণসঙ্গীত মৃতের শরীরেও প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। তোপের মুখে আরও উৎসাহের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া যান। কেবলমাত্র সমর কেন, সংসারের কোন মহাসমরও ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেনা। সিদ্ধান্ত ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈনিক হইতেও অধিক কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ এবং জয়ের স্বর্ণ সিংহাসনও অধিকার করিয়া বসেন।

যদি আপনার জীবনকে সুবর্ণময় করিয়া তুলিতে চান, সংসারে অগ্রগণ্য হইতে চাহেন, তাহা হইলে কোনও একটী লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত স্থির

করুন : যথার্থ একাগ্রতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। আপনার সৌভাগ্য সূর্য্য প্রকাশ হইবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, মেঘ কাটিয়া যাইলেই হয়।

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিৎ? কোনও অপূর্ব্ব কামনা বা বিচিত্র অভিলাষ, শিল্পী অথবা কবি, ও দার্শনিক শ্রেণীতে গণ্য হইতে চাহেন কিংবা ব্যবসায় জগতে সুনাম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, দেশ ও সমাজে নেতৃত্ব করিতে চাহেন, অথবা বিচারক, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, প্রফেসর এবং এই প্রকারের অন্য কোনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা থাকে ও ধনী হইতে চাহেন তাহা হইলে উহা হইতে নিজের মনের মত কাজ বাছিয়া লউন। উহার একটী তালিকা প্রস্তুত করুন এবং আত্মবল, প্রসন্নতা ও একাগ্রতা এবং মানসিক শক্তির সহিত অগ্রসর হইয়া চলুন। সফলতা আপনার চরণ চুম্বন করিবে।

যদি আপনি বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে জীবনের স্বর্গীয় আনন্দ আপনার লক্ষ্যে ও সিদ্ধান্তেই দেখিবেন। মনোযোগের সহিত মানবের উন্নতির ইতিহাস পাঠ করুন। যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক এবং ধনী ও সম্মানীয় ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত পাঠ করিতে থাকুন। আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, উহাদিগের সফলতার মহান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব "লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত।" তাঁহারা কোনও না কোনও একটী উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সঙ্কটের কণ্টককে তাঁহারা পুষ্প হইতেও অধিক কোমল বলিয়া মনে করিতেন এবং জীবন সংগ্রামে সর্ব্বদাই উহারা জয়ী হইতে থাকিতেন। সংসারের কোনও শক্তি উহাদিগকে সংগ্রাম বিজয়ের পথে প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ হয় না।

আকর্ষণ শক্তি

আজও এই চিন্তাশীল সংসারের শত শত স্ত্রী পুরুষ একটি মাত্র লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত লইয়া দুর্গম পথে অগ্রসর হইতেছেন। উহাদিগকে কৌতূহলের সহিত দেখুন, ও সতর্কতার সহিত চিনিতে চেষ্টা করুন। উহাদের শ্রীমুখে আত্মাভিমানের অমর জ্যোতি দেদীপ্যমান। সংবাদপত্রে প্রত্যহই উহাদের নাম প্রকাশিত হইতেছে। উহারা নিজ সিদ্ধান্ত দ্বারা দেশ ও সমাজে প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের সৃষ্টি করেন। সমস্ত ভূমণ্ডল উহাদের সিদ্ধান্তের ভক্ত ও বিচারের উপাসক।

ইহা সত্য যে বিনা সিদ্ধান্তে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আজ হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া দেখুন, দেখিবেন উহাদের জীবনে কোনও সিদ্ধান্ত নাই। উহারা লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যরহিত। পৃথিবীতে উহারা জন্মগ্রহণ করেন, আহার, উপার্জ্জন এবং অবসর কালে নিদ্রিত হইয়া সময় অতিবাহিত ও আয়ূক্ষয় করিয়া পুনরায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যান। ইহাদের দেখিয়া ও পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমরা অকর্ম্মণ্য মানুষ দুঃখ কষ্টের ও বেকার জীবনের হাহাকারের মধ্যে নিজেদের অমূল্য জীবন মাটি করিয়া দিতে বসিয়াছি।

ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার আর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি ?

জীবনে লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত না থাকা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আপনি সিদ্ধান্তের জাহাজে চাপিয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। মানস নদীর তীরে লক্ষের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বীর সেনাপতির ন্যায় দণ্ডায়মান হউন। কিন্তু একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন যে একটি সিদ্ধান্তেরই উপাসনা করিবেন। যতদিন না উহা পূর্ণ হয় ততদিন অন্যদিকে লক্ষ্য রাখিবেন না। নতুবা আপনার অবস্থা সেই প্রচলিত প্রবাদটির ন্যায়

হইবে যেমন, "যে ব্যক্তি দুই নৌকায় পা রাখেন, তিনি জলমগ্নই হন তাঁহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।"

আপনার এই স্থানে ইহা জানিয়া লওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন, যে জীবনে সিদ্ধান্ত একটি মাত্র ও তাহা শক্তিশালী হইবে। ইহা নয় যে আপনি কল্পনা করিতে বসিবেন, যে মজুরী করিয়া চারিটী পয়সা উপায় করিব ও তাহা দিয়া একটি মুরগী কিনিব এবং তাহা স্বর্ণময় ডিম্ব প্রসব করিতে থাকিবে, সেই ডিম্ব বিক্রয় করিয়া মহল তুলিব ইত্যাদি। ইহা কোনও লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত নহে, অনর্থক অলস চিন্তার প্রবাহ মাত্র, যাহা ঝড়ের ন্যায় প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া জীবনের শিলাখণ্ডের সহিত ধাক্কা খায় ও পুনরায় ফিরিয়া চলিয়া যায়। এরূপ নির্জীব বিচার ধারায় কোনও কার্য্যই সম্পাদন হয় না। ইহাতে আপনার হৃদয়ে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে এবং মনঃশক্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ও আপনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

সিদ্ধান্ত দুই প্রকার, ভাল ও মন্দ। অকার্য্যকর অসৎ সিদ্ধান্ত কখন হৃদয়ে স্থান দিবেন না, কেননা উহার সন্দেহপূর্ণ আন্দোলনে জীবনের সমস্ত রস শুকাইয়া যায় এবং আপনিও অবিলম্বে সংগ্রাম ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন। উত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন, যে আত্মা উত্তম সিদ্ধান্তের সন্ধান রাখে, তাহা জীবন সংগ্রামে কখনও নিজেকে একেলা দেখে না এবং উহা নিজের দুঃখ কষ্টগুলিকে একদিকে ফেলিয়া দেয় ও জীবন ভাণ্ডার হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া এরূপ উন্নতিশীল শক্তি ধারণ করে, যে পূর্ব্বে যাহার আভাস পর্য্যন্ত পায় নাই।

আপনার দৃষ্টিমধ্যে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ও সেই সকলের মধ্যে

আকর্ষণ শক্তি

যাহা পাইতে আপনি ইচ্ছুক, যাহা আপনার হৃদয়ে প্রেমের মাধবীলতার ন্যায় দোদুল্যমান, একদিন না একদিন আপনি উহা নিশ্চিতই পাইবেন। কিন্তু সিদ্ধান্তের তপোবনে আপনার একান্ত সাধনার প্রয়োজন এবং নির্ব্বিকার চিত্তে ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষায় উহার মালা জপিতে হইবে।

এরূপ ভাবিবেন না, যে আমি কি করিতে পারি? উপরন্তু দৃঢ়তার সহিত ভাবিবেন, আমি কি না করিতে পারি? এরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তি প্রায়ই আপনি দেখিয়া থাকেন, যাহাদের ভিতর কোন না কোনও মহৎ গুণ নিহিত থাকে, যাহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া যায়, আপনি চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতে থাকেন, যে এই অশিক্ষিত ও জন্মান্ধ যে কখন পৃথিবীর রূপও দেখে নাই, তাহার ভিতর এরূপ চমৎকার গুণ আসিল কোথা হইতে? ইহাতে অবশ্যই কোনও দৈবশক্তি নিহিত রহিয়াছে। সত্যই উহাতে দৈব্য শক্তির ক্রিয়া প্রকাশমান। অন্ধতার জন্যই সে নিজ অন্তরজগতে বিহার করিয়া থাকে এবং আত্মচিন্তার দ্বারা লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকে, সেই জন্যই একটী মহান গুণ লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়।

সিদ্ধান্তের সফলতার জন্য আমাদিগকে মঙ্গলময় আত্মাকে চিনিতে হইবে। এই আত্মা দৈবনিধি প্রদানকারী। যে প্রকার দৈব শক্তিমান ও সামর্থবান, সেই প্রকার আত্মা আমাদিগকেও দৈববিভূতি প্রদান করিয়া থাকে। যদি আপনি আত্মার লক্ষ্য, বল ও বিশ্বাস লইয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সমুদ্র আপনার জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, পর্ব্বতও আপনাকে মস্তকে তুলিয়া লইবে। লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনে এমন কোনও গ্রন্থি নাই, যাহা খুলিতে পারা যায়না।

এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আপনি পাইবেন ও জ্ঞাত হইবেন যে যাঁহারা পূর্ব্বে দরিদ্র, মূর্খ এবং দুর্ব্বলের মধ্যে গণ্য হইতেন, তাঁহারাই সিদ্ধান্তের দ্বারা ধনী, বিদ্বান ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। গোল্ডস্মিথের কথাই ধরুন, উহাকে মূর্খ বলিয়া সকলে জানিতেন। কিন্তু বিখ্যাত পুস্তক "ভিকার অব ওয়েকফিল্ড" ও "ডেজার্টেড ভিলেজ" তাঁহারই রচিত। লর্ড ক্লাইভ ছাত্র জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ ও দুর্ব্বল ছিলেন, তিনিই এখন ইতিহাসে ইংরাজ জাতির গৌরব স্বরূপ। স্কট, বাইরন ও শেরীডান্ প্রভৃতিকে মূর্খ বলিয়া সকলে জানিতেন। কিন্তু উহাদিগের প্রতিভা সারা জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল। কোনও এক ব্যক্তি ঠিকই বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা ও গুণ বিকাশ করিবার কোনও উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন, দুনিয়াতে তিনিই ধন্য।"

অনেকেই পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন না। যদি তাঁহাকে তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা মুখ বিকৃত করিয়া বলিবেন "ও সব সিদ্ধান্ত টিদ্ধান্ত কিছু বুঝিনা, পরিশ্রম করি এই পর্য্যন্ত—কিছু একটা হবেই" এইরূপ ব্যক্তি উন্নত মার্গ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে নারাজ, ইহাদের জীবনে কোনও লক্ষ্য নাই, এঁরা কোদাল চালাইতেই থাকেন মৃত্তিকা হইতে কিছু পান বা না পান।

এখন আপনিই বলুন, যে নাবিক কি এটাও জানেনা, যে তাহাকে কোন বন্দরে পৌঁছিতে হইবে? তাহার ঝড় বৃষ্টিতে কি দুর্দ্দশাই না ঘটিতে পারে?

কার্লাইল লিখিয়াছেন "যে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির ব্যক্তিরাও নিজের অল্পশক্তি যে কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটা না একটা কিছু

সাধন করিয়া থাকেই। কিন্তু শক্তি কেন্দ্রীভূত না করিলে অত্যন্ত বলশালীরাও কিছুই করিতে পারেনা।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক চার্লস ডিকেন্সকে যখন তাঁহার সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমি এরূপ কার্য্য কখনও করি নাই, যাহাতে নিজেকে দৃঢ়তার সহিত লাগাইতে না পারি"। আচার্য্য জগদীশ বসুকেও সাফল্য মণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করা হয়, কারণ তিনি সংসারের জ্ঞান ভাণ্ডার বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য সারা জীবনই দৃঢ়তার সহিত উদ্ভিদ তত্ত্বান্বেষণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

একটি মনোমত সৎ এবং উচ্চ লক্ষ্য স্থির করুন। জীবন নতুন আলোকে ভরাইয়া তুলুন। লক্ষ্য স্থির করিয়া বাণ নিক্ষেপ করুন। দিগ দর্শন যন্ত্রের নির্দ্দেশক কাঁটাটীকে যেদিকেই ঘুরাইয়া দিন না কেন উহা একদিকেই লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে আমি কেন উহাকে গুরুরূপে বরণ না করি ?

আজকাল, বিশেষ করিয়া নবীন যুবকদের পতন হয় কেন ? ইহার প্রধান কারণ এই যে, উহারা লক্ষ্য পথ ভুলিয়া অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কুৎসিত চিন্তা করিয়া থাকেন। উহারা পরিশ্রমের নামে বিশেব ভয় পান। মনও উৎসাহহীন হইয়া দমিয়া গিয়াছে। এই জন্য আত্মার উপর মনস্থাপন করা আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন। যদি আপনার আত্মাকে শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ও মনকে ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বসকলের সারথি হইতে দিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উহাকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত আপনাকে কোনও একটী জীবনের মহান লক্ষ্য বা

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। আত্মকে দৈনিক ভোজন, সংবাদপত্রের চমকপ্রদ ঘটনাবলী, মনোরঞ্জন ও কৌতুকপ্রদ গল্প এবং অন্ততঃ কৃত্রিম উপায়ে আমোদ প্রমোদ করিয়াও অগ্রসর করাইবার চেষ্টা করিবেন। পরে দেখিবেন উহা কিরূপ তীব্র গতির সহিত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। লক্ষ্যহীন জীবন ও অলস বিচার সর্ব্বদাই আত্মাকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে।

হরিৎবর্ণ বৃক্ষ প্রান্তরে একাকী দণ্ডায়মান। উহার উপর প্রখর রৌদ্র কিরণ পড়িতেছে, মুষলধারে বারি বর্ষণও হয়, প্রচণ্ড ঝড় আসিয়া উহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উহার ফলও পাড়িয়া থাকে, তথাপিও কষ্টের দীর্ঘনিশ্বাস উহার বুক চিরিয়া বাহির হয়না, কাহারও নিকট নিজের দুঃখের জন্য বিলাপও করেনা। পরমাত্মা উহাকে যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ় ও অকম্পিত-ভাবে ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছে। এই বৃক্ষের নিকট হইতে আপনিও আপনার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই চিন্তায় কখনও নিমগ্ন হইবেন না, যে লোক ও সমাজ আমায় কি বলিবে?

আপনি নিজের কাজ করিয়া যান, কাহারও কথায় কান দিবেন না। শুনিবার কি প্রয়োজন? এই দুনিয়াতে মানুষ তাহার নিজের সুখ ও দুঃখের সঙ্গী সে স্বয়ং। উহার নিজের দুঃখ কষ্ট নিজেকেই বহন করিতে হয়। লোকে কি বলিবে, এরূপ চিন্তা ছাড়িয়া দিন। যে কার্য্য করিতে আপনার আগ্রহ হইবে, তাহা লাভজনক, সহজ ও আরামপ্রদ হইলেই

করিবেন। লোকে যা বলে বলুক। আপনি প্রত্যেককে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন না, এই দুনিয়ায় হস্তপদ বিশিষ্ট মানুষকে আজ পর্য্যন্ত কেহই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। উহারা এমন কি ঈশ্বরেরও দোষ বাহির করিয়া গালি দিয়া থাকে।

তুমি তোমার লক্ষ্য পথ হইতে লোক ভয়, সমাজ ভয় ও মৃত্যুভয় সরাইয়া দাও। কিসের চিন্তা? তোমার সিদ্ধান্ত রথের সারথি স্বয়ং কর্ম্মযোগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় কর এবং কোন মহান সিদ্ধান্তের সাধন লইয়া অগ্রসর হও, তুমি নিশ্চিত জয়ী হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিতঃ"

সময়ের মূল্য

অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত ধনীদিগের প্রচলিত কথা "Time is money" অর্থাৎ "সময়ই অর্থ" কথাটী মিথ্যা নহে। যদি বিচার পূর্ব্বক দেখা যায় তাহা হইলে সময়ের মূল্য অর্থ হইতেও অধিক। সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে মনুয্যের জ্ঞান, স্বভাব ও চরিত্র উন্নতিশীল হয়। উহাতে নিয়মানুবর্ত্তিতা হয় ও লোকপ্রিয় হওয়া যায়। আপনার বয়স যতই বাড়িতে থাকিবে, উহার মূল্যও আপনার নিকট ততই প্রকাশ হইবে। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, যেমন সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, আপনার আয়ুও তদ্রূপ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

সময় বলিতে কি বুঝায়? সময় ঈশ্বরদত্ত সুখজীবন ও লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভগবান আমাদিগকে সবই দিয়াছেন, কিন্তু সময় সম্বন্ধে বড়ই কার্পণ্য করিয়াছেন। তিনি দুই দিন বা দুইক্ষণ একসঙ্গে দান করেন নাই। প্রথম দিন প্রদান করিয়া, উহা গত হইলে পুনরায় কাড়িয়া লইয়া দ্বিতীয় দিন দেন। কিন্তু তৃতীয় দিন হস্তে রাখিয়া দেন— এই জন্য যে মানুষ চক্ষু খুলিয়া চলুক ও সময়ের মূল্য বুঝুক। যে ব্যক্তি অদ্যকার দিনের মূল্য বুঝিতেছেন, তাহার পক্ষে আগামী কল্য আরও

মূল্যবান হইবে, মহাত্মা তুলসীদাস সময় নষ্ট হইবার জন্য অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার একটী দোঁহার বঙ্গানুবাদ দিলাম, অর্থাৎ "এতদূর পর্য্যন্ত আমি সময় নষ্ট করিলাম, এখন আর তাহা করিব না, রামের কৃপায় রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, যখন একবার জাগিয়াছি, পুনরায় আর নিদ্রা যাইব না।"

কিন্তু আমরা অন্ধকারেই ঘুমাইয়া রহিয়াছি। সময়ের মূল্য বুঝিতে পারি না। যদি মহাত্মা তুলসীদাসের ন্যায় অনর্থক সময় নষ্ট হইবার জন্য আমাদের চক্ষু হইতে অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, তাহা হইলে জীবন সুখ ও সংস্কারের পথেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

একজন ইংরাজ কবি, বেগবতী নদীকে সময়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উহার গভীর ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলিতেছেন "যে প্রকারে বেগবতী নদী অনন্ত সাগরে নিঃশব্দে মিলিয়া যায়, সেই প্রকার সময়ও নিজের এক একটী পল লোক চক্ষুর অগোচরে অনন্ত কোষে সঞ্চিত করিতে থাকে। নদীর স্রোত একবার প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গেলে যেমন আর ফিরিয়া আসেনা, সেইরূপ সময় স্রোতও চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। কিন্তু এত সামঞ্জস্য থাকিলেও উহাদিগের ভিতর একটী বিষয়ে ভিন্নতা রহিয়া গিয়াছে, নদীর দুই তটদেশ উর্ব্বরা ও হরিৎবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু সময়ের প্রবাহ যে দিক দিয়া বহিয়া যায়, সেইদিকে রাখিয়া যায়—বালুপূর্ণ মরু প্রান্তর ও রুক্ষ ধূসর প্রস্তর স্তূপ।"

কবির এই মর্ম্মবাণীতে কত গভীর তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহা সময়ের মূল্য জ্ঞাত ব্যক্তিরাই বুঝিতে সমর্থ। সকল লোকে যদি

এতই বুঝিতে পারে, যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে অনেক লাভ হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের যথেষ্ট উপকার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অন্ধকারগ্রস্ত মানুষদিগের অবস্থা এতই অনুন্নত, যে তাহারা নিজের ভালও বুঝেনা, উপরন্তু সময়ের অপচয় ও পরিহাস করিয়া থাকে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক ব্যক্তির মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া দেখিতেছেন, কিন্তু জীবিতেরা এরূপ মনে করিতেছেন যে আমরা চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব, ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্যজনক কথা আর কি আছে?

সময়ের বেগ অমোঘ ও বাধাহীন। উহা দিন ও রাত্রির কোনটাই দেখেনা এবং এক এক সেকেণ্ড দ্বারা শতাব্দী গঠন করিয়া অবিশ্রান্তভাবে অনন্তের পথেই ধাবমান। এইজন্য যাঁহারা সময়ের সদ্ব্যবহার করেন ভবিষ্যৎ তাঁহাদের হাতে সফলতা তুলিয়া দেয়।

লর্ড সিনৃহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কিরূপে সাফল্য লাভ করিলেন?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "কেবলমাত্র যোগ্যতা দ্বারাই সফলতা লাভ করা যায় না, উপযুক্ত সময়ে উপযোগ সফলতার সজীব সাধন। সংসারে জন্ম মাত্রেই তাহার কার্য্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরন্তু যতক্ষণ না কোনও কার্য্যের চেষ্টা করা যায়, ততক্ষণ সফলতা লাভ করা সুদূর পরাহত। সময়ের কার্য্যাবলী স্থির করিবার সতর্কতা ও তাহাকে কার্য্যে লাগাইবার তৎপরতা এবং উহা হইতে কার্য্য আদায় করিবার সামর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাফল্য লাভ করা যায়। জীবনে সফলতা লাভ করিবার পথ খুঁজিয়া লওয়া উচিত। যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার। এমন কোনও সময়

নাই যাহাতে কোনও না কোনও কার্য্য করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়।"

বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলীনের ন্যায় মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন—"যদি তুমি তোমার জীবনকে খুব ভাল বাসিয়া থাক, তাহা হইলে সময় নষ্ট করিও না। সময়ের ভিত্তির উপর তোমার জীবনের প্রাসাদ রক্ষিত রহিয়াছে।"

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যাঁহারা সময়কে অনর্থক অতিক্রম করিতে দেন নাই এবং অসম্ভব কার্য্য সমূহে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তবে আপনি কেন সুযোগের প্রতীক্ষায় অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছেন? সাধারণ সময়কে কার্য্যে লাগাইয়া উহাকেই মূল্যবান সময়ে পরিণত করুন। দুর্ব্বল প্রকৃতির ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, কিন্তু সামর্থ্যবান ব্যক্তি আপন শক্তি দ্বারাই উহা গঠিত করিয়া লয়, উন্মিলিত চক্ষুর সম্মুখে সময় দৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। উন্মুক্ত কর্ণ সময়ের ধ্বনি না শুনিয়া থাকিতে পারেনা। উন্মুক্ত হৃদয়ে কার্য্য করিবার সুযোগ না আসিয়া থাকিতে পারে না। পশ্চিমে নূতন বিরাট ভূখণ্ড কবে না ছিল? সে কোন নাবিক ছিল যাহার নিকট উহা আবিষ্কার করিবার মত সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের সুযোগ কলম্বস্‌ই প্রাপ্ত হইলেন। বৃক্ষ হইতে আপেল পড়িতে কে না দেখিয়াছে? কিন্তু ইহা দেখিয়া উহার রহস্য জ্ঞাত হওয়া ও তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ নিউটন্‌ই লাভ করিলেন। বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে কে না দেখিয়াছে? কিন্তু উহার উপযোগীতা প্রমাণ করিবার সুযোগ ফ্রাঙ্কলীনই লাভ করিলেন।

সময়ের মূল্য

পাশ্চাত্য দেশবাসীরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানেন। কারণ তাঁহারা সময়ের মূল্য বুঝেন। কিন্তু আমাদের দেশবাসীরা উহার মূল্য জানেন না। যদিও জানেন, তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যায় অল্প। যেদিন আমরা সময়ের মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইব, সেইদিন হইতে আমাদিগের উন্নতির মার্গ সকল কণ্টকহীন হইবে। সময়ের মধ্যেই উন্নতির রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সময়ের আর একটী নাম জীবন। জীবনের সার্থকতা ইহাতেই, যে আমরা এক মূহুর্ত্তও ব্যর্থ যাইতে দিবনা। সুন্দর বিচার ধারায় ভাসিতে থাকিবেন। প্রত্যহ নূতন সুযোগ অন্বেষণ করিবার ও জীবনে নব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবেন। আমরা এই জীবনেই বিভিন্ন প্রকারের জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

সময় উইল পাওয়ারের প্রশ্ন। যাঁহারা সময়ের চিহ্ন চিনেন না তাঁহাদের উইল পাওয়ারে মরিচা ধরিয়া যায় এবং জীবনে কোনও চমৎকারিত্ব উৎপন্ন করিতে পারেন না। ট্রামে বাসে কিংবা মোটরে কখনও বেকার বসিয়া থাকিবেন না, কিছু না কিছু পড়িতে অথবা চিন্তা করিতে থাকিবেন। দৈনন্দিন জীবনকে বিচার করিয়া দেখিবেন যে আমি কিরূপ উন্নত হইলাম! কতদুর পৌঁছিলাম? এবং গতকল্য কিরূপ ছিল ও অদ্য কিরূপ রহিয়াছি, প্রতিদিন রাত্রে উহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পরিশ্রমের ফল আপনা হইতেই মিলিবে।

যদি আপনার নিকট এই সকল কার্য্য বিরক্তি কর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক একটী তালিকা প্রস্তুত করিবেন। উহা আপনার পথ প্রদর্শকের ন্যায় কার্য্য করিবে। যদি আপনি সময়কে

অবহেলা করিয়া চলেন, সংসারের নিকট আপনিও অবহেলিত হইতে থাকিবেন ও কেহ আপনাকে চিনিবেও না।

সময়ের উপযোগ ও অনুপোযোগ সম্বন্ধে একজন উর্দ্দু কবি লিখিয়াছেন—তাহার একটী বঙ্গানুবাদ দিলাম—

অর্থাৎ "বরফ বিক্রয়ে আমার লাভ হইবে, কিন্তু বিক্রয় হইতে বিলম্ব হইলে উহা দ্রব হইয়া জলে পরিণত হইবে।" সময়ের অবস্থাও বরফের ন্যায় বুঝিবেন, যদি আপনি উহার সদুপায় করিতে না পারেন তাহা হইলে ঈশ্বর প্রদত্ত একটী অমূল্য সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

আমি আমার বন্ধুদিগের ভিতর অনেককে দেখিয়াছি, তাহারা রৌদ্রের তাপে হাত পা ছড়াইয়া আরামের সহিত নিদ্রা যান। কতকগুলি লোক অনর্থক তর্কে, নিন্দাস্তুতি ও বাগবিতণ্ডায় এবং দাঙ্গায় নিজেদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলে। হোটেল, চায়ের দোকান, সরাবখানা, আফিং গাঁজার আড্ডায় এবং বৈঠকখানায় দেখিবেন, সেখানে অনেকেই বড় বড় কথার তুবড়ি ছুটাইতেছেন। যদি এই সকল ব্যক্তিকে বলা যায় "ভাই কোনও একটা ভাল কায কর, দুনিয়াতে নাম প্রতিষ্ঠিত হউক, সংবাদপত্র ও ভাল ভাল বই পড় তাহা হইলে তাহারা মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর করিবে "আমার সময় কোথা"? এরূপ ব্যক্তি কৃপার পাত্র। উচ্চাঙ্গের প্রয়োজনীয় কার্য্যের দায়িত্বভার বিশ্বস্ততার সহিত গ্রহণ করিতে উহারা সর্ব্বদাই অক্ষম।

জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সেক্রেটারী সাহেবের একদিন অফিসে হাজির হইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে কারণ তিনি এই ত্রুটীর জন্য ওয়াসিংটনের

নিকট এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, "আমার ঘড়ি লেট ছিল, সেজন্য আমার হাজির হইতে বিলম্ব হইল" ওয়াসিংটন তখন স্নেহপূর্ণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন "হয় আগামী কল্য হইতে অন্য ঘড়ি ব্যবহার করিবে, নতুবা আমাকে অন্য সেক্রেটারী নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে"।

মানব অতিরিক্ত অর্থের অধিকারী হইলে উহাকে জলের ন্যায় অপব্যয় করিয়া থাকে, কিন্তু যখন উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসে, তখন উহার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিতে থাকে।

এই কথা সেই সকল ব্যক্তির উপরও প্রযোজ্য যাঁহারা সময় অতিক্রম করিয়া যাইলে উহার মূল্য বুঝিয়া অনুতাপ করেন এবং মৃত্যু কালে নিজের আঙ্গুল কামড়াইয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন যে "জীবনে কি করিলাম" ও মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও সময় নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিতে থাকেন—"হায়, আমি কত সময়ই না অনর্থক নষ্ট করিয়াছি।"

সময়ের এক এক দণ্ড জাগরণের বিউগল ধ্বনি। সময়ের এক এক মুহুর্ত্তও জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সময়ের এক এক সেকেণ্ডও মৃত্যুর কালপরোয়না—সকাল হয় পরে সন্ধ্যা হয় এইরূপে আমাদের জীবনও কাটিয়া যায়।

সময় মানবকে বিশ্বের ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিয়া থাকে। ধন, যশ, প্রতিষ্ঠা, সব কিছুই সময়ের অধীন। প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল বিজ্ঞান চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়া একজন সাধারণ মানুষও উহাতে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারে। একঘণ্টা বিদ্যাধ্যয়নে যে কোনও মূর্খও বিদ্বান

হইয়া যাইতে পারে। একঘণ্টা প্রত্যহ অধ্যয়ন করিলে একজন বিদ্যার্থী এক বৎসরে দশহাজার পৃষ্ঠা সমাপ্ত করিতে পারে। ক্ষুধিত ব্যক্তি দৈনিক এক ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া নিজের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারে। দৈনিক একঘণ্টা উদ্যোগী হইলে অখ্যাতনামা ব্যক্তিও খ্যাতি-লাভ করিতে পারে। এই প্রকারে যদি আমরা সমস্ত সময় নিজেদের সুকর্ম্মে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবনবৃক্ষ সুস্বাদু ফলে ও সুগন্ধিত পুষ্পে ভরিয়া উঠিবে ও মনুষ্য জন্ম সার্থক হইয়া যাইবে।

সময়ের উচিৎমত সদ্ব্যবহার না করিলে চিরকাল কষ্টভোগই করিতে হইবে। যদি আপনি কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা নিজের হস্তেই করিবেন। আর যদি ঠিকমত সম্পন্ন করিতে না চাহেন, তাহা হইলে অন্যের হস্তে দিতে পারেন।

সাফল্যলাভের জন্য সময়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও উপোযোগ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বিলম্ব অথবা ইতস্ততঃ করিলে সংসারের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিয়াছেও। ইহার এক একটী পল ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক ও সামান্য ব্যতিক্রম হইয়া গেলে কার্য্য বিফল হইবার সম্ভাবনা ও অনিশ্চিতও। যে প্রকার উত্তপ্ত লৌহ শীতল হইয়া গেলে উহা পিটাইলে আর কাজে আসে না, সেই প্রকার কার্য্যশক্তিকে আগামী কল্য করিবার জন্য রাখিয়া দিলে উহা আর ফিরিয়া আসেনা। কোন বিদ্যার্থী না জানে যে পরীক্ষার সময় বিলম্ব করিয়া পৌঁছাইলে ক্ষতি হইয়া থাকে? কোন বিদ্যার্থী একবার উত্তীর্ণ না হইয়াই বলিতে থাকে আর একবার

চেষ্টা করিব? যাঁহারা পরে দেখিব বলিয়া ছাড়িয়া দেন তাঁহারা কখনও সফল হন না।

আমরা আমাদিগের দুঃখের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া বেড়াই ও বলিয়া থাকি আমরা বেকার এবং পরিবার সমেত বড়ই অন্নকষ্টে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পৃথিবীতে বিশাল কর্ম্ম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে রত্ন রাজি ছড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত লোক চাই। আমাদের সব চেয়েও দুর্ব্বলতা এই যে আমরা সব কিছু জানিয়াও সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে চাহি না। আমরা ধন, মান, ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবার জন্য কোনও অসাধারণ সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকি। শিষ্যত্ব না করিয়া গুরু হইতে চাহি, লেখা পড়া না করিয়াই বিদ্বান হইতে চাহি, এবং ঋণ করিয়াও ধনবান হইতে চাহি।

এই সকল অত্যন্ত ভ্রমাত্মক বিষয়। আপনি কোনও বিশেষ সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন না। উহাকে নিজ চেষ্টায় প্রস্তুত করিয়া লউন। অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিরা সুযোগের কোনও মূল্য বুঝে না। পরিশ্রমী ব্যক্তির সাধারণ কার্য্যও সুবর্ণ সুযোগের কার্য্যের ন্যায় হইয়া থাকে। সময় চলিয়া গেলে উহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। নষ্টধন পরিশ্রম ও কৃপণতার দ্বারা, নষ্টজ্ঞান অধ্যয়ন দ্বারা, এবং নষ্ট—স্বাস্থ্যকে ঔষধ ও অনুপান দ্বারা ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নষ্ট সময় কখনও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কোনও এক ব্যক্তি ঠিকই বলিয়াছেন—

"কাল করে সো আজকার, আজ করে সো অব্ব।
পলমে পরলে হোয়গী, বহুরি করোগে কব্ব ?"

অর্থাৎ "যাহা আগামী কল্য করিবেন, তাহা অদ্যই করিয়া ফেলুন। মুহূর্ত্তে প্রলয় হইতে পারে, তাহা হইলে আর কখন করিবেন ?"

আপনি যাহার সহিত যে সময় সাক্ষাৎ করিব বলিয়া কথা দিয়াছেন, হাজার কাজ থাকিলেও ঠিক সেই সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যদি তাহা না করেন, লোকে আপনাকে অবিশ্বাস করিতে থাকিবে। ঠিক সময়ে সাক্ষাৎ করার অভ্যাস উন্নত চরিত্রের সুলক্ষণ।

যদি আপনি কোনও সভা, বৈঠক, থিয়েটার, ক্লাব কিম্বা বায়স্কোপ প্রভৃতির পরিচালক হন, তাহা হইলে ঠিক সময়ে উহার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। অনেক ব্যক্তি ট্রেণ ছাড়িয়া যাইবার পর ষ্টেশনে পৌঁছান। অলসতা পূর্ণ কাজে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিয়া থাকে।

সময় ঈশ্বর ও প্রকৃতির একটী শ্রেষ্ঠ আইন (অর্থাৎ নিয়ম) বিরাট সূর্য্য মণ্ডল হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত, ও পশু, পক্ষী, কীট, জল, অগ্নি, বায়ু, ইত্যাদি সকলেই সময়ের নিয়ম পালন করিয়া থাকে। দেখুন, সূর্য্য ঠিক সময় মত উঠে ও অস্ত যায়, উহার এক সেকেণ্ডও এদিক ওদিক হয় না। জ্যোতিষেরা গণনা করিয়া বলিয়া দেন যে "অমুক তারিখে অমুক সময়ে গ্রহণ হইবে" তাহার অন্যথা হয় না, ঠিক সময়েই গ্রহণ লাগিয়া থাকে সময়ের এক পলও তারতম্য ঘটে না।

সময়কে যথাযোগ্য রূপে ব্যবহার করিবেন। উহার চিহ্ন চিনিতে চেষ্টা করুন। সাগর লবণাক্ত ও বিস্বাদ কিন্তু সময়রূপ সাগর অমৃতে

পূর্ণ, উহার নিকটে যাইয়া অমৃত পান না করিয়া আসিবেন না। প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে এই পরমানন্দ রস পান করুন। শস্যপূর্ণ হরিৎক্ষেত্র বিহঙ্গ কুলে খাইয়া ফেলিলে পশ্চাতে অনুতাপ করিয়া আর কি হইবে। কোনও এক কবির কথা ঃ—

"সময় বেশী লাগান ভালো, যদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ক্ষেত্রশস্য শুকাইয়া গেলে বর্ষণে কি লাভ?"

আসল এবং নকল মানুষ

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তিনি বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়র, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, প্রফেসর এবং আমাদিগের পিতা। উহার সমস্ত রচনাই মৌলিকতাপূর্ণ। উহার অনন্তলীলা ও অদ্ভুত কলা বিশাল এবং অখণ্ড। কিন্তু মানুষ?

মনুষ্যই ঈশ্বরের সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও সুন্দর প্রাণী। উহারা তাঁহার প্রতিনিধি এবং পুত্র। তিনি মনুষ্যকে প্রখর বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ এবং আকাশ তত্ত্ব দ্বারা উহাদিগের শরীর রচনা করিয়া স্বয়ং উহাদের আত্মার পরমাত্মা রূপে অবস্থান করিতেছেন, এবং ঐ স্থান হইতেই প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্যের সংবাদ লইতেছেন। মনুষ্যদিগকে উন্নত হইবার জন্যই তাহাদের উপর দুঃখ কষ্টের ভার চাপাইয়াছেন। তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সকল ভোগ করিবার জন্য তিনি মনুষ্যগণকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আনন্দ গ্রহণ করিবার এবং সংসারের রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইতে ও মানসিক শক্তির দ্বারা নিজের ভাগ্যের পরিচালক হইবার জন্য।

কিন্তু মনুষ্যগণের বিচিত্রতা দেখুন। উহারা সংসারে আসিয়া

দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল আসল পথ ধরে, অন্যদল নকল পথে অগ্রসর হয়। দুই দলই আপনাদের জীবন তরণী সংসার সাগরে বাহিতে থাকে, কিন্তু দুই দলেই বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

তাঁহারাই আসল মানুষ ; যাঁহারা আপনাদিগের অলৌকিক জন্মরহস্য ও কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া অন্তরসুখের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন এবং উহার প্রকাশে ঈশ্বরীয় কলা দর্শন করিয়া থাকেন। ইহারা বিদ্যাভিলাষী, সরল হৃদয়, স্বাধীন-চেতা, সত্যের অন্বেষক, উদার এবং মহৎ।

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মকে উহারা সমভাবে দেখিয়া থাকেন। উহারা সিংহকে বড় এবং শৃগালকে ছোট বলিয়া মনে করেন না। হাতী ও কুকুর উহাদের নিকট একই ওজনের। উহারা কেবলমাত্র একদিকেই অগ্রসর হন না, চতুর্দ্দিকেই বিদ্যুতগতিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যদি আজ কোনও একটী বস্তু পাইবার ইচ্ছা করেন, কাল উহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, পরশু তাহা হস্তগত করিয়াও থাকেন। ইহারা ইচ্ছা এবং চেষ্টার দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিয়া দেখান। ঈশ্বর তাঁহার এই আসল প্রতিনিধিদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সুবর্ণময় কিরণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন এবং সময়ে অসময়ে এত আকর্ষণ দ্বারা সহায়তা করিয়া থাকেন যে সকলে চমৎকৃত হইয়া যায়।

অন্যেরা নকল মানুষ। উহারা ঈশ্বরের উপর একটুও নির্ভর করে না। তাঁহার সত্তাও অতি অল্পই বিশ্বাস করে। ইহাদের নিকট ঈশ্বরের নিয়মকানুন সকল নিরর্থক। ইহারা অত্যন্ত অহঙ্কারী, স্বার্থপর, মিথ্যাচারী, এবং অপরের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠে। ইহারা

মাটির উপর দিয়া চলে বটে, কিন্তু মেজাজ সপ্তম স্বর্গে সর্ব্বদার জন্য চড়িয়াই থাকে। মানসিক শক্তি সম্বন্ধেও ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, উপরন্তু অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া ও আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া তাহা সকলের নিকট গর্ব্বের সহিত প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। ইহাদের উদ্দেশ্য এবং পেশা, চুরি, পকেটমারা, দাগাবাজী, ও অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম্ম সকল। ইহারা নেশাখোর, ব্যভিচারী ও দস্যু এবং স্বার্থের জন্য মানুষকে খুন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। জঘন্য কামনা ও কুপ্রবৃত্তির বশে ইহাদের মন উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায়। ইহারা মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

ঈশ্বর এই সকল নকল মনুষ্যদিগকে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দ্বারা সতর্ক করাইয়া দেন। কিন্তু ইহারা আপন খেয়ালে এমনই মত্ত যে উহা উহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেও আসে না। ইহারা দৈনিক জীবনে মন্দই গ্রহণ করিয়া থাকে এবং দিবারাত্র নিজেদের পাপবৃত্তি লইয়া মশগুল হইয়া থাকে।

আপনি দেখেছেন? যে আসল মানুষ সে স্বয়ং নিজের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু যে নকল মানুষ, সে তাহার ভাগ্যের হত্যাকারী বেয়কুফ, অপরাধী এবং কলঙ্কিত।

আপনি প্রত্যেক মানুষের চেহারা খুব মনযোগের সহিত দেখিবেন। কেহ কেহ অনেকাংশে বহুরূপীর ন্যায় দুই তিন প্রকারে নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কাহারও মুখবর্ণ রক্তাভ, কাহারও হরিদ্রাভ। কাহারও মুখ দেখিলে মনে হয় যেন উহাতে কান্নার ছাপ রহিয়াছে, কাহারও বা হাস্যপূর্ণ। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত এক একটী ভাব লইয়া বেড়ায়। ভাব, আসল ও নকল দুই প্রকারেরই মনুষ্য মধ্যে রহিয়াছে। নিবিষ্ট মনে

ইহা অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বর এবং সংসারও আসল মানুষ চায়। নকল মনুষ্যের মূল্য কোথায়? ঈশ্বর এবং সংসার কাহারও নিকট নয়।

যদি কেহ মুখে বলেন, যে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, অথচ ব্যবহারে কোনও মানুষ ভাইকে ঘৃণা করেন, তাহা হইলে তিনি মিথ্যাচারী। কারণ মনুষ্য ভাইসকল দৃশ্য ও স্থূল, তাহাদিগকে যদি ভাল বাসিতেনা পারেন, তবে কিরূপে অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসিবেন? ঈশ্বরের আদেশ "যদি আমাকে ভাল বাসিতে চাও, তবে আগে তোমার ভ্রাতাগণকে ভালবাস।"

[আমি জিজ্ঞাসা করি, এমন মহান মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া আপনি কি করিলেন? যদি আপনি জীবনে আনন্দ লাভ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তবে তো আপনার জন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল। যে সকল ব্যক্তি জীবন ও আনন্দকে জানিবার ও নিজের কর্ত্তব্যপূর্ণ করিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সংসারে সবই করিতে সমর্থ। সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাই হইতেছে আসল শিক্ষা। আগে মানুষ হইতে হইবে, পরে আর কিছু।]

উভয় প্রকারের মানুষই বিপত্তিতে পড়িয়া সতর্ক হয় ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাধা প্রাপ্ত হয় ও দুঃখের ভীষণ ভার মাথায় বহন করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ নিজেদের চমৎকারত্ব ও তাহার মূল্য বোঝে না। বিপত্তির ধাক্কায় সচেতন হইয়া মানুষ জ্ঞানী হয় এবং সহসা নিজেকে প্রশ্ন করিয়া বসে যে আমার জীবনের যথার্থ লক্ষ্য কি এবং পৃথিবীতে কি জন্য আসিয়াছি?

কোন কোন ব্যক্তি জীবনকে মায়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহা মায়া নয়, আনন্দ ভোগ ও আত্মসুখ। কেহ কেহ বলেন, জ্যোৎস্না

কিছুদিনের জন্য, জীবনও কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগকে কি জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইবে? চারদিন ও কিছুদিন এই কথাটির ভিতর অতি পবিত্র ভাব নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা মনুষ্য, জীবনের গূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়। অতএব আপনার নিজ জীবনের এমন একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাতে আপনার সমস্ত জীবন আনন্দ সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া যায়। সিদ্ধান্তের বিচার-ধারা সেই লোকে গিয়া উপস্থিত হইবে, যাহার নির্ম্মাণ করিতে আমরা ইচ্ছুক। যদি আপনি লক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত লইয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে যে প্রকার শতদল জলে থাকিয়াও ভিজে না, সেইরূপ দুঃখ কষ্টের মূষলধারার বৃষ্টিও আপনাকে ভিজাইতে পারিবে না।

দেবদূত হইতে মানুষই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানুষ হইতে অধিক পরিশ্রম লাগে।

কেহ একজন বলিয়াছিলেন, অযোধ্যা আছে কিন্তু রাম নাই। সময়ের চিহ্ন চিনুন। মনুষ্য এবং সময় লক্ষ্য করুন। ভগবান রামচন্দ্র আজও জীবিত থাকিয়া কোটী কোটী স্ত্রীপুরুষের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন, আত্মার সহিত আত্মার প্রেমালাপ হইতেছে, সেখানে আজও শ্যামলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি প্রেমানন্দের লহর তুলিয়া দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সরস্বতীর সুমধুর বীণা এখনও ঝঙ্কার তুলিয়া প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া থাকে।

আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবুন, আমি কে—আসল না নকল?

প্রেমের স্বর্গ

ইহাই প্রেমের স্বর্গ।

হাঁ প্রেমের স্বর্গ। ইহার মর্ম্মর গঠিত সোপান সমান ও মসৃণ, দুগ্ধ ধবল, নির্ম্মল ও সুন্দর। আমরা সুদূর হইতে একটানা চলিয়া আসিতেছি। এসো একটু বিশ্রাম করা যাক ও গল্প সল্প করি, আর প্রেমের নিরবিছিন্ন স্রোতে ভাসিয়া যাই।

প্রেম! প্রেম!

ইহা সেই প্রেম, যাহাতে আছে আকর্ষণ, বেদনা আছে, আর আছে অমৃতের মিষ্টতা। ইহার এক অঞ্জলি পান করিয়া সতী সীতা ভগবান রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন, পার্ব্বতী প্রলয়ঙ্কর শঙ্করকে মানস প্রসূন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সাবিত্রী সত্যবানকে দর্শন করিয়াছিলেন, রোমিও জুলিয়েটের চক্ষুর সম্মিলন হইয়াছিল, মজনু লয়লীর উপর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ফরহাদ্ শিরীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও দিয়াছিলেন।

সংসারে ইহাই শ্রেষ্ঠ সারতত্ত্ব ও ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি। এই পুন্য তপোবনে আসিয়া মনুষ্য জীবনের সমস্ত পাপতাপ নষ্ট হইয়া যায়, শোক

কালিমা ধুইয়া যায় এবং দুঃখ দৈন্যের পরিবর্তে হৃদয়ে আনন্দের শীতল ঝরণা ঝরিতে থাকে।

মহাকবি কালিদাস ঐ সুধা পান করিয়া শকুন্তলা কাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। পারস্য কবি ওমর খৈয়াম তাঁহার রুবাইয়াতে দীপ মালিকা জ্বালাইয়াছেন, সেক্সপীয়র হ্যামলেটের উপর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং জয়দেব গীতগোবিন্দের সুমধুর বংশীধ্বনি তুলিয়া প্রেমের বন্যায় জগত প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রেম চিরন্তন শান্তির নিকেতন। ইহা লাভ করিয়া নাস্তিকদেরও পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইস্থানে পণ্ডিত, মুর্খ, আমীর গরীব, ছোট বড়, কাল গোরা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পারসী ইহুদী সিয়াসুন্নী, হিন্দু মুসলমান, ঈশা, বুদ্ধ সব সমান। ঈশা ও মুশাতে কোনও ভেদ নাই। এই স্থানে যাহা তুলসীদাসের স্থান, তাহা ভবভূতি, বেদব্যাস, গালিব এবং কৃত্তিবাসেরও। এস্থানে একই রস ও একই নেশা। সকলে আনন্দ বিভোর হইয়া ঢুলিতেছেন, একই রাগে আলাপ করেন, সকলের হৃদয়ে একই কামনা, প্রেম, মুহব্বত Love. আহা, এখানে আসিয়া আমি প্রেমের পাগল হইয়াছি। কি বলিব, আর কি বলিতেছি।

হ্যাঁ ইহা প্রেমের স্বর্গ।

এস্থানের স্বর্গীয় সুখ দেখিয়া আমার প্রাণ যেন কিরূপ হইতেছে। এখানকার সবই সুন্দর ও পবিত্র। অন্যস্থানে বাদশা হওয়ার অপেক্ষা এস্থানে একটী ভৃত্য, ক্ষুদ্র কীট অথবা পতঙ্গ হওয়াও শত গুণে শ্রেয়। এখানে সকলকার অধরেই হাসি নৃত্য করিতেছে। হৃদয়সাগরে প্রেমের তুফান বহিয়া যাইতেছে। শত্রুদিগকেও ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়।

প্রেমের স্বর্গ

এস্থানে আমার মনমন্দিরে সৌভাগ্যের দ্বীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, হৃদয়াকাশে চন্দ্রের উদয় হইতেছে, মানস নদীতে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব নাচিয়া উঠিতেছে, মরুজীবন সুগন্ধিত ফুলের গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্য, চক্ষুকে সুর্ম্মার ন্যায় আবৃত করিয়াছে। আমি এই স্বর্গকে দেখিব, প্রান ভরিয়া দেখিব, দেখিতে দেখিতে পাগল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিব।

আমার নিকট উহাই মূল্যবান দ্রব্য। আমি উহা কাহাকেও দিবনা। কিন্তু আমার কিরূপ ভুলো মন, কি বলতে যাচ্ছিলাম, আর কি বলিতেছি।

হ্যাঁ ইহাই প্রেমের স্বর্গ।

"প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় মহাকবি দাগ বলিয়াছেন, আমি পুষ্পের উপর ভ্রমর এবং প্রদীপের উপর পতঙ্গের ন্যায় ঘুড়িয়া বেড়াইতেছি, যাহার চরনতলে চাঁদনি লুটিতেছে, আমি তাহার পদ রেনুর কণা মাত্র"।

ইহার চক্ষু চতুর্দ্দিক হইতেই আনন্দ সঞ্চয় করিয়া প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"তোমার সৃষ্টির চতুর্দ্দিকই আনন্দপূর্ণ, আমি তোমার প্রেমিক। যে পুষ্পেরই ঘ্রাণ লইতেছি, তাহা তোমারই সুগন্ধে পূর্ণ।"

এস্থানে আমার আঁখিতে প্রেমের চিত্র নৃতরত রহিয়াছে। যেদিকেই দেখি, সেই দিকেই প্রেমিক ও প্রেমিকাদের গুঞ্জন, হাস্য পরিহাস, মান, অভিমান, ও সদা সর্ব্বদাই আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, খুসির বন্যা বহিয়া যাইতেছে, ইহাতে ফকির ও আমীর উভয়েই আনন্দে ভরপুর, এখানে হাজত নাই, অভিযোগও নাই। এখানকার প্রতিটী অণু পরমাণু স্বাধীন ও পূর্ণ।

আকর্ষণ শক্তি

প্রস্ফুটিত অপ্সরাগণ প্রলয়ের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, নন্দন কানন প্রস্ফুটিত কুসুমে ভরিয়া উঠিয়াছে। উহাতে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্যরতা হইবার জন্য তাহারা সজ্জিত হইতেছে। এখানে সুধা আছে সৌন্দর্য্যও আছে। সাগির আছে, সাকীও আছে।

ইহা অতি বিচিত্র প্রমোদাগার। স্বর্গীয় আনন্দের নেশায় সকলে মশগুল!

আমরা পরস্পর বহির্জগতে অপরিচিত, কিন্তু এখানে আসিয়া আমরা পরস্পরের প্রিয়পাত্র হইয়া যাই। এখানকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে আমার হৃদয়ের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিব। উহারা স্বর্গীয়, সুন্দর, কোমল এবং বিচিত্র।

মনে হয় এইস্থানে বসন্ত মাধুরীতে কামদেব হইয়া হোলীখেলি। আমাতে আকর্ষণ শক্তি জাগ্রত হইতেছে। অহো আমি কিরূপ পাগল, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। আমার কি বলিবার ছিল, আর আমি কি বলে যাচ্ছি!

হ্যাঁ ইহাই প্রেমের স্বর্গ।

একদিন এই স্বর্গে আসিয়া আমি প্রেমের পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। সেই দিন আমার এরূপ নেশা বা মত্ততা ছিলনা। নিরাশার তুফানে সেদিন ভাসিয়া গিয়াছিলাম। আমার জীবন দুঃখ কষ্টের পাহাড় হইয়া গিয়াছিল। সংসার ছিল আমার নিকট ঘৃণিত এবং মানুষকে আমি দেখিতে পারিতাম না। এক একটী মনুষ্য ভুত ও প্রেতের ন্যায় আমার সম্মুখে ঘুড়িয়া বেড়াইত। আমার জীবনবীণার তন্ত্রী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আত্মহত্যার জন্য বিষ অন্বেষন করিয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিলাম।

প্রেমের স্বর্গ

আমি বুঝিতে পারি নাই, কেমন করিয়া সেই স্বর্গীয় কাননের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কোনও দৈব শক্তি বলে, না ঈশ্বরীয় প্রেরনায়, অথবা উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ? আমি দেখিয়াছিলাম সেখানের সোপানে একটী বহুমূল্য হীরক ঔজ্জ্বল্যে দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল। আঁখিতে লিপ্সা ও হৃদয়ে প্রেমের তুফান উথলিয়া উঠিল। আমি নুইয়া পরিয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া আমার হৃদয়ের মজবুত সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিলাম, ব্যস্ আর ভাবনা কি ?

দেখিতে দেখিতে ঘৃণার অন্ধকারময় আকাশে ইন্দ্র ধনুর উদয় হইয়া গেল। নিরাশার রহস্যময় পর্দ্দা ভেদ করিয়া আশার রঙীন আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল, প্রাণকুঞ্জে কোকিল কূজন করিয়া উঠিল, হৃদয়ে গঙ্গা যমুনার পবিত্র তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতে লাগিল, কর্ণে দিব্য সঙ্গীতের লহরী ধ্বনিত হইতে লাগিল, কেহ যেন হৃদয়ে অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে হৃদয়ে জাগিল অমর হইবার ইচ্ছা। মনে হইল পাপিয়া হইয়া উড়িয়া যাই, আর নীল আকাশের এক কোন হইতে অন্য কোন পর্য্যন্ত প্রেম সঙ্গীতের মধুর রাগ ছড়াইয়া দিই।

ওই সময় আমার সকল মলিনতা ও অপবিত্রতা ধুইয়া যায়। আমি ওই রত্নলাভ করিয়া "সব পাওয়া" হইয়া গিয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। প্রবাহমান নদীর ন্যায় আমি চঞ্চল প্রকৃতি এবং ভ্রাম্যমান ছিলাম—যাক্ আমি কি বলব, আর কি বলিতেছি।

হ্যাঁ ইহাই প্রেমের স্বর্গ।

এই স্থানের কাহাকেও হাসিতে দেখিয়া শুষ্কপ্রায় ক্ষেত্রও জলসিক্ত ও উর্ব্বর হইয়া উঠে, আকাশ ঘন ঘটায় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়। চতুর্দ্দিক

বাহারী হইয়া উঠে। সরাব পাত্র নববঁধূর ন্যায় ভাল বাসিয়া হৃদয় উষ্ণ করিয়া তোলে। আমাদের হিম শীতল দীর্ঘশ্বাস উষ্ণ করিতেই হইবে।

আসুন প্রেমের সরাবখানায় আসুন। এখানকার সৌন্দর্য্যের বিদ্যুৎছটায় চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছে, রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, পরীদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। আসুন আমরাও ইহার মধ্যে মিশিয়া যাই, আর জীবন ভরিয়া প্রেমের ফেনিল পিয়ালা পান করি। আর বলি— "হে সাকী, আজিকার দিনে ঘনঘটার মধ্যে আমায় প্রান খুলিয়া সরাব দাও, খোদা জানেন কাল এমন ঘটা থাকিবে কি না।"

আসুন, আমরা সৌন্দর্য্য দ্বারা চক্ষু সার্থক করিয়া প্রেমের পূর্ণ পেয়ালা পান করি। একবার দুইবার নহে, হাজার হাজার লক্ষ বার! এক এক পেয়ালায় নব নব ভাবের উদ্দীপন হয়। এক এক পেয়ালায় এক একটী তূফান রহিয়াছে। মৃত্যুও এখানে আসিয়া জীবনানন্দ উপোভোগ করিয়া থাকে। এখানকার মৃত্তিকার উপর প্রত্যেকেই পূর্ণ ও নিজেরাই একএকটী 'স্বর্গ' হইয়া বিহার করিতেছে।

"প্রত্যেক বস্তুতে সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিতে পাইতেছি। খোদা মৃত্তিকায় স্বর্গের বিদ্যুৎ ভরিয়া দিয়াছেন।"

ওহো আবার ভুল করিতেছি, কি বলিব আর কি বলিয়া যাইতেছি।

হ্যাঁ ইহাই প্রেমের স্বর্গ।

আসুন আমরা এই নেশায় ঢুলিতে ঢুলিতে সৌন্দর্য্যের বাজারে ঘুরিয়া বেড়াই। এখানে অসংখ্য সুন্দর বস্তু রহিয়াছে। আমি মোহিনী মন্ত্রে আবিষ্ট।

আমি বহুত বহুত সৌন্দর্য্য ক্রয় করিব, গত যৌবনও পুনরায় ফিরিয়া

পাইব। এখানে শত শত, হাজার হাজার, লাখো লাখো, রত্ন রহিয়াছে, আর আছে অসংখ্য চাঁদের টুক্‌রো, যৌবন এবং আনন্দ।

সকলই এই বাজারে বিক্রয় হইতেছে, বিনামূল্যে। এখানে আকাশের চাঁদ খরিদ করুন, প্রভাতের সোণালী কিরণ খরিদ করুন এবং নক্ষত্ররাজি ঝুলির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া লউন ও নয়নবান দ্বারা প্রেমলোকবাসীদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলুন।

এখানে আমরা যে 'রূপের' উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা সংসারের রূপ নয়, যেখানে শোকের অন্ধকার ঘিরিয়া আসে, চিন্তাচিতায় দগ্ধ হইতে থাকি, যেখানে অভিমান, স্বার্থ, ছল, কপটতা অহরহই দংশন করে ও মানুষ মানুষকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, যেথায় অপবিত্রতা ও পাপ আছে এই 'রূপ' সেই সংসারের নহে। ইহা অতিন্দ্রিয় জগতের রূপ, কোন বিশেষ দ্রব্যের অন্বেষনে রাস্তা ভুলিয়া আমাদিগের সম্মুখে যাদুর ন্যায় প্রকাশ হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছি, প্রেম তুমিই ধন্য, দেবতা ও ঈশ্বরের সত্ত্বার আভাস।

প্রেম! প্রেম!

শুস্ক সরোবর ত্যাগ করিয়া হাঁস কোথায়ও যায়না, সে প্রথম প্রীতি ভুলিয়া গিয়া পাথর তুলিয়াও খাইয়া থাকে।

প্রিয় বন্ধু, যখন আমার মৃত্যু হইবে, তখন তোমরা আমার ভস্মাবশেষ লইয়া গিয়া প্রেমের স্বর্গ মৃত্তিকায় মিশাইয়া দিও, যে স্থান তোমাদের চরণ স্পর্শে শান্তিময় হইয়া উঠে। আমি তোমাদের প্রভুত্বে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকিব!

আমার জীবনের একমাত্র আধার "প্রেম"।

মারাত্মক শত্রু

মনুষ্য দেবতার আসনে বসিবার উপযুক্ত হইত, যদি উহাদিগের ভিতর মারাত্মক শত্রু সকল অসি হস্তে বসিয়া না থাকিত।

কিন্তু উহারা কে ? আমি বলিব ঈর্ষা, ক্রোধ, ঘৃণা, অহঙ্কার, সন্দেহ এবং নিরাশা। ইহাদিগকে এক এক করিয়া দেখুন, এবং ইহাদের হইতে সাবধান !

ঈর্ষা

ঈর্ষা অগ্নিদাহন জ্বালা হইতেও অধিক তীব্র ও বিদ্রোহিনী। অপরকে অপদস্থ করা এবং অন্যের উন্নতি দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে থাকা প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য নিজ জীবন দগ্ধ করিতে থাকে। ইহার কি কোনওরূপ প্রয়োজন আছে ?

রাজা ভোজের নিকট একটী রোগ জর্জ্জরিত ব্যক্তিকে একদা আনা হইলে, রাজা উক্ত রোগীটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল" ? রোগীটী কহিল—"বাল্যকালে তোমাতে আমাতে একসঙ্গে পাঠ করিতাম, তোমার যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় আমি ঈর্ষা করিতাম।

যখন তুমি রাজসিংহাসনে বসিলে, তখন আমার ঈর্ষা আরও বাড়িয়া গেল। আজ তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয়ে ঈর্ষার অগ্নিদাহন হইতেছে"।

রাজা উহার জন্য বাস করিবার নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও কয়েকজন সেবক নিযুক্ত করিয়াদিলেন। একটী পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত উহার বিবাহ দিলেন। লোকটী প্রতিদিন হাতী ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। কিছুদিন পর রাজা উহাকে ডাকাইয়া দেখিলেন পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সে রোগ জর্জ্জরিত রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসিলে লোকটী উত্তর করিল—"আমার নিকট সব সুখ ও ঐশ্বর্য্য আছে, কেবলমাত্র অধিকার হইতে বঞ্চিত আছি"।

রাজা উহাকে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া, উহার ইচ্ছার পূরণ করিয়া দিলেন। তা সত্ত্বেও উহার কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন হইলনা। লোকটী বলিল—"আমার অবস্থা সেই সময় পরিবর্ত্তিত হইবে, যবে আমি উজ্জয়ীনীর রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইব"।

রাজা বুঝিলেন ঈর্ষার জন্য ইহার বাঁচিয়া থাকা দুস্কর হইবে। রক্ষার কোনও উপায় নাই। পরিশেষে হইলও তাহাই, লোকটী ঈর্ষার দাহনে দগ্ধিত হইয়া মরিয়া গেল।

সংসারে এইরূপভাবে মরিবার সংখ্যা বড় অল্প নহে। পল্লীগ্রামে ঈর্ষা দ্বেষের অধিক প্রাবল্য। সহরের বড় বড় অফিসে, হোটেলে, ফিল্ম কোম্পানীতে, কলকারখানায়, ঈর্ষার ছুরিকাদ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। সেখানে মানুষ মানুষকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কেহ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিলে প্রতিবেশী ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠে। কেহ চাকরীতে উন্নতি করিলে

অপরে হিংসায় ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। কেহ যদি বড় হইয়া উঠে, লোকে দ্বেষের যষ্ঠি লইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার জীবন সংশয় করিয়া তুলিতে চায়।

কি ভয়ানক মূর্খতা! আপনি এরূপ জীবন পছন্দ করেন কি? মনে রাখবেন, ঈর্ষার দ্বারা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়াই থাকি। কিন্তু নিজের ইষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম নহি। যখন আমরা কাহারও উপর ঈর্ষা করি—ফলে আমাদিগের ঈর্ষার জন্য তাহারই লাভ হইয়া থাকে।

হ্যাঁ, অপরকে ঈর্ষা না করিলেও, কখন কখনও অপরের ঈর্ষার স্থল হইয়া পড়ি। কিন্তু যদি আমি জীবনের সত্য সুখকে জানিয়া লই, হৃদয়ে শান্তি অধিষ্ঠিত করিতে পারি ও আড়ম্বর হইতে দূরে থাকি, তাহা হইলে আমার পিছনে কেহই ঈর্ষা করিবে না। নুরজাহান এইরূপ ঈর্ষাময় বিষাক্ত বায়ুমণ্ডলে পড়িয়া আপনার প্রথম প্রিয়তম শেরখাঁকে বলিয়াছিলেন, "চলো নাথ, আমরা এই হিংসাপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, কোনও নিভৃত পল্লীগ্রামে যাইয়া কৃষাণের ন্যায় জীবন কাটাইয়া দেই, যেখানে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ঈর্ষা এত নীচু হইয়া আমাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না"।

ঈর্ষা কালনাগিনী সর্পের ন্যায়, যে, সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলে আপনার বিষ উদ্গারিয়া দিতেছে। যদি আপনি গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন, যে এই ঈর্ষারূপী ভ্রান্ত ধারণা গরম হাওয়ার ন্যায়, যাহা শরীরের অভ্যন্তরে 'লু'য়ের মত প্রবাহিত হইয়া মানসিক শক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

এই 'লু' লাখ লাখ সংসার পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে। তুমি

অপরের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষায় দগ্ধিত হইও না। যাহাদিগের হৃদয়ে ঈর্ষার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিজের গৃহেই নিজের ঈর্ষা দ্বীপ দ্বারা আগুন লাগাইয়া দেয়। কাঁচ নির্ম্মিত ঘরে বসিয়া অপরের অট্টালিকায় প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে থাকে।

অপরে তোমার উন্নতি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠে উঠুক, তুমি ভ্রূক্ষেপও করিও না। তুমি নিজের সম্বন্ধেই ভাব যে তুমি কে। যতদিন না তুমি আত্ম-বিশ্বাসী হইতেছ, ততদিন এ দুনিয়ায় কিছুই করিতে সমর্থ নও।

ক্রোধ

ক্রোধ একটি অদ্ভুত নেশা। উহা মানবের মনুষ্যত্ব ছিনাইয়া লইয়া পশুত্বের হাতে তুলিয়া দেয়। ওই সময় মানুষ ব্যাঘ্র হইতেও ভয়ঙ্কর, সর্প হইতেও তীব্র বিষধর হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ক্রোধ হইতে অবিচার ; অবিচার হইতে ভ্রম এবং ভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।"

ক্রোধ শয়তান, যাহা মানুষের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। উহা রক্তবর্ণ চক্ষু লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। যখনই কোনও কারণে আপনার মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে, তখনই উহা আপনার ঘাড়ে ভূতের ন্যায় চাপিয়া বসে। সে সময় আপনি কাঁপিতে আরম্ভ করেন, বন্ধুদিগকে অপমান করেন, এমন কি গলা টিপিয়াও ধরেন হয়ত সকলকে গালাগালি দেন এবং আরও যে কি অনর্থ বাধাইয়া বসেন তা কে জানে। কেহ একটি ভুল করিল, আপনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আনন্দরূপী বীজ অনুর্ব্বর জমিতে ছড়াইয়া দিলেন ;

দেবতুল্য মানব জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, মন অপ্রসন্নতা বিষে পূর্ণ হইল—সমস্ত আকর্ষণ শক্তিও বিনষ্ট হইল।

ইহা সর্ব্বনাশকর কথা।

ক্রোধ সত্যই আমাদিগের হৃদয়-সাগরের প্রচণ্ড তুফান। যদি ইহাকে জয় করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আত্মবল ও সাহসের সহিত জীবন তরণীর উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকুন। ক্রোধের অসংখ্য ঝড় ঝাপ্‌টা আসিবে ও আপনার সহিত সংঘর্ষ করিয়া পুনরায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি আপনি ইহার আবর্ত্তে পড়িয়া যান, তাহা হইলে আপনি ও আপনার সংসার দুঃখ কষ্টের অতল সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। মাথার উপর ঘনান্ধকার মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকিবে ও আপনি তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা নিজের পা কাটিবার ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন।

ক্রোধ মনের ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যদি মানুষ কিছু শিখিতে চায়, তাহা হইলে ক্রোধের ভুল কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়াই থাকে। জমিতে আঘাত করিলে ধূলাই উড়িয়া থাকে, শস্য উৎপন্ন হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি বুদ্ধিমান হইয়া ক্রোধের তরঙ্গে ভাসিতেছেন কেন? দুঃখ কষ্টেই বা জড়িত হইতেছেন কেন? আপনাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া জীবনের সমস্ত আনন্দ, যৌবনের সমস্ত বিজ্ঞান, সফলতার ঋদ্ধি সিদ্ধি, পশ্চাত ফিরিয়া চলিয়া যায়, ক্রোধী মনুষ্যের কোনও মূল্য উহাদিগের নিকট নাই, উহারা শান্ত মনুষ্যদিগকে ভালবাসিয়া থাকে—এবং প্রেমাস্পদের কণ্ঠে বরমাল্য তুলিয়া দেয়। আপনার ক্রোধ পতঙ্গকে প্রেমের ঝড় তুফানে পড়িয়া নষ্ট হইতে দিন। আপনার বিপদ সকল

কাটিয়া যাইবে। যদি আপনার জীবনে স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ মৃদু হিল্লোলে না বহিতে থাকে, তবে আমি বলিব আপনি মহামূর্খ। আপনার জীবনে কখনো, কোন দিনও প্রাণের জীবন্ত আলোক সম্পাত হইবে না।

ঘৃণা

আমি ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্যদের ঘৃণা করি। আমি বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য পশ্চিম ভারতীয়দিগের সহিত মিশিতে ইতঃস্তত করি। আমি রহিম খাঁ, হিন্দুদিগের দোকান হইতে কোনও দ্রব্য ক্রয় করি না। আমি গোভক্ত, মুসলমান দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই। আমার যৌবনে চন্দ্রালোক ঝলমল করিতেছে, বৃদ্ধদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ি।

ঘৃণার বাজারে ছোট বড়র কোনও প্রভেদ নাই। এ বাজারেতে হীরক ও প্রস্তর সমান মূল্যে বিক্রীত হয়। বাবলার কাঁটা ও দুষ্প্রাপ্য কুসুমের মূল্য একই।

ইহা কিরূপ মূর্খতা ও কুৎসিত চিন্তা। ঘৃণা দুরাচরনীয় ও নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা। এইরূপ জঘন্য বৃত্তি পশুদিগের মধ্যেও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু মানুষের দিকে দৃষ্টি ফেরান, জন্তু হইতেও বুদ্ধিমান, পক্ষী হইতেও তাহার উচ্চে উড়িবার ক্ষমতা আছে। তাহারা মধুরতায় সঙ্গীত তুল্য, বিদ্যার বেদ তুল্য। কিন্তু উহাদিগের মনঃসমুদ্রে ডুব দিয়া হাতড়াইয়া দেখুন, দেখিবেন তলদেশ হইতে ঘৃণার গেঁড়িগুগ্‌লি আপনার হস্তে উঠিয়া আসিবে।

আকর্ষণ শক্তি

আমি বলি ঘৃণার নিকট হইতে পলায়ন করুন, প্রেমের তুফানে নিজেকে ভাসাইয়া চলিয়া যান। অতি সুন্দর বস্তু সকল প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবেন ও মানসিক শক্তি সমূহ সংযত করিবার চেষ্টা করিবেন।

যদি আপনি এই সমস্ত করিতে সমর্থ না হন ও মস্তিষ্ক ঘৃণার আবর্জ্জনায় ভরিয়া রাখেন, তাহা হইলে আপনার শরীরের সমস্ত যন্ত্রপাতি চূর্ণ হইয়া যাইবে। চুম্বক শক্তি নষ্ট হইবে। আপনি মস্তকে পাপের ভার লইয়া সর্ব্বত্র অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিবেন। ওই সময়ে কেহই আপনার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না, কেহ আপনার সাথীও হইবে না।

ঘৃণা, ঘৃণিত বর্ব্বরতা। ইহা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে বাস করিতে সক্ষম যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, আলস্যপ্রিয় ও মূর্খ।

তুমি পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করিও, কেননা পাপী মানুষ, পাপ শয়তান।

তুমি হৃদয় ইচ্ছা শক্তিতে পূর্ণ করিয়া উহার এক এক টুকরা দীন দুঃখীদের ভিতর বিতরিত করিয়া দাও। তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্থ। ঘৃণা করিয়া উহাদিগের উপর অত্যাচার করিও না, দুঃখ কষ্টের পাহাড় বুকে চাপাইয়া উহাদিগকে পিষিয়া ফেলিও না। তাহারা ত বিপত্তির শিকার হইয়া অন্ধকারময় গহ্বরে পড়িয়াই আছে।

অহঙ্কার

আমি এমন একটী ব্যক্তির কথা জানি, যাহার বৃদ্ধ পিতা কয়েক লক্ষ টাকার কর্জ্জভারে প্রপীড়িত হইয়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেন। উক্ত

মারাত্মক শত্রু

বৃদ্ধের এক উচ্ছৃঙ্খল পুত্র বেশ্যাসক্ত হইয়া অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। কয়েক পিপা মদও গলাধকরণ করিয়া হজম করিয়া ফেলে। উহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখখানি ফুটবলের ন্যায় গোল আকার ধারণ করিয়াছিল। আমি উহাকে নিরীহ ব্যক্তিদের উপর অত্যাচারও করিতে দেখিয়াছি। লোকটী বড়ই আত্মম্ভরী ও শয়তান প্রকৃতির। সহজভাবে কাহারও সহিত কথাও কহিত না। শুধু আমি কেন? আপনি আপনার শত শত বন্ধুগণ ও সমগ্র পৃথিবীর ভাই সকল এইরূপ অসংখ্য অহঙ্কারী ব্যক্তি দেখিতেছেন, যাহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হইতেও হয়ত অধিক অহঙ্কারী।

অহঙ্কারের নেশায় চুর হইয়া আজই কোন ভাইকে হয়ত পদতলে পিষিতেছি, কিন্তু কে জানে, কাল এমন দিনও আসিতে পারে, যখন একটী গাধার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে হস্ত তুলিতে সক্ষম হইব কিনা? তবে অহঙ্কার কেন? অহঙ্কারই মহা দার্শনিক রাবনকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। শক্তিশালী কংসের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিল। দুর্য্যোধন ইহারই স্রোতাবর্ত্তে পড়িয়া অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন। তখন আমি কিংবা আপনি ও বন্ধুগণ কোন্ ছার।

মনুষ্যের পক্ষে বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্যের অহঙ্কার, জ্ঞান ও প্রতিভার অহঙ্কার সবই মিথ্যা ও ব্যর্থ। দুনিয়ায় ভাগ্য নষ্ট হইবার দুইটি সর্ব্বপ্রধান কারণ ঘৃণা ও অহঙ্কার। ঈশ্বর বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লন, কিন্তু সরল ও আড়ম্বরহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে ক্ষুন্ন হন না। অপরের মৃত দেহের উপর অট্টালিকা প্রস্তুত করা অপেক্ষা উহা নিজের স্কন্ধে লওয়া মানুষের সত্য ধর্ম্ম।

আকর্ষণ শক্তি

আপনি ধনী? উত্তম, সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করিয়া রাজার ন্যায় আমোদ উপভোগ করিতে থাকুন, কিন্তু দরিদ্রের কুটীরে আগুণ লাগাইবেন না। আপনার মোটর আছে, যথেচ্ছা বিহার করুন, কিন্তু পথিকদের উপর পেট্রোলের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিবেন না। আপনি গরীব, নীরবে নিজের কাজ করিয়া যান, কিন্তু ধনীদের উপর বিদ্রোহের উত্তপ্ত নিশ্বাস ছাড়িবেন না। ধনী আপনার বড় ভাই। আপনি রাস্তার ফুটপাতের উপরও নিশ্চিন্ত হইয়া সুনিদ্রা যান, কিন্তু তাহারা মখমলের গদীর উপরও চিন্তানলে ও অনিদ্রায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন। কিছু চিন্তা করুন ও কিছু বুঝুন, মানুষের ভিতর কত অহঙ্কার, কত ঘৃণা ও দ্বেষ !

মনুষ্যজীবন একটী সমস্যা ও নাটক। উহাতে সর্ব্বপ্রকার ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। ওই সকল ঘটনা কিরূপ? তাহা গভীর মনযোগের সহিত বিচার করুন, দেবদূত হওয়া সহজ, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন। সেই মানুষ, যে অহঙ্ককার হইতে বহুদূরে, সেই মানুষ যাহার মনুষ্যত্ব আছে।

সন্দেহ

মানব জীবন সুমধুর সঙ্গীত। প্রেমই ইহার রাগ। এই প্রেম দেহ ও মনকে অনন্ত তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। যদি এই প্রেমে রাহুর মত কোন কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা সন্দেহ। সন্দেহ জীবনের মাধুর্য্যকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের নরক তুল্য করিয়া থাকে।

আমাকে একবার এক নবযুবতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসা এত শীঘ্র নষ্ট হইয়া গেল কেন? আমরা কলহ ও মনোমালিন্যের ফেরে পড়িলাম কেন? মনে সুখ শান্তির কণামাত্রও

নাই। শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মনে হয় সংসার আমার দুঃখ ও গভীর নিরাশায় ভরিয়া গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্বামীর প্রতি আপনার কোনও সন্দেহ আছে কি?" তিনি উত্তর করিলেন—"তিনি প্রায়ই রাত্রে অনুপস্থিত থাকেন। আমার মনে হয় তিনি অন্য কোনও রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন।" উত্তরে বলিলাম—"তুমি এই সন্দেহকে প্রেমরূপী মহামন্ত্রের দ্বারা চিনিয়া লও। তাহাকে যতই ভালবাসিতে থাকিবে, ততই তোমার লাভ হইতে থাকিবে, যদি তোমার স্বামী শত শত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন, তথাপিও তোমার প্রেম পরাজিত হইবে না। তুমি নিজেকে জান, প্রেমের উপাসনা কর।"

উক্ত যুবতীটি সত্যই অকপট ভাবে স্বামীকে ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম দুই মাসের মধ্যেই যুবতীটীর মুখশ্রী স্ফোটনোন্মুখ গোলাপের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং উহার নিরাশাময় সংসার প্রেমজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

ইহাই প্রেম তত্ত্ব। যদি তুমি সংসারের প্রেমকে না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে সন্দেহের অঙ্কুশ তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিবে।

সন্দেহের চিন্তা আমাদের অন্তরে সেই সময়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যখন আমাদিগের প্রতি আমাদের প্রেমী মনে তুচ্ছতা এবং নীচতার অঙ্কুর বাহির হইতে থাকে। আমরা ইহা দেখিয়া জ্বলিয়া উঠি যে আমাদের প্রেমী আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া অন্যের প্রশংসায় আত্মহারা হইতেছে আমরা উহার দৃষ্টিতে হীন, এইরূপ মূর্খ চিন্তা অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত করে ও আমরা হিংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংহারলীলা আরম্ভ করিয়া

থাকি এবং কুবাক্যের গরল উদ্গীরণ করিয়া ও কলহের জ্বলন্ত মশাল লইয়া অপরের হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া দিই। এইরূপে জীবনকে শুধু যে শক্তিহীন করি তাহাই নহে, উপরন্তু যাহার সহিত প্রেম করি ও যাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত, তাহাকে অসীম যন্ত্রনায় জর্জ্জরিত করিয়া থাকি।

সন্দেহ কিরূপ ভয়ঙ্কর বিষ! আমরা যাহাকে সন্দেহ করি, তাহার প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কার্য্যে খুঁত ধরিয়া থাকি। তখন তাহাকে এইরূপ মনে হয়, যেন সে প্রতি কথায় ও কার্য্যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে, মিথ্যা কহিতেছে ও আমাদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাহার প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গিমা ও প্রত্যেক আচরণ অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকি। ইহা কি কম জ্বালা?

মনে করুন আমার পত্নীর প্রতি আমার সন্দেহ হইয়াছে, তখন পত্নী যতই সুন্দর শৃঙ্গার করুন ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করুন তৎক্ষণাৎ আমার মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয়, যে পত্নী যতই শৃঙ্গার করুক ও বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত হউক, উহা তাহার পরপুরুষকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মাত্র। তখন উহার পরিহাস আমার নিকট বিষবৎ হইয়া থাকে, উহার প্রসন্নতায় আমরা জ্বলিয়া ছাই হইতে থাকি।

সন্দেহের এইরূপ ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়া অনেক পতি পত্নীকে ব্যাভিচারীনী স্থির করিয়া খুন পর্য্যন্তও করিয়া ফেলে। সন্দেহের ভীষণ বিষ কত বন্ধুকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। কত নির-পরাধীকেও সন্দেহের জ্বালাময়ী ফাঁদে পড়িয়া ফাঁসীকাষ্ঠ বরণ করিতে হইয়াছে। অহো, সন্দেহ কি ভীষণ বস্তু, নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম!

মারাত্মক শত্রু

যখন আপনি একদমে রাস্তাদিয়া ছুটিতে থাকেন, তখন কখনও কখনও একখণ্ড পাথর পায়ে লাগিয়া আপনাকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, কিন্তু কখনও কখনও অত্যুচ্চ স্থানও একলাফে পার হইয়া যান, আপনার স্মরণও থাকেনা যে কোথায় জলাভূমি আর কোথায় অধিক উচ্চ স্থান এমন কেন হয় ?

আপনি উক্ত দুইরূপ অবস্থায়ই দৌড়াইয়া থাকেন। দুই অবস্থাতেই খুব দ্রুত ধাবমান হইতে চাহেন ও খুব শীঘ্র রাস্তা পার হইয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আপনার মন ও মস্তিস্ক দুই অবস্থায় একরূপ থাকেনা। প্রথমের অবস্থায় আপনার হৃদয়ে কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা ভয়, ইহাই আপনাকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। সন্দেহী ব্যক্তি কখনও সঙ্কট বিপত্তির বিরুদ্ধে চলিতে পারেনা। একখণ্ড প্রস্তর উহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য হরণ করিয়া লয়।

তুমি নিজের চক্ষুতে প্রেম, শান্তি, সৌন্দর্য্য ও গম্ভীরতার ভাণ্ডার খুলিয়া দাও। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও। যখনই তোমার মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, নির্দ্দয় হস্তদ্বারা উহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবে। পূর্ণ শক্তি যোগে মনের সহিত যুদ্ধ কর। নিজেকে কখনও দুর্ব্বল ও তুচ্ছ ভাবিবে না। যদি তুচ্ছ সন্দেহকে দূর করিতে না পার, তাহা হইলে সংসার ও মনুষ্য সমাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কোনও নির্জ্জন বনে যাইয়া ধূণী জ্বালাইও। তোমার জয় হইবে, জয়জয়কার পড়িয়া যাইবে।

নিরাশা

একটী বাঙ্গালী শিল্পীর এক যুবক পুত্র বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে—পরীক্ষায় ফেল করিয়াছিল বলিয়া।

আজকাল এইরূপ শোচনীয় দুঃসংবাদ প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখা যায়। এক ব্যক্তি বেকার জীবনে অতিষ্ঠ হইয়া আত্মহত্যা করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি গঙ্গায় ডুবিল—তৃতীয় ব্যক্তি গলায় ফাঁসী লাগাইল, কেন, ইহার কারন কি ?

নিরাশা এই সকল বহুমূল্য ব্যক্তিদের জীবনরস শুষিয়া লইয়াছিল। ইহারা মরুদেশের মৃতপ্রায় পুষ্পের ন্যায় হইয়াছিল।

আমাদের সেই হাজার হাজার ভাই, যাহাদের জীবনপেয়ালা উদাসীনতা ও সঙ্কটের রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের সেই হাজার হাজার বন্ধু, যাহারা নিরাশার ভৈরব নৃত্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারা চিরকালের জন্য জীবিত থাকিত, যদি মানব জীবনের আসল মূল্য বুঝিত, নিজেকে চিনিত ও আশার আলোকে সংসারের রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিত।

নিরাশা, আপনার জীবন অন্ধকারময়, ভারগ্রস্ত, এবং নিষ্পেষিত করিয়া দেয়। যদি আপনি মনযোগ ও তর্কের সহিত ইহার অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে নিরাশা আলস্যের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ইহা আপনার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ইহার প্রচণ্ড আবর্ত্তে পড়িয়া মহামহা বীরগনও গভীর তলদেশে অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিরাশা মনুষ্যের হৃদয়গ্রন্থি ধরিয়া এরূপ প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকাইয়া দেয় যে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও হতাশ হইয়া ভয়ানক পাপে লিপ্ত হয়।

মারাত্মক শত্রু

আপনি নিরাশা দানবীকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। পুষ্পের উপর নৃত্যরত ও গুঞ্জনশীল ভ্রমরের দিকে দেখুন, দীপ শিখায় উড়ন্ত পতঙ্গ সকল দেখুন। ইহারা সকলে একই মন্ত্র জপ করিতেছে, আশা, আশা, প্রেমময়ী আশা!

আশা মনুষ্য জীবনে হাল স্বরূপ, যাহা নিরাশার তুফান হইতে জীবন তরনীকে রক্ষা করিয়া কুলে ভিড়াইয়া দেয়। আশার আর একটী নাম জীবন, আর জীবনের অপর একটী নাম আশা।

আপনার নিরাশার জীবন উদ্যানে এই রূপে ফুল ফুটিতে দিন। সাংসারিক সুখ ও মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করুন। নিরাশার শাখা প্রশাখা সকল ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর অনন্ত গহ্বরে তলাইয়া যাইবে। ভাবুন, বুঝুন, ও দেখুন।

সফলতার রহস্য।

যদি আপনি এই সকল মারাত্মক শত্রুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হন, তাহা হইলে আপনার জয় জয়কার হইবে। আর যদি পরাজিত হন। দুনিয়ার কোথাও আপনার স্থান হইবে না। ইহারই সংসর্গে ইহারই সাহায্যে আপনি বালুর ইমারত প্রস্তুত করিতে থাকিবেন, এই ইমারত এক দিন আপনারই উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আপনার জীবন চুরমার হইয়া যাইবে—যাহাকে সংসারের ছোট বড় সকলেই ধুলি মনে করিয়া পদতলে পেষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইবে, সে সময় উহাদের হৃদয়ে আপনার অশ্রুজলের কোনও মূল্য থাকিবে না। উহারা বড়ই দরদহীন, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী।

———o———
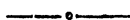
বাক চাতুর্য্য।

এক সৌন্দর্য্য প্রেমিক নিজের একটী সুরসিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "উহার চক্ষু অতি সুন্দর, তোমার উপর সে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিল?" সুরসিক বন্ধুটী বলিল "চক্ষু হইতে তাহার মুখ অধিক কার্য্যকর সেইজন্য উহার সহিত বাক্যালাপে অধিক মুগ্ধ হইয়াছি।"

সত্যই বাক্য শক্তি একটী আকর্ষক কলা। ইহা মনুষ্যদিগের বিচার ও সিদ্ধান্তের পরস্পর আদান প্রদান কারক। আপনার মুখশ্রীতে যতই সৌন্দর্য্য ও যাদু থাকুকনা কেন, আপনার কথায় যে যাদু রহিয়াছে, তাহা রূপের যাদু হইতেও শ্রেষ্ঠ। কোকিল কুরূপ বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই উহার সুমিষ্ট রবের প্রসংশক। গর্দ্দভ কিংবা উষ্ট্রের ডাক শুনিতে কেহই লালায়িত অথবা উৎকর্ণ নহে। কিন্তু তোতা ময়নাকে অনেকেই পুষিতে ভালবাসে। কেন এবং কি জন্য? উহাদের স্বরে আকর্ষণ ও মাধুর্য্য রহিয়াছে সেইজন্য।

রূপের যাদু প্রকৃতি প্রদত্ত; কিন্তু বাক্যের যাদু মনুষ্যের হস্তেই। বলিবার সময় এরূপ মনে হওয়া চাই যেন পুষ্প বর্ষন হইতেছে। একজন উর্দ্দু কবি বলিয়াছেন—"মানুষের উচিত কাহাকেও কঠিন বাক্য না বলা, এই জন্যই জিহ্বা অস্থি নির্ম্মিত নহে।"

বাক্ চাতুর্য্য

সুমিষ্ট বাক্য আপনাকে জীবন প্রদান করিবার সামর্থ রাখে। জননী শিশু কালে আপনার জিহ্বা দুগ্ধে সিঞ্চিত করিয়াছেন, আপনাকে মিষ্ট কথা কহিবার জন্য। মিষ্ট কথা আপনার জীবনে মৌলিকতা ও প্রতিভার বিকাশ করে ও মনকে উর্দ্ধগামী করে।

দুনিয়ার সকলেই রূঢ় ও মিষ্ট বাক্যের স্বাদ জানেন। বাক্যের দ্বারা সব কিছুই হয়। উহা মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক।

সংসারে হাজার হাজার ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বলিবার কায়দা জানেন না, এমন কি ইহাও জানেন না, যে নিজের ভিতর আকর্ষণ শক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য কি প্রকারে কথাবার্ত্তা কহিবেন। উহারা এমন ভাবে বলেন, যেন লগুড়াহত করিতেছেন। উহাদিগের বাক্য হইতে সর্প ও বৃশ্চিকের ন্যায় বিষাক্ত প্রাণী সকল নিসৃত হইতে থাকে, যাহা অপরকে দংশন করিয়া দাহের সৃষ্টি করে। এইরূপ বিষধর মানুষ নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়া থাকেন এবং মনুষ্য জীবন সর্ব্বনাশের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। কেহ একজন বলিয়াছেন যে—"যতক্ষণ না কথা কহে ততক্ষন ভাল কি মন্দ বুঝা যায় না, কিন্তু বসন্ত ঋতুতে কে কাক বা কে পিক তাহা জানা যায়।"

আমীর হউক কিংবা গরীব হউক অথবা বড় অফিসার কিংবা রাস্তার কুলি কাহারও উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। বাক্যের ভিতর দিয়া দরদ, হাস্য ও নম্রতা ফুটাইয়া তুলিবেন। সকলের কথা মনোযোগের সহিত শুনিবেন এবং যথাসাধ্য মিষ্টতা ও নম্রতার সহিত উত্তর প্রদাম করিবেন।

মিষ্ট কথা এক প্রকার যাদু, যাহার দ্বারা মনুষ্য সমাজকে আপনার

ভক্ত করিয়া লইতে পারেন। যদি আপনার কথা মিষ্টতা বৰ্জ্জিত ও কর্কশ হয় এবং উহা হইতে কুকথার কোড়া বর্ষিতে থাকে, অপমান ও রাগের চাবুক চলিতে থাকে, তাহা হইলে জানিবেন ইহা আপনার পতনের প্রধান লক্ষণ। কর্কশ এবং মিষ্ট বচন মানব মনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করে ; তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

একটি কারখানার কথা। ইহাতে কম পক্ষেও পাঁচশত কর্ম্মচারী কার্য্য করিয়া থাকে। আমীর গরীব, ছোট বড় সর্ব্ব প্রকারের লোকই সেখানে ছিল। কারখানাটি উত্তমরূপে চলিতেছিল। কাহারও ভিতর রাগ দ্বেষ, দলাদলি প্রভৃতি ছিল না। ইহার প্রধান কারণ এই ছিল, যে কোম্পানীর পরিচালকটি অত্যন্ত উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকলকে স্নেহ করিতেন ও আদরের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেন। কিন্তু ভুর্ভাগ্যের বিষয়, পরিচালকটিকে বিশেষ প্রয়োজনে ইউরোপ যাইতে হয়। তাঁহার স্থানে তাঁহারই একটী সম্বন্ধী আসিয়া বসিলেন। উহার কাথাবার্ত্তা এতই নিকৃষ্ট ধরণের ছিল যে, সে সকলকে যেন কুকুরের ন্যায় মনে করিত। হয়ত উক্ত সম্বন্ধীটির এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে যাহারা চাকরী করে তাহারা কুকুরের ন্যায়। এজন্য সে সকলকে গালি দিত ও অপমান করিত। লোকটি শিক্ষিত ছিল, কিন্তু ইহা বুঝিয়াও বুঝিত না যে মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের অংশ। মনুষ্যকে অপমান করা, ঈশ্বরকে অপমান করারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, কারখানার উচ্চ আসনে বসিয়া সম্বন্ধীটি নিজেকে ভগবান হইতেও বড় মনে করিতেন। সকলে উহাকে অত্যাচারের অবতার বলিত।

নূতন পরিচালকের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদের ভিতর বিদ্রোহের দাবানল

জ্বলিতে আরম্ভ করিল। একটি নিম্নশ্রেণীর লোক কোমরে ছুরি বাঁধিয়া তাহাকে খুন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে বলিত আমি এই গাধাকে খুন করিয়া ফাঁসি যাইব। এইরূপ গণ্ডগোলে পড়িয়া কারখানাটি স্বর্গ হইতে নরকে পরিণত হইল। উক্ত প্রকার বিপদজনক পরিস্থিতির সংবাদ জানিয়া পূর্ব্বের পরিচালকটি ব্যস্তভাবে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কারখানার ভার পুনরায় গ্রহণ করিলেন। দুই দিনেই সঙ্কটজনক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শুষ্ক ক্ষেত্র পুনরায় সবুজ হইয়া উঠিল, কারখানা আবার জোরের সহিত চলিতে লাগিল এবং সম্বন্ধী মহাশয় মুখ ঢাকিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

ইহাই বলিবার কায়দা, এবং কর্কশ বাক্য ও মিষ্ট বাক্যের প্রভেদ। যে ব্যক্তি অপরের প্রতি সহৃদয় হয়, সে বিনা সত্ত্বায় শাসক হইয়া যায়। তাহার আদেশ যেন প্রেমময় বাণী, যাহা শুনিবার জন্য প্রায় সকলেই উৎসুক হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে নিজের ভিতর অহঙ্কার ও বিশেষাধিকারের ভাব উদয় হয় এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার ভাব জাগিয়া উঠে, তখনই সত্ত্বার শাসন বেকার হইয়া যায় এবং উহার পরিণাম অপ্রতিষ্ঠা ও পতন।

সর্ব্বদা অন্যের দোষ দেখা, সর্ব্বদা অন্যের প্রতি অবিশ্বাস ভাব পোষণ করা ইত্যাদি নিজ হৃদয়ের মালিন্যের লক্ষণ। সাবধান ও জাগরণ এক কথা, অবিশ্বাস অন্য কথা।

যদি আপনি-বাক্যশক্তিকে প্রভাবশালী, আকর্ষক ও মধুর করিতে ইচ্ছুক হন তবে সঙ্গীতের চর্চ্চা করুন। সুমধুর গীত গাহিবেন। কোমল কবিতা এবং উত্তমোত্তম নাটকাদি পড়িবেন। আপনার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি

হৃদয়ের আনন্দদায়ক এবং কর্ণপ্রিয় হইয়া উঠিবে। অস্পষ্ট রূপে কখনও কথা কহিবেন না। মানুষের উপর প্রেম, সম্মান, এবং সহৃদয়তার ভাব স্থাপন করুন। কাণাকাণি ও ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কওয়া কিংবা থামিয়া থামিয়া বলা প্রভৃতি অত্যন্ত দোষজনক ও খারাপ অভ্যাস। এই সকল অভ্যাস ত্যাগ করুন। যদি মধুর বাক্যে আরও আকর্ষণ উৎপন্ন করাইতে চাহেন, তাহা হইলে মৃদুভাবে হাস্য ও প্রাণ খুলিয়া হাস্য করিবার অভ্যাস করুন। আপনার নিকটেই এই দুই অদ্ভুত যাদু রহিয়াছে।

মৃদু মধুর হাস্য মানবের হৃদয়ে গভীররূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। স্মিত হাস্যের সহিত কথা কহিবেন। ইহা রূপসরোবরের চঞ্চল তরঙ্গের ন্যায়! যাহা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে টানিয়া লয়। উহা দেখিয়া মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যায়।

অনেকেই হাস্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে মাধুর্য্য নাই। বাস্তবিক আপনি যদি হাস্য কলায় দক্ষ হন, তাহা হইলে আপনার মিষ্ট হাস্যে কিছু অদ্ভুত যাদু থাকিবেই। জীবগণের মধ্যে একমাত্র মানুষই হাঁসিতে পারে। হাসি একপ্রকার অস্ত্র, যাহা অতি রক্ষ প্রকৃতির ব্যক্তিকেও এক মূহুর্ত্তে আঘাত দ্বারা নম্র ও প্রফুল্ল করিতে পারে। অনেকের মুখাকৃতি রোগ ও উদাসীনতা সূচক। উহাদের নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করুন। ইহারা নিজেদের মুখ বিকৃত করিতে করিতে বুদ্ধিকেও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তখন বেচারীরা কোন মুখে হাস্য করিয়া নিজদিগকে মুখরিত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে?

হাস্য, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সরল হৃদয়ের জন্য।

বাক্ চাতুর্য্য

যে প্রকার অমৃত দেবতাদের একচেটিয়া··সম্পত্তি, সেরূপ হাস্যও মনুষ্যদিগের নিজস্ব সম্পত্তি। পশুপক্ষী সকল এই অদ্ভুত উপহার হইতে বঞ্চিত। ইহার দ্বারা বড় বড় কার্য্য সম্পাদন করা যায়। হাস্যের সহিত সময় সময় রসিকতাও করা উচিত। আপনি বীরবলের ন্যায় মস্তিষ্কবান ও বিদ্যুতের ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতার উন্মেষ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু হাস্যের ভিতর অশ্লীলতা ও মলিনতার ইঙ্গিত করা ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা হানিকর।

যদি আপনি হাস্য রসিক না হন, এমন কি সামান্য হাসিতেও না পারেন এবং উদাস প্রকৃতির হন, তাহা হইলে হাস্যরসাত্মক ফিল্ম অথবা নাটকাদি দেখিবেন এবং হাস্যরসাত্মক পুস্তক সকল পাঠ করিবেন। আপনার মেজাজ স্ফূর্ত্তিজনক ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিবে। যতই আপনি প্রাণ খুলিয়া হাসিবেন, স্বাস্থ্যও আপনার তত সুন্দর হইবে। কণ্ঠস্বর সুমধুর হইবে। হাসির দ্বারা হৃদয়ের সরলতা ও শুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। অপরে সহজেই মুগ্ধ হইয়া অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে।

অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এমন ভাবে কথা বলিবেন, যাহা আপনাকে ও অপরকে শান্তি প্রদান করে।

বাক্যে আকর্ষণ উৎপন্ন করা আপনার বিচার শক্তি ও মনের তরঙ্গের উপর নির্ভর করে। আপনার মন যেরূপ হইবে, বাক্যের ভাষাও তদ্রূপ হইবে। এজন্য মনকে সর্ব্বদা আনন্দময় ও উচ্চে রাখিবেন। কাহাকেও ছোট করিয়া নিজে বড় হওয়ার ইচ্ছা আবৃত আবর্জ্জনার ন্যায়। কাহারও ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাহার দুর্ভাগ্য ও

দোষ সমূহ দেখিয়া তাহাকে উপহাস করা মহাপাপ। আপনার প্রধান কর্ত্তব্য, অপরের সুন্দর ব্যবহার ও গুণাবলীর প্রশংসাত্মক চর্চ্চা করা।

এরূপ কথা কখনও ব্যবহার করিবেন না, যাহাতে অন্যে আপনাকে অহঙ্কারী ও অভিমানী বলিবার সুযোগ পায়। অনর্থক ও তুচ্ছ কথা লইয়া বাগবিতণ্ডা করা মূল্যবান সময়কে নষ্ট করিতে দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে সময় আপনার সহিত কোনও ব্যক্তির প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইবে, সেই সময় কোনও একটী এমন চমৎকার কথা বলিবেন, যাহাতে উহার উপর আপনার পূর্ণ প্রভাব পড়ে। যদি প্রেমপূর্ণ ও মধুর ব্যবহার সত্ত্বেও আপনার কোনও বন্ধু আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হন, তাহা হইলে নিজের ত্রুটীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। ভ্রমেও কখন উহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। বরঞ্চ কঠোর বচন অপেক্ষা আপনার আত্মশুদ্ধি ও আত্মতাড়নায় বেশী সময় অতিবাহিত করা উচিত।

ইহা সকল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ, যাহা মনুষ্যকে উর্দ্ধগামী করে। যখন আপনি উক্ত বিষয়ে বিদ্বান হইয়া যাইবেন, তখন নিত্য নূতন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবেন। আপনার সাড়ে-তিন হস্ত পরিমিত শরীর হইতে আপনার আত্মাকে বাহির করিয়া উহা অন্যের আত্মার সহিত মিলিত হইতে দিবেন। আপনার আত্মা অন্যের ভিতর হইতে দেবত্ব ও গুণের আকর খুঁজিয়া বাহির করিবে। বন্ধুত্ব জীবন বিজয়ের প্রতীক।

দেশ বিদেশের ভাষা শিক্ষা করুন, উহার সাহিত্য পাঠ করুন এবং উহা তাহাদের নিকট বলুন, যাহারা সেই ভাষার প্রেমী। ইহা

উচ্চ মনের বৈজ্ঞানিক প্রতিবিম্ব। এখন যদি আপনি উহাদের কথাবার্ত্তায় দোষ ধরেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনে এই কথা জাগিবে যে—"এই লোকটী মানুষের মধ্যে গণ্য নয়।"

নিজের বন্ধুদিগকে আপনার নিজের প্রশংসা করিবার অবসর দিবেন। সেইরূপ প্রশংসা, যাহার ভিতর গুণের প্রশংসা রহিয়াছে ও প্রেম এবং সদ্ভাব আছে। ইহা মনুষ্য জীবনের সফলতার দেশের ছাড় পত্র। এই ছাড়পত্র লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইয়া সাফল্যের দেশে পৌঁছিয়া যান, যেখানে আশ্চর্য্যজনক শক্তি সকল চাপা পড়িয়া করুণ কণ্ঠে আপনাকে দেখিবার ও নিজেদের দেখাইবার জন্য হাতছানি দিয়া আপনাকে ডাকিতেছে।

যদি কথাবার্ত্তায় তর্ক বিতর্কের সূচনা হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র নিজের কথার উপর সর্ব্বদাই জোর রাখিবেন না। বিরোধী পক্ষের সুযুক্তির তারিফ করিয়া প্রশংসার দ্বারা বিরোধীর আত্ম গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। বেশীর ভাগ লোকই তর্কে বাকবিতণ্ডা করিয়া পরিশেষে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। একে অন্যের শত্রু হইয়াও যায়। এইরূপ মূর্খতাকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন।

অনেকেই অন্যের সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। ইহা এক প্রকার পাগলামী। সহৃদয় হইয়া দৃঢ়তার সহিত কথা বলুন, হাজার, লাখ ব্যক্তির সহিত বলুন, ভয়, সঙ্কোচ, ত্যাগ করুন, কিন্তু কর্কশ নয়, মিষ্ট ভাবে। আপনার কয়েকটী মিষ্ট শব্দ শুনিয়াই লোকে আপনার প্রতি মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

সর্ব্বদাই সত্য কথা বলিবেন। মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা নিজের বন্ধুকেও

অপমানিত করিবেন না। আপনি অন্ধ হইয়া যান, স্বাস্থ্যও আপনার নষ্ট হইয়া যাক। কিন্তু সত্যকে কখনও ভুলিবেন না। সত্যের তেজ সহস্র সূর্য্য হইতেও অধিক তেজোময়। উহার মূল্য শত সহস্র যজ্ঞের মূল্য অপেক্ষাও অধিক। আপনার হৃদয় একবার সত্যের তেজ দর্শন করিলে আর কখনও তাহা ভুলিবে না। সত্য নিজের বিরুদ্ধে একটী ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই ঝড় সত্যেরই বীজ দূরদূরান্তরে বহন করিয়া লইয়া যায়।

তুমি নিন্দুকেরও প্রশংসা করিবে। নিন্দুকের দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে, কারণ তাহারা তোমার দোষ সকল দর্শাইয়া তোমাকে উহা সংশোধন করিবার অবসর প্রদান করিয়া থাকে।

কাহারও তোষামোদ করিবে না। তোষামোদ একটি জানোয়ার বিশেষ, যাহা হাসিতে হাসিতে দংশন করিয়া থাকে। উহাকে একটী দাগাবাজ বলিয়া জানিয়া রাখিবে। কারণ তোমার নিন্দা ও দুর্ণাম রটাইতে অন্যের সহায়তা করিবে এবং তোমার দোষ সকলের উপর এমন একটী পর্দ্দা ফেলিয়া দিবে, যাহাতে তোমার ভাল মন্দের বিচার শক্তি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই যখন গির্জ্জায় উপাসনা নিমিত্ত গমন করিতেন, তখন গির্জ্জায় অতিরিক্ত লোকের ভীড় হইত। একবার তিনি গির্জ্জাঘরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম যাজক ব্যতীত অন্য কাহাকেও না দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত ধর্ম্ম যাজকটি বলিলেন—"আপনি এখানে আসাতে, ঈশ্বরকে বন্দনা করিবার ও তোষামদকারীগণ আপনাকে খুসি করিবার জন্য উপস্থিত হইত, কিন্তু আমি প্রচার

করিয়াছি, যে অন্ত আপনি আসিবেন না, সেজন্য অন্ত কেহই আসে নাই।”

নিজের দুর্ব্বলতা, বিপত্তি ও দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া রাখিবেন। ভ্রমেও কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করিবেন না। নতুবা দুঃখ ও বিপত্তিকে স্বয়ং ডাকিয়া আনাই হইবে। আপনার জীবন ভীষণরূপে বিপত্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, তখন কেবলমাত্র মৃত্যুই সান্ত্বনা দানের জন্য ধীরে ধীরে আপনার নিকট আসিয়া শান্তির চুম্বন দানে সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবে।

টাকা

টাকা ! টাকা !! টাকা !!!

কাগজ পেন্সিল হস্তে লইয়া আমার সহিত ঘুরিয়া বেড়ান। হাজার লাখ মনুষ্য শোচনীয় দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়া অন্তরের যন্ত্রনা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া ফিরেন। হাহাকারের উত্তপ্ত বায়ু উহাদিগের মরুময় হৃদয়ে পাগল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

উহাদিগের হৃদয়ে হাহাকারের আগুন জ্বলিতেছে। উহাদিগের মহান্ আত্মা উহাদের জীবন্মৃত শব স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে শ্মশান ও কবরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেন এবং কি জন্য ? উক্ত কাগজে লিখুন "উহারা অর্থহীন অর্থাৎ টাকা নাই"।

বড় বড় কল কারখানায়, প্রকাণ্ড অফিসে, শত শত হাজার হাজার সংখ্যক কেরানীবাবু, চাপরাসী, এবং মজুর যন্ত্রের ন্যায় খাটিয়া জীবনের বোঝা বহন করিতেছে। কারন কি ? টাকা ! প্রত্যেকের হৃদয়েই অর্থ পিপাসা রহিয়াছে।

জেলখানার ভিতর আসুন, চোর জুয়াচোর, পকেটমার, ডাকাত, খুনী প্রভৃতি লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে,

কেন ? একটানে লিখিয়া ফেলুন "ইহারা অর্থ লালসার কবলে পড়িয়া লোভের লৌহময় হাতুড়ীর দ্বারা নিজ স্বর্ণময় জীবনকে পিটিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।"

ইহা গণিকাদিগের পল্লী। কেহ কেহ নরক বলিয়াও ইহাকে অভিহিত করেন, কেহ পরীর দেশ। এই সব গণিকাগণ অর্থের বিনিময়ে নিজেদের সতীত্ব রত্ন বিকাইয়া দিয়াছে। উহাদিগের রূপ, সৌন্দর্য্য ও যৌবন কড়ির মূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ইহাতে কত বিধবা, কুমারী ও সধবা লিপ্ত রহিয়াছে। উহাদের জীবন রহস্যের আগার, ও ভীষনতায় কুরুক্ষেত্রের ন্যায়। ইহারা পাপের পথ কেন ধরিল ? "টাকা, টাকার জন্য ভালবাসা, টাকার জন্যই প্রেম।"

ধর্ম্মস্থান তীর্থক্ষেত্রে আসুন। দলে দলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, পূজারী, মহান্ত, মৌলবী, মোল্লা, এবং পাদরী সকল দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেকের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলের একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য "টাকা"। আপনি যতক্ষণ না তাহাদিগকে দক্ষিনান্ত করিতেছেন, ততক্ষণ ধর্ম্ম সফল হইবেনা। ইহাও লিপিবদ্ধ করুন "ধর্ম্ম অথবা তীর্থস্থানে দেবতার পূজা নয়, টাকার পূজা হইয়া থাকে, আকর্ষণ ? দেবতায় নহে, টাকায়—তুরন্ত দান, মহা কল্যাণ।"

সংসারের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করুন, কোথাও পিতা পুত্রকে গলা ধাক্কা দিতেছে, কোথাও বা ভাই ভাইয়ের গলা টিপিয়া ধরিতেছে ও স্ত্রী পুরুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, নিজেদের ভিতর কলহ চলিতেছে ; একে অন্যের দোষ প্রকাশ করিয়া দিতে ব্যস্ত—কেন এবং কি জন্য ? "সকলের মধ্যে একই নেশা ও একই উন্মত্ততা, টাকা ! টাকার ক্ষুধা, টাকার তৃষ্ণা।"

আকর্ষণ শক্তি

হায়! টাকার জন্য কত লোক মানুষ হইতে শয়তানে পরিণত হইয়াছে। কত নরেন্দ্র অপবিত্র হইয়া গিয়াছেন। কত দাগাবাজ, দেশভক্ত, ভণ্ড সন্ন্যাসী, স্বার্থপর সংস্কারক মূর্খ সমাজসেবক এবং প্রতারক ব্যবসায়ী টাকার জন্য নিজেদের পুষ্পিত জীবন কণ্টকে পরিণত করিয়াছে, মনুষ্যত্বকে পায়ে পিষিয়া নিজে নিজেকে পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় ভুলিয়া গিয়াছে।

লেখনী কম্পিত হইতেছে, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান এবং মনে হইতেছে পদতলের জমি বুঝি সরিয়া যায়। টাকার জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। টাকার জন্যই আজ রক্তত্বষিত রিভলবার, সর্ব্বনাশী কামান, এবং মারাত্মক গ্যাস সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। টাকা! টাকা! টাকা! টাকাই আজ হাস্যময়ী সৃষ্টিকে শ্মশানে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। কি ভীষণ! কি অন্যায়।

বেশীদিনের খবর নয়, রত্নগিরিতে গনপত সখারাম নামে কোনও এক ব্যক্তি আপন পুত্রকে খুন করিয়া ফেলে, কারণ পুত্রের দুই হাজার টাকার জীবন বীমা করা ছিল। উক্ত টাকার লালসায় এবং উহা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে, পিতা পুত্রকে লগুড়াঘাতে হত্যা করিয়া মৃতদেহটি একটী সুউচ্চ বৃক্ষের তলদেশে রাখিয়া আসিল, যাহাতে লোকের বিশ্বাস হয় যে পুত্রটী বৃক্ষ হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

কি পৈশাচিক কাণ্ড, কত ভীষণ নিষ্ঠুরতা! ওঃ! টাকা রাক্ষস, টাকাই দেবতা। টাকা যমরাজ, টাকাই ঈশ্বর। টাকার প্রভাবশালী ডঙ্কা আজ সংসারের কোনে কোনে বাজিয়া বেড়াইতেছে, টাকা সকলের শিরোমনি।

টাকা

চতুর্দ্দিকে টাকারই হায় হায় শব্দ। সকলেই চাহে টাকার ভাণ্ডার, টাকায় তহখানা, টাকার স্তূপ। এই যুগে সেই ব্যক্তিই সবচেয়েও হতভাগ্য, যাহার টাকা নাই।

যদি আপনার তহবিল অর্থশূন্য হয়, আপনি গরীব, হয়ত আপনার পুত্র রোগভোগে ছটফট করিতে থাকে ও মরিয়াও যায়, তত্রাচ ডাক্তার আপনার গৃহে বিনা দর্শনীতে পদার্পণও করিবেনা। দেশ ও সমাজ আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। আপনি যে স্থল দিয়া যাইবেন, তাহা ভগ্ন কাচখণ্ডে ও কণ্টকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। ওঃ! টাকাই ছুনিয়ার সবচেয়েও বিচিত্র ও রহস্যময় বস্তু। টাকার অভাবে আপনার পুত্রকে স্কুল, কলেজে ভর্ত্তি করাইতে পারিবেন না। দেশ বিদেশের পুস্তক পাঠ করিতে দিতে সমর্থ হইবেন না এবং সংসার ভ্রমণের জন্য কোনও প্রকার যানবাহনের সাহায্য লইতেও সমর্থ হইবেনা।

বাস্তবিকই টাকা বিনা আমাদের আষাঢ়ে মেঘ হইতে বারি বর্ষেনা, তপ্ত ধুলিরাশি উড়িয়া থাকে। আমরা নিজেদের পুষ্পোদ্যানে অন্তর্দাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া দেই।

আমি বলিতেছি, যদি আপনি নির্ধন ও গরীব হন, তাহা হইলে টাকা উপার্জ্জন করুন। কিন্তু টাকার জন্য কাহারও নিকট হাত পাতিবেন না, খোষামদ করিবেন না এবং বলিবেন না আমি কাঙ্গাল, ফকির কিংবা বেকার। আপনি দীপহস্তে এই অন্ধকার-ময় সংসার হইতে এমন একটী লোকও খুঁজিয়া পাইবেন না, যে আপনাকে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের একখানি চেক দান করিয়া বসিবে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে

ও খেয়ালে ব্যস্ত। কার কি দায়? যে আপনার দুঃখ দেখিবে ও কষ্টের কথা শুনিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে?

"যাচ্ঞা করা ও মরিয়া যাওয়া সমান, কেহ ভিক্ষা করিবেনা, যাচ্ঞা করার চেয়েও মরিয়া যাওয়া ভাল, ইহাই সদ্‌গুরুর উপদেশ"।

টাকাই আজকাল শক্তির প্রচণ্ড স্রোত, টাকা না থাকিলে জীবনে সম্পূর্ণ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। টাকা হইলে জীবনে সমস্ত সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়। আপনি সেই সকল মানুষের জীবন মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন, যাহারা পূর্ব্বে দরিদ্র ও আজ ধনী হইয়াছেন। গত কল্য যাঁহারা দুর্গন্ধপূর্ণ মলিন বিছানায় শয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা বিশাল অট্টালিকার মালিক হইয়া দুগ্ধফেনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।

আপনি নিজের নির্ধনতার জন্য দুঃখ করিবেন না। প্রসন্নতা ও আনন্দের সহিত এই অবস্থা কাটাইয়া দিন। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন, পূর্ব্বে সকলেই সাধারণ অবস্থার লোক ছিলেন। ছোট হইতেই বড় হওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত এরূপ না করিয়া কেহই বড় হইতে পারে নাই। টাকার জন্য সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। শরীরের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্য, নির্ধনতা অতি নির্ম্মম ও কষ্টদায়ক। উহা আমাদিগের অন্তরাত্মাকে মৃতপ্রায় করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ ঠেকিয়াই শিখে।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন লিখিয়াছেন—"আমার জন্ম নির্ধনতার ভিতর হইয়াছিল। মায়ের নিকট খাবার জন্য রুটিও ছিলনা। দশবৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে এগার বৎসর যাবৎ পরিশ্রম সহকারে

চাকরি করিতে লাগিলাম। এক কপর্দ্দকও আমি নিজের মনোরঞ্জন অথবা সুখের জন্য অপব্যয় করি নাই; একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া ডলার বাঁচাইয়া রাখিতাম। চাকরীর অন্বেষণে শত শত মাইল পরিভ্রমণ করা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছে। জঙ্গলে কাষ্ঠ ছেদন করিবার জন্য সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া অস্ত গমন কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পরিশ্রম করিতাম। বেতন যৎসামান্য, মাসিক মাত্র ছয় ডলার"। কিন্তু উইলসন আত্মসংস্কার ও আত্মোন্নতির সুযোগ কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেন নাই। একুশ বৎসরের মধ্যেই প্রায় এক হাজার উত্তম উত্তম পুস্তক তিনি পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। এদ্‌ভিন্ন কৃষি ও চর্ম্মশিল্পও শিখিয়া ফেলিলেন। তৎপর কিছুদিনের মধ্যেই একজন ভাল বক্তা হইয়া উঠিলেন এবং আট বৎসরের মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভায় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে এমন একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন, যে তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিল। (সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সিসী জিন জেকস্ রুশোকে একবার কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ("আপনি কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সফলতা লাভ করিলেন"? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি বিপত্তির স্কুলে পড়িয়াছি ও নির্ধনতার ভিতর শিক্ষালাভ করিয়াছি"।)

এইপ্রকার বহুবীর ও মহাপুষের জন্ম নির্দ্ধনতার ভিতর হইয়াছে। তাঁহাদিগকে নানারূপ দুর্ভাগ্যের সংঘর্ষে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মবোধ ও সময়ের সদুপোযোগ দ্বারা জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আত্মবিশ্বাস ও সত্যপ্রেমকে সংসারের কোনও বিরুদ্ধ শক্তি পরাজিত করিতে পারে না।

আকর্ষণ শক্তি

আমরা সমাজের সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া হতভাগ্য বন্দীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছি, সামাজিক আইনে আমরা এরূপ বদ্ধ, যে দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের হুকুম পর্য্যন্তও নাই। আমরা অন্য কোনও সোসাইটীতে যোগদান করিতে সমর্থ নহি। অন্যের সহিত খানাপিনা করিলে আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় ও জাতি ভ্রষ্ট হইয়া যাই। তাহা হইলে আমরা কিরূপে টাকা উপার্জ্জন করিব ?

আমরা অনর্থক পরনিন্দা ও স্তুতি এবং গল্প প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকি। নিজের বন্ধুর উন্নতি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠি, আমার মুখ হইতে গালাগালি এবং অহঙ্কারপূর্ণ কথা সকল বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে আমরা অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইব ?

অর্থ উপার্জ্জনে শিক্ষা, পরিশ্রম, প্রভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, মিষ্টবাক্য এবং অভিজ্ঞতা, কল্পতরুর ন্যায় ফলদায়ক।

যদি আপনি যথার্থই টাকা উপার্জ্জন করিতে চাহেন, বড় বড় ব্যবসা নিজ হস্তে লইতে চান, অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের মালিক হইতে চাহেন, তাহা হইলে হায় টাকা, কোথায় টাকা বলিয়া চীৎকার করিলে অথবা দেবদেবীর জপ করিলে ও জ্যোতিষিদের হাত দেখাইলে কিছুই হইবে না। প্রথমে উত্তম বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষালাভ করুন, সঙ্কুচিত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশবিদেশে যাত্রা করিবেন, কলাকৌশল এবং নূতন নূতন বিষয় শিখুন। নিজে অগ্রসর হউন ও পুত্রকেও টানিয়া লউন, তারপর দেখুন আপনার নাম কর্ণেগী, রকফেলর, হেনরী ফোর্ড এবং নিজাম হায়দ্রাবাদ বাহাদুর প্রভৃতি ধনকুবেরের তালিকায় উঠিবে। আপনি টাকার

মহাল প্রস্তুত করাইবেন এবং আপনার সন্তান ভূস্বর্গের রমণীয় উদ্যানে খেলা করিয়া বেড়াইবে।

চারি আনা মাত্র লইয়া উদ্যম সহকারে কোন একটী ব্যবসা আরম্ভ করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে একদিন উহা হইতে চারি লক্ষ টাকাও মিলিয়া যাইবে। ইহাতে হাসিবার কিছুই নাই, অতি সত্য। মানুষ দৃঢ়তার সহিত যাহা চিন্তা করে, তাহাই হইয়া যায়। মানুষ ভাগ্যের অধীন নহে, ভাগ্যই তাহার অধীন। মানুষ ভাগ্যকে যে পথে চালিত করে, ভাগ্য সেই পথে চলিতে বাধ্য।

যদি আপনি কোনও ফার্ম্মের ম্যানেজার, কিংবা একাউটেন্ট, কেশিয়ার, ক্লার্ক, অথবা চাপরাশি এমন কি মজুরও হন, তাহা হইলে আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালনে কখনও বিমুখ হইবেন না, উহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিন। সতর্কতা ও যত্নের সহিত সমস্ত কার্য্য এরূপে সম্পাদন করিবেন, তাহা যেন আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ হয়। পরিশ্রম ও যত্নই আপনার অর্থ বৃদ্ধির সহায়ক। যদি আপনার মালিক পরিশ্রমের মূল্য না বুঝেন ও কৃপণ এবং স্বার্থপর হন, তাহা হইলে নিজ উন্নতির জন্য অন্য পথ অবলম্বন করুন এবং অগ্রসর হউন।

যদি আপনি ব্যবসায়ী হন এবং উহার উন্নতি করিতে চাহেন, তাহা হইলে খরিদ্দারগণকে চিনিয়া লইয়া নিজ প্রেম পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা উহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলুন। প্রথমে স্বয়ং উহাদিগের নিকট বিক্রীত হইয়া যান, পরে আপনার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশ সমূহের দোকানের কর্ম্মচারীরা গ্রাহকগণকে সদ্ব্যবহার দ্বারা এরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, গ্রাহকগণ অন্ততঃ

কিছু ক্রয় না করিয়া থাকিতে পারেন না। ক্রেতার যদি একটী দ্রব্য মনোমত না হয়, অন্য একটী দেখাইবে, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইলে অপর একটী, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সমস্ত দোকান তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তথাপিও যদি পছন্দমত না হয় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চলিয়া আসিবে। তা সত্ত্বেও কর্ম্মচারীরা গ্রাহকগণের উপর অসন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি আপনি কোনও দ্রব্য দুই চারিবার দেখিয়া পছন্দ না করেন, তাহা হইলে বিক্রেতা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া বসিবে, "লইবার ইচ্ছা নাই তো অনর্থক আমায় পরিশ্রম করাইয়া বিরক্ত করিলেন কেন?" একদিন দ্বিপ্রহরে কোনও মহল্লায় যাইয়া দোকান সমুহ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, অধিকাংশ দোকানদার অথবা কর্ম্মচারী তন্দ্রাবেশে ঝিমাইতেছে। যদি আপনি কোনও একটী দ্রব্য আছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা তদ্‌বস্থায়ই বলিবে আছে। যতক্ষণ না আপনি উহা দেখিতে চাহিবেন, ততক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া দেখাইবে না। দ্রব্যটী দেখিতে চাহিলে, আলস্য বশতঃ নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে এমনভাবে উঠিবেন, যেন আপনাকে কৃতার্থ করিয়া দিলেন। কোনো কোনো দোকানে যাইয়া দণ্ডায়মান হউন, দোকানদার হয়ত তখন অন্যের সহিত কথা কহিতেছেন, আপনাকে হয়ত দুই তিন মিনিট অপেক্ষাই করিতে হইবে। আসলে ইহাই ব্যবসায়ের অবনতির মূল।

যদি আপনি লেখক হইয়া অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এরূপ প্রভাবশালী পুস্তক লিখিবেন, যাহার লেখনভঙ্গী ও বর্ণনা এবং সুযুক্তি পাঠকবর্গের হৃদয়ে গভীররূপে ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয়,

লেখনীর গর্জ্জন যেন কামান গর্জ্জনকেও ডুবাইয়া দেয়। বৈদেশিক লেখকগণ সুন্দর সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন এবং হইতেছেনও। উহাদিগের লেখনী হইতে স্বর্ণ নিস্থত হইতে থাকে। একখানি মাত্র পুস্তক হইতে হাজার হাজার টাকা লাভ করিয়া থাকেন। ইহাদের সহিত নিজেকে তুলনা করিয়া দেখুন, আমার মনে হয়, আপনার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখজনক।

অর্থ উপার্জ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাফল্য আপনার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আপনার ব্যক্তিত্ব যতই প্রভাবশালী ও উচ্চ ধরনের হইবে, তত বেশীই অর্থ আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে। বড় বড় ব্যবসায়ী এবং চাকরীই যাঁহাদের পেশা, অর্থ উপার্জ্জনের স্কীমে তাঁহাদের ফেল হইয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ, তাঁহাদের প্রভাবহীন ব্যক্তিত্ব, মনের অপ্রসন্নতা, রুক্ষ চেহারা, উৎক্ষিন্ন স্বভাব, ক্রোধ এবং অহঙ্কার প্রভৃতি। টাকা নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদের নিকট জলের বুদ্বুদের ন্যায়, এই আছে, এই নাই। আপনি আলস্যপ্রিয় নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের মুখাবয়ব মনযোগের সহিত দেখুন। ইহারা বৃদ্ধ অজগরের ন্যায় শ্বাসগ্রহণ করে, ক্রোধে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে এবং অহিফেন সেবীর ন্যায় স্বপ্নের ভিতর টাকা দেখিয়া ছুটিয়া ধরিতে যায়। কিন্তু টাকাও কিরূপ বিচিত্র যাদুকর! উহা পারার ন্যায় চঞ্চল হইয়া সর্ব্বক্ষণ ইতস্তত ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

উহার এমন কি দায়? যে উদ্যোগহীন ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিবে, কিন্তু পরিশ্রমী ব্যক্তির গৃহে প্রাচীর ভেদ করিয়া উপস্থিত হয় ও স্বয়ং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। যাহারা উদ্যমহীন, তাহাদের

হাঁ হুতাশপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসেও উহার করুণার উদ্রেক হয় না। বহু সংখ্যক আলস্যপ্রিয়, উদ্যমহীন ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিনা পরিশ্রমে টাকা হাতে পাইতে চান, কিন্তু তাহা কখনও হয়না। ইহাদের মনের দেওয়ালে নোনা ধরিয়া গিয়াছে। ইহারা শক্তিহীন, নিষ্কর্ম্মা, আলস্যপ্রিয় এবং মস্তিষ্কহীন। ইহারা কাঁদিতে জানে, হাসিতে নয়। ইহারা যুগেরই দোষ দিয়া থাকে, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তন সাধনে তৎপর নহে। নিদ্রা যাইতে ইহারা পুরোভাগে, কিন্তু জাগরিতদের ভিতর ইহাদের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যক্তি নিজে অধঃপাতে যায়, জাতিকেও সেই পথে অগ্রসর করায় এবং দেশ ও সমাজের গৌরবকেও খতম করাইয়া দেয়।

দারিদ্র মহাপাপ, কিন্তু এই দরিদ্রতা দুর করিবার উপায় আপনার হাতেই রহিয়াছে। অভিজ্ঞতা, যত্ন, সাধুতা, প্রেমপূর্ণ স্বভাব ও শিক্ষা অর্থ উপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। যাহাদের ভিতর এই প্রকার গুণাবলী সংখ্যায় অধিক থাকিবে, তাহাদের নিকটই অর্থের ভাণ্ডার সহজলভ্য হইবে। দুর্বৃত্তদিগের ধারণা প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, উৎকোচদান ও খোষামুদি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু এরূপ ধারণা তাহাদের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নহে, উপরন্তু উহার বিপরীত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থোপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির একদিন ফকিরের দশা প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন কেহই তাহার দিকে মুখ ফিরিয়াও চাহে না।

সংসারে বহুপ্রকার অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা রহিয়াছে, উহা হইতে একটি মনোমত পন্থা বাছিয়া লউন, কিন্তু প্রথমে স্থির করিয়া দেখিবেন, আপনার

যোগ্যতা কোনটীতে এবং কোন বিষয়ে আপনার মন অধিক আকৃষ্ট হয়। কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহা ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সর্ব্বদা সুযোগের অন্বেষণে থাকিবেন।

পরিশ্রমদ্বারা মানব জাতির উত্থান হইয়াছে এবং হইবেও। পরিশ্রমই কলাকৌশল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ব্যবসায়ের জন্মদাতা। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সময় ও পৌরুষের সদুপোযোগ দ্বারা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া যান।

জগৎ নিজের পুরাতন খোলস ছাড়িয়া নূতন রূপ ধারণ করিতেছে। হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। ভাগ্য হইতেও কর্ম্ম অধিক প্রবল। মনুষ্যকে কেহই মনুষত্ব দান করেনা, তাহাকে নিজ হইতেই উহা গঠন করিয়া লইতে হয়।

দুনিয়ায় টাকা হইলে আপনি সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। স্বর্গ অবধি সোপান প্রস্তুত করিয়া উহার অভ্যন্তরে কি রহিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিতে পারেন। টাকা বালকদিগের খেলিবার দ্রব্য, যুবকদিগের মুখশ্রীর ঔজ্বল্য ও বৃদ্ধদিগের যষ্ঠী স্বরূপ।

অর্থোপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি আমি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু একসময় এমন একটী ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, যাহার বুদ্ধি ও কৌশল দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম।

একদিন আমার লাইব্রেরীরুমে বসিয়া একটী পত্র পাইলাম, যাহার সারমর্ম্ম এইরূপ—

আকর্ষণ শক্তি

"প্রিয় মহাশয়"

আপনার পাঠাগারটী অত্যন্ত সুন্দর। আপনাকে যখন তথায় পাঠরত অবস্থায় দেখি, তখন আমার খুবই আনন্দ হয়। কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে সাহস হয় না, ইহার কারণ আপনি পাঠে এতদূর তন্ময় হইয়া যান, যে রাস্তার চলন্ত জনতার উপর আপনার সুন্দর চক্ষু কটাক্ষপাতেও অসমর্থ।

কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আপনার পাঠাগারের কয়েকখানি চেয়ার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েকটীর পায়াও নাই, কোনটার পশ্চাৎভাগ অর্থাৎ পৃষ্ঠ রক্ষার স্থলও নাই। তাহা দেখিয়া আমার অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

মেরামত করাইয়া লইলে খুব ভাল হয়। কল্য সকাল ৮ ঘটিকায় আপনার সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইব।

ইতি

আপনার অপরিচিত—

জনৈক কাঠমিস্ত্রি।

পত্র পাঠান্তর উহার অর্থোপার্জ্জনের ফন্দি দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলাম। পত্রখানিতে এতই আকর্ষণ ছিল, যাহাতে আমি ঐ ব্যক্তিটাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিলাম। পরদিন ঠিক ৮ ঘটীকায় মিস্ত্রি মহাশয় দর্শন দিলেন। উহার সহিত যন্ত্রপাতির ঝুলি লইয়া একটী কুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

উহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উহার পত্রলিখন ভঙ্গীর প্রশংসা করিলাম। মিস্ত্রিটী বলিল—“আমি এইরূপ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় বহির্গত হইয়া থাকি, এবং ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানা ও দোকান প্রভৃতি যত্ন সহকারে অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া থাকি। যেখানে ত্রুটী দেখি (মেরামত করিবার দরকার) পত্র দ্বারা মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি এবং এইরূপে অনেক উপায়ও হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে নিতান্ত কম পক্ষেও আমার আয় মাসিক তিনশত টাকা। আজ পর্য্যন্ত আমি কোথায়ও অকৃতকার্য্য হই নাই এবং আমার কাজও খুব জোরের সহিত চলিতেছে।”

তারপর সে আমার চেয়ার ও গৃহের কপাট ইত্যাদি মেরামত করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট মনে আড়াই টাকা পারিশ্রমিক লইল।

ইহা হইতেও অর্থ উপার্জ্জনের নানাপ্রকার আকর্ষক পন্থা রহিয়াছে। তবে অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী এবং পরিশ্রম থাকা চাই।

ম্যানচেষ্টারের ধনী ব্যাঙ্কার মিঃ ব্রুক বলিয়াছেন—“আমি যতক্ষণ এক গিনি উপায় না করি, ততক্ষণ এক শিলিংও খরচ করি না। আমার জীবনে আমি এইরূপ নিয়ম পালন করিয়াছি এবং ইহাই আমার ধনবান হওয়ার মূল রহস্য। 'অর্থ উপায় করা বিশেষ কঠিন নহে, কিন্তু সঞ্চয় করাই কঠিন।' যাঁহারা আয় হইতে ব্যয় অধিক করেন, তাঁহারা কখনও ধনবান হইতে পারিবেন না।

দরিদ্রতা এবং বেকার, ভিক্ষা দ্বারা অথবা সহানুভূতি কুড়াইয়া ও বক্তৃতা দিয়া দুর করা যায় না। কোনও কার্য্যে দুই একবার ফেল হইয়া গেলেও হতাশ হইবেন না। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিবেন। মাকড়সা

প্রাচীরে উঠিতে যাইয়া বার বার পড়িয়া যায়, কিন্তু হতাশ হয় না। ইহা হইতে শিক্ষা করিয়া অগ্রসর হউন।

অর্থ যথাযথরূপে ব্যয় করিবেন। কাহারও নিকট হইতে কর্জ্জ লইবেন না বা দিবেন না। ঋণী ব্যক্তির সংসার মাঝে দাঁড়াইয়া থাকা বড়ই দুষ্কর। অন্যের পয়সায় কখনও আমোদ উপভোগ করিবেন না। যতকাল আপনার নিকট পয়সা না থাকে, অনাহারে নিদ্রা যাইবেন, তত্রাচ কর্জ্জ লইয়া দুগ্ধ রাবড়ি খাইতে যাইবেন না। কর্জ্জ কুষ্ঠের ন্যায় যাহা সমস্ত জীবনকে কলুষিত করিয়া দেয়।

জুয়া, রেশ, লটারী ইত্যাদি দ্বারা নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাইবেন না। অতীতের শোচনা ভুলিয়া যান এবং বর্ত্তমানে অন্তরাত্মা হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হইতে দিন—

"আমরা মানুষ এবং কর্ম্মযোগী। পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড বাত্যা তুলিতেই আমাদের জন্ম"। হস্তে নূতন আলোক লইয়া অগ্রসর হউন—পৃথিবীর কোনও শক্তি উহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমানের মূল্য

লোকে বলিয়া থাকে ইহা হাহাকারের যুগ। যে দিকেই চক্ষু ফিরাই সেইদিকেই হাহাকার। আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে বিপত্তির তসবীর নৃত্য করিতেছে, অশ্রুজলে ঘর ডুবিবার উপক্রম, রাস্তাঘাটে লোকের মুখে যেন 'প্রলয় হইবে' এইরূপ বার্ত্তা স্থচিত হইতেছে।

একটী হিন্দি কবিতার সারাংশ এইরূপ, যথা—

"আমরা সকলে এরূপভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছি যে আমরা সর্ব্বস্বান্ত, এমন স্থান নাই যেখানে রাত্রে মাথা গুঁজিয়া থাকি! ক্ষুধা প্রপ্রীড়িত সন্তান-গণের আহার করিবার কিছুই নাই। সকাল যদিও কোনরূপে কাটে ত বৈকাল অচল। জীবিত থাকিলে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, মরিয়া যাইলে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হয়।"

আমাদিগের দুঃখের কথা রক্তরঞ্জিত, তাহা কেহও শুনে না। আমি বলি, কেহ শুনিবেও না। আপনি ক্রমান্বয়েই সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছেন, আপনার সমস্ত ক্রন্দন ব্যর্থ হইবে। আপনার দীর্ঘশ্বাসের ধূমরাশি লোকে ধূমপানের ন্যায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। কেন তাহা জানেন কি? আপনি নিজের শক্তি বিস্মৃত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন,

মানবতার মার্গ ত্যাগ করিয়া পশু সমাজে গিয়া পড়িয়াছেন। সত্য আনন্দ কি, তাহা ভাবিবার অবসর আপনার নাই। আপনি কামনা ও মিথ্যা অহঙ্কারের দাস মাত্র। আপনার চাতুর্য্য এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে উহাতে ধূর্ত্ততার প্রদীপ জ্বলিতেছে। কূটনীতি এবং ফন্দিতে আপনি দাগাবাজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভালবাসাকে আপনি ব্যবসায়ের রূপ প্রদান করিয়াছেন। দম্ভ ও অভিমান আপনার উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যে আপনি ঈশ্বর এবং তাঁহার নিয়ম ভুলিয়া গিয়াছেন এবং আপনার ব্যর্থ হাহাকার করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

আপনার মন একপ্রকার, বাহির অন্যপ্রকার। জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষ জানিয়াও আপনার চেতনা হয় না। উচ্ছৃঙ্খলতার দাঁড় দ্বারা নিজের জীবন-তরণী সংসার সাগরে উদ্দেশ্যহীন বাহিয়া চলিতেছেন। আপনি মূর্খতার সহিত মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন, কিন্তু মৃত্যুও আপনাকে ঘৃণার সহিত তিরস্কার করিতেছে। তবে আপনাকে আর কে পুছিবে।

যদি আমরা পশু সমাজ হইতে পুনরায় মনুষ্য সমাজে ফিরিতে ইচ্ছুক হই এবং মনুষ্য হইতেও মহা মানব হইতে চাই, তাহা হইলে অতীত ভুলিয়া যাইতে হইবে। বর্ত্তমানকে চিনুন, বর্ত্তমানেই সফলতার সম্পূর্ণ তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ইহা অগ্রসর হইবার যুগ। ইতিহাসের দিক দিয়াও ইহা একটা বড় যুগ। নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগরিত হইবার যুগ। আজিকার যুগের মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ কল্পনার স্রোত আসিয়াছে, যাহা আষাঢ়ে নদীর প্রচণ্ড স্রোত হইতেও বেগবতী। এই যুগের ধারা বিদ্যুৎ হইতেও দ্রুতগতি

বিশিষ্ট। দুঃখে হতাশ হইবার কারণ নাই। নিজেই নিজের সুখের চেষ্টা করুন। এখন সেইরূপ বিজ্ঞানের যুগ আসিতেছে, যাহাতে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ, পশুপক্ষী, ও ঈশ্বরের প্রত্যেক সৃষ্টির সহিত 'প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপে সমর্থ হইবেন। মানব, প্রকৃতি ও আকাশ পাতাল কাহাকেও ছাড়িবেনা। সকলকেই জয় করিবে। প্রকৃতির সন্ধানে আকাশ পাতাল এক করিবে এবং ধীরে ধীরে দেবতাদের শ্রেণীতে উন্নিত হইবে।

একবার তুলনা করিয়া দেখুন, মানব প্রথমে বানরের আকৃতি বিশিষ্ট ছিল, এখন সে ধীরে ধীরে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশ ও সমাজে এক শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহার প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আপনি যে অবস্থায় রহিয়াছেন, একশত বৎসর পরে ইহারও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। মানব যেরূপ মহামানব হইয়া ক্রমশই জ্ঞান মার্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেইরূপ ইহার অধিকতর উন্নতি হইতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখুন, যেমন পুষ্পের সহিত পত্র লাগিয়া রহিয়াছে, চন্দ্রের সহিত তারকারাজি যুক্ত, সাগরের সহিত নদনদী যুক্ত ও নদনদীর সহিত নালা নর্দ্দমা যুক্ত, ঠিক সেই প্রকার বর্ত্তমানও প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আপনার সহিত ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাকে চিনুন ও উহা হইতে লাভান্বিত হইবার চেষ্টা করুন।

এই সময় নিজের ব্যক্তিত্ব, সাহস, শক্তি ও যোগ্যতা বর্দ্ধিত করিয়া অভিনবত্ব উৎপাদন করিবেন। আপনার মস্তিষ্কের প্রভাব মনুষ্যের উপর বিস্তার। করুন অথবা শক্তিশালী মানুষের নিকট হইতে শক্তি সঞ্চয় করুন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সহিত আলাপ পরিচয় করুন।

গভর্ণর, মিনিষ্টার, বিচারক, মেয়র, কংগ্রেসম্যান, রাজা মহারাজা, জমিদার ও ধনীদিগের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন, উন্নতি হইবেই।

এইত আপনার সুযোগ ও সুসময়। জাতীয়বন্ধন কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভ্রমণ করুন ও তথাকার ব্যবসায়, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও নূতন আবিষ্কারের অধ্যয়নে নিজেকে ব্যাপৃত রাখুন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও আদর্শবাদের দিকে অগ্রসর হউন। সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া উহাতে সুযুক্তি পূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করুন। নুতনতম ব্যবসা আরম্ভ করুন ও খুব বিস্তারতার সহিত উহা বিজ্ঞাপিত করুন। অট্টালিকা, বাগিচা ও জমিদারী ক্রয় করিয়া মনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করুন।

ইহাইত আপনার উপযুক্ত সময়, মনের দুর্ব্বলতা ও রোগ বিদূরিত করিয়া উহাতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ করুন। এমন পুস্তক রচনা করিবেন যাহা পাঠে সকলে চমৎকৃত হইয়া যায়। প্রভাবশালী ও আকর্ষণ পূর্ণ ফিল্ম প্রস্তুত করুন। নূতন ও মৌলিক বিচারধারা তীব্রতার সহিত বিস্তার করিয়া সংসারের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক, লেখক, বৈজ্ঞানিক ও সম্পাদকগণের সহিত আলাপ পরিচয় করুন। দর্শন, ইতিহাস ও আধ্যাত্ম এবং সায়েন্সের পুস্তক পাঠ করুন। এখন নেশায় মত্ত হইয়া থাকিবার সময় আপনার নয়। গণিকাদিগের সহিত ঘৃণিত জীবন যাপন করিবার সময় নহে। নিজের বিবাহ ইত্যাদিতে মশগুল হইয়া থাকিবার এখন আপনার সময় নহে। ইহা জাগরণের যুগ। এই যুগেতেই আপনি

ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবেন এবং মনের ক্ষেত্রে গৌরবের বীজ বপন করিবেন, পৃথিবীর তীব্র গতিকে বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

সপ্তাহে একদিন ছুটী উপভোগকরা আপনার বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যহ অবিশ্রান্ত ভাবে এক বিষয়েই মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিলে, ক্রমান্বয়ে উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ছুটির দিন আপনার মনকে পূর্ণ স্বাধীনতায় সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দিবেন। সেই দিন সামান্য একটু প্রমোদ ভ্রমণও করিবেন এবং জীবনকে আনন্দের আওতায় ফেলিয়া শান্তির পরশ পাইতে দিবেন। ছুটী শক্তির জননী। সংসারে এরূপ পরিশ্রমীর সংখ্যা খুবই বেশী, যাহারা ছুটীর আশায় বাঁচিয়া থাকে এবং এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম যাহারা ছুটীর কোনও মূল্য বুঝেনা। ইহাদের মনের মেশিন রাত দিনই খাটিতে থাকে। ইহার ফলে পরিনামে উহার কল-কব্জা এরূপভাবে ভগ্ন ও বন্ধ হইয়া যায়, যাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে আকাশ পাতাল এক করিতে হয়, তথাপিও কোন ফল হয়না।

ইহাই তো আপনার সুযোগ, মনকে উৎসাহিত করুন। উৎসাহ শত শত গুণের উৎপত্তির মূল রহস্য। উৎসাহ দ্বারা কঠিন হইতে কঠিনতর সমস্যা সমূহের সমাধান হইয়া যায়। উৎসাহ দ্বারা হৃদয় সর্ব্বদা উদ্দীপিত থাকে। বয়স অধিক হওয়ার জন্য মাথার চুল পাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উৎসাহী হৃদয় সমভাবেই থাকে। লজ্জাশীল ব্যক্তির কোথাও সম্মান নাই।

ঘুমন্ত সিংহ অপেক্ষা যে কুকুর ডাকিয়া বেড়ায় তাহার দ্বারা অধিক কার্য্য হইয়া থাকে।

আপনি যদি মানুষ হন তাহা হইলে জীবনের প্রতি শ্বাসের সহিত

অগ্রসর হইতে থাকিবেন। দুঃখের প্রখর রৌদ্রতাপে ঝলসিত মরুপ্রায় হৃদয়ে সুখের নির্ঝরিণী বহাইয়া দিবেন। মৃত্যুর ভিতরেই জীবনের ভিত্তি স্থাপন করুন। আপনার ভিতরে ব্রাহ্মণের ন্যায় ত্যাগ ও অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষার্থ থাকা চাই। আপনার দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি বিপত্তি সকলের ভিতর গভীর আকর্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। আপনার কঠিনতম কার্য্যে ও বলিদানের অপ্রতিহত আহ্বানে এবং কণ্টকাকীর্ণ পথে সফল যৌবনের অন্বেষন করুন। জীবনে ইহাই আপনার অক্ষয় বল।

তুমি আপন রাস্তার উপর একাকীই অগ্রসর হও। স্বপ্নবিভোর প্রাণীর ন্যায় ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অতি উচ্চ ও দুর্গম পথ সমূহও উত্তীর্ণ হইয়া নিজ লক্ষের প্রতি অগ্রসর হও। পথের উপর দুঃখ কষ্টের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও মুষড়াইয়া পড়িয়ো না। নিজের সঙ্কটের কথা জঙ্গলের বৃক্ষ গুলিকে শুনাও। এই প্রকারে নিজের স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া অগ্রগামী হইবার কালে যদি সংসারের সমগ্র মানবজাতি তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। কণ্টক পদদলিত করিয়া নিজের পদ নিজ রক্তে রঞ্জিত করিও, যাহাতে তীক্ষাগ্র কণ্টকও তোমার রক্তে সিক্ত হইয়া কোমল হইয়া পড়ে এবং তোমার অগ্রসর হইবার কালে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে না হয়।

বর্ত্তমানের মুল্যের নিকট ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও অতি নগন্য। বর্ত্তমানের শক্তির দ্বারাই তোমার শূন্য উদ্যানে বসন্ত ঋতুর সঞ্চার হইবে। রং বেরঙের ফুলে তোমার সংসারের উদ্যান ভরিয়া উঠিবে এবং তাহা হাজার হাজার ভ্রমর আসিয়া আনন্দে নৃত্য ও গুঞ্জন মুখরিত করিয়া তুলিবে। নিরাশা কেন?

নিরাশাই পতন, আশাই উত্থান।

স্ত্রী

বিন্ধ্যাচলের সৌন্দর্য্যময় পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে একবার হঠাৎ আমার সহিত একজন মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়। আলাপ প্রসঙ্গের সময় তিনি বলিলেন "স্ত্রী কালসাপিণী, তুমি সর্ব্বদা উহা হইতে দূরে থাকিবে।"

"যদি তুমি আত্মার উন্নতি চাহ, ধর্ম্মেতে বিশ্বাস কর, ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা থাকে তো স্ত্রীজাতি হইতে সর্ব্বদাই তফাৎ থাকিবে। ইহা ঈশ্বরের অপবিত্র সৃষ্টি।"

"কাঞ্চন এবং কামিনী তিক্ত লতার ন্যায়, শত্রু সাবধান করিয়া মারে, কিন্তু ইহারা হাসিয়া খেলিয়া মারে।"

আমি মহাত্মাজীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উহার চরণধূলি মস্তকে লইলাম।

ইহা প্রায় ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় আমি যৌবনের বাসন্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। সেই সময়ই আমার জীবনে কালবৈশাখীর ন্যায় মহাত্মাজী উদয় হইয়া সুখকর কল্পনা সমূহ উলট-পালট করিয়া দেন। আমি ইহা এখনও বুঝিতে পারি নাই, যে উহা

মহাত্মার উপদেশ না দুর্ব্বাশার অভিশাপ। দেহের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইতে লাগিল ও আমার মধুর জীবন প্রলয়ঙ্কর শঙ্করের ভয়ঙ্কর তাণ্ডবনৃত্যে পরিণত হইয়া গেল। এরূপ অবস্থা হইল, যে স্ত্রীলোক দেখিলেই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতাম। মহাত্মাজীর কৃপায় আমি ভীষণ স্ত্রীদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। এইরূপে বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, জীবনে কতই ঝড় ঝাপটা আসিয়াছিল ও চলিয়া গেল, তবুও স্ত্রীলোক যে কি বস্তু এবং উহার যে কি শক্তি, বুঝিতে পারিলাম না।

কবে বুঝিলাম? যখন সে আমায় কালের করালগ্রাস হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিল। কষ্টের ভয়ানক অন্ধকারে সে আমার জীবনে তাহার প্রকাশের মহান তত্ত্ব ভরিয়া দিল। উহার রূপ ও সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে প্রেমের বীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

হ্যাঁ সেইদিন আমি, স্ত্রী যে কি তাহা জানিলাম। স্ত্রী ও তাহার শক্তি যে কি তাহাও বুঝিলাম। যদি বিন্ধ্যাচলের স্ত্রীদ্রোহী মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম—মহাত্মন্ যদি আমি স্ত্রীলোক না দেখিতাম, তাহা হইলে স্বর্গ যে কি তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

দেবদেবীর পবিত্রতা কি বস্তু এবং যদি স্ত্রীলোক না দেখি তাহা হইলে কিরূপে ভক্তির মর্ম্ম জ্ঞাত হইব? ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম কি, আত্মবিসর্জ্জন কাহাকে বলে, নিঃস্বার্থ প্রেম, ত্যাগ এবং তাহার স্বরূপ কি? যদি উহার সৌন্দর্য্য ও রূপ না দেখি, তাহা হইলে কেমন করিয়া জানিব, অপ্সরা কিন্নর এবং গন্ধর্ব্ব যে সঙ্গীতে আলাপ করে সে সঙ্গীত কিরূপ মধুর? স্ত্রী হইতেও দেখিবার শুনিবার ও শক্তি সঞ্চার করিবার অধিক আর কি আছে?

ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও উন্নতির জন্য স্ত্রীই আদর্শ, তাহা হইতে আর কি উৎকৃষ্ট থাকিতে পারে ?

স্ত্রীলোক অতল অশ্রুবারিধি দ্বারা সংসারের হৃদয় সেইরূপ ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে প্রকারে সমুদ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীর রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রভাবে নয়নে নেশার আবেশ লাগে। সংসার তখন অতি সুন্দর অনুভব হয়। মানবের মুখশ্রীতে দেবভাবের স্ফুরণ হয়। জীবন আকর্ষণ শক্তিতে ভরিয়া যায়। দুঃখ কষ্ট পূর্ণ রাত্রি সুখস্বপ্নেই কাটিয়া যায়।

রমণী, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আঁধারে উজ্জ্বল তারকা। সে জীবন পথের বিশ্রাম ছায়া, ভবসাগরের তরণী, নরলোকের মুক্তি ও স্বর্গের সৌন্দর্য্য লালিমা। স্ত্রীকে ভুলিয়া যাওয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করা।

নারী জাতির নেত্রে ঈশ্বর দুইটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে সংসারের পথভ্রষ্ট ব্যক্তি উহারই আলোকে পথ অন্বেষণ করিয়া লইতে পারে। নারী একটী সুমধুর কল্লোলিনী তরঙ্গিণী, যাহাতে মানুষ চিন্তা ও দুঃখের কবল হইতে নিস্তার পায়। নারী সর্ব্বগুণান্বিতা ও মনুষ্যজাতির অতুল সম্পত্তি।

স্ত্রীজাতি লইয়াই জীবনে ত্রিবেণীধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহার মৃদুমধুর হাস্যে জীবনের সমস্ত অন্ধকার দুর হইয়া যায়। হৃদয়ে সরসতা নৃত্য করে ও জন্মজন্মান্তরের অপবিত্রতা দুর হইয়া যায়।

প্রজাপতির ন্যায় ইতস্ততঃ উড়ন্তশীল কিশোরী আমাদের হৃদয় নিজের দিকে টানিয়া লইতেছে। যদি স্বর্ণের ন্যায় প্রতিমা, কোটী কামের ন্যায় কমনীয় যাহার মুখচন্দ্রিমা, চন্দ্রও যাহা দেখিয়া অধবদন হয় এবং দামিনীর

স্নায়ুশোভাজ্জ্বল বালার প্রতি আমরা আকর্ষিত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, আমরা হৃদয়হীন এবং নিজের অন্তরের শক্তিগুলিকে জাগাইতে অসমর্থ।

স্ত্রীজাতিই সৌন্দর্য্যের রাণী। কেহ রূপের বাতি জ্বালাইতেছে, কেহ নিজ সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধা, কাহারও হাস্যে পুষ্প বর্ষণ হইতেছে, কাহারও মৃদু মধুর হাস্যে হীরামতি ঝরিতেছে। উহাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ও প্রত্যেক শ্বাস, শক্তিতে পরিপূর্ণ।

যখন বিপত্তি আসিয়া তোমায় বেষ্টন করিবে, তখন রমণীর রূপরস পান কর, বিপত্তির ক্লেশ ঘুচিয়া যাইবে এবং তোমার হৃদয় বিপন্মুক্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে।

সঙ্কটে পড়িলে সুন্দরী স্ত্রীর হৃদয় অন্বেষণ করিবে। বিপত্তির মেঘ কাটিয়া যাইবে। ইহা মনে রাখিবে, তারকারাজি আকাশের কবিতা। যদি তারকারাজি আকাশের কবিতা হয়, তবে স্ত্রীজাতিও পৃথিবীর সঙ্গীত। সংসারে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা সুন্দরী সুশীলা স্ত্রীর সমতুল্য। উহাকে চিনিয়া লও এবং উহা হইতে শক্তি সঞ্চয় কর।

স্ত্রীর সৌন্দর্য্য সেইরূপ পুষ্পের ন্যায়, যাহাকে নির্ঝরিণী সর্ব্বদা স্নাত করাইয়া দেয়, চন্দ্রমা যাহার মুখচুম্বন করে এবং শিশির যাহার উপর মুক্তাবিন্দু ছিটাইয়া দেয়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—

"গোলাপ পীত হইয়া গিয়াছে, উহার সৌরভ বাতাসে উড়িতেছে। কেন? গোলাপ ঈর্ষার জন্যই বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সৌরভ উহার

রোদন, কেননা রাজকুমারী জেবউন্নিসা নিজ অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়াছেন। এজন্য গোলাপের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দর্শনে তোমার হৃদয় সেইরূপ প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, যেরূপে তুষারাচ্ছাদিত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ঊষা আগমনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আপনি দেবতাদের ইতিহাস পাঠ করুন, শাস্ত্রের পৃষ্ঠাও উল্টাইয়া যান, কাব্য সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করুন এবং উপন্যাস ও নাটকের সমুদ্র মন্থনও করুন, সকলের ভিতরেই স্ত্রীশক্তি সূর্য্য কিরণের ন্যায় ঝলমল করিতেছে।

দেখুন সীতা হারাইয়া ভগবান রামচন্দ্র পাগল হইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বৃক্ষ, লতা ও পশু পক্ষী সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"হে খগ মৃগ, হে মধুকর শ্রেণী,
তুম দেখি সীতা মৃগনয়নী ?"

অর্থাৎ "হে খগ মৃগ, হে মধুকর শ্রেণী, তোমরা কি মৃগনয়নী সীতাকে দেখিয়াছ ?"

কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস সুন্দরীদিগের ইতিহাস। কত বলি কত বা আর লিখি; লেখনীতে সে শক্তি নাই। ভাব প্রকাশে ভাষা নাই, যাহার দ্বারা স্ত্রীশক্তির গুণাবলী প্রকাশ করিতে সক্ষম হই। স্ত্রী জীবন একটী গূঢ় প্রহেলিকা। উহারা সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং স্নেহ ও সুশীলতার দেবী। এই সকল গুণের দ্বারাই উহারা পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সংসার, জীবন রহস্য এবং প্রেমকে বুঝিবার শক্তি প্রদান করে। সংসারের যে কোনও ভাষা দেখুন, স্ত্রীশক্তির

গুণগানে অর্দ্ধাধিক সাহিত্য মুখরিত। সংসারের যেদিকেই লক্ষ্য করুন, সেই দিকই স্ত্রীর দ্বারা প্রকাশমান। যে স্থান স্ত্রীশূন্য, সেস্থান নরক তুল্য।

পুরুষ যদি সংসারে রাজত্ব লাভ করে, কিন্তু স্ত্রীহীন হয় তাহা হইলে সে হতভাগ্য ভিখারীর তূল্য। উহার পরিবর্ত্তে যদি নির্ধনের সুন্দরী স্ত্রী থাকে, তাহা হইলে সে চক্রবর্ত্তী রাজার তূল্য।

প্রকৃতি স্ত্রীজাতি এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে সে ভালবাসার দ্বারা আমাদের আনন্দ বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং দুঃখ সকল দূর করিয়া দেয়। যদি সংসার স্ত্রীশূন্য হয়, তাহা হইলে উহা এরূপ শূন্য মনে হইবে, যেন একটী মেলা, যাহাতে না আছে ক্রয় বিক্রয়, না আছে কোন মনোরঞ্জনের বস্তু। সংসার স্ত্রীর মৃদুহাস্য ব্যতীত ঐরূপ অসার হইয়া যায়, যেমন শ্বাস প্রশ্বাসহীন শরীর, ফল ফুল হীন বৃক্ষ, শান্তি শূন্য বুদ্ধি ও ভিত্তিহীন প্রাসাদ। যদি স্ত্রী না থাকিত, প্রেমের অস্তিত্ব থাকিত না এবং প্রেমবিনা আনন্দ থাকিত না। সংসারে যদি সুখশান্তি বলিয়া কিছু থাকে, তাহা একমাত্র স্ত্রীর জন্যই।

স্ত্রীকে বুঝিয়া লইলেই সংসারের সৌন্দর্য্যের পর্দ্দা উঠিতে থাকে, তখন আমরা সংসারের চতুর্দ্দিকে কল্পনার প্রকাশ ও কান্তির দর্শন করিয়া থাকি। আমাদের চক্ষু, সৌন্দর্য্যে উতলা হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

আজকাল অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে, স্ত্রী কেবলমাত্র ভোগবিলাসের জন্য এবং পুরুষের পশুপ্রবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্যই উহাদের জন্ম। ইহা অত্যন্ত মূর্খতা। মনুষ্য নাম নষ্ট করিবার ভ্রষ্ট সিদ্ধান্ত মাত্র। আমাদের পতনের মূল রহস্য এই, যে আমরা স্ত্রী ও তাঁহার শক্তি ভুলিয়া গিয়াছি।

স্ত্রী

স্ত্রী সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ জগতের এককোণে পড়িয়া কাঁদিত। স্ত্রীই উহাকে কোলে তুলিয়া মাতৃরূপে স্তন দ্বারা পুষ্ট করিয়া তুলিল। আজ সেই কৃতঘ্ন পুরুষ সমাজ সেই স্ত্রী জাতিকে পদদলিত করিয়া দিতেছে। ঘৃণিত ইন্দ্রিয় লালসাকে চরিতার্থ করিবার জন্য পুরুষসমাজ তাহাদিগকে চরণের দাসী করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ক্রীড়া পুত্তলিকা স্থির করিয়া ইচ্ছামত অত্যাচার করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছি। বিচার করিরা দেখুন, স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা কিরূপ অধর্ম্ম।

স্ত্রী জাতিকে প্রচণ্ডরূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া উহাদিগকে অবমানিত করিও না। ইঙ্গিত দ্বারা উহাদিগকে নৃত্য করাইও না। যে প্রদীপকে সর্ব্বদাই স্বেচ্ছায় নির্ব্বাপিত করিতে পারা যায়, যে লতা মুহূর্ত্তের মধ্যেই ছিন্নবিছিন্ন করিয়া দিতে পারা যায়, তাহার প্রতি অধর্ম্ম কেন, অত্যাচার কেন? স্ত্রী লক্ষ্মী স্বরূপা, শক্তির মহান অংশ। যদি তুমি ঘুমন্ত শক্তি সমুহ জাগ্রত করিতে তৎপর হও, মানুষ হইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রী হইতে আকর্ষণ শক্তি লাভ কর। উহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও হৃদয় দ্বারা জীবনের শক্তি ভাণ্ডার ভরিয়া লও। তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না।

যেস্থানে স্ত্রীজাতির পূজা হয়, সেস্থানে দেবতা বাস করেন। আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ স্ত্রীর পদতলে বর্ত্তমান, উহাদিগের ভিতর দেবতা ও মুণিগণের তেজোময় শক্তি অবস্থিত।"

স্ত্রী শিক্ষা দিতে পিতার তুল্য। সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ দূর করিতে মাতার ন্যায়। একই ভার্য্যা, মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য প্রভৃতি রূপে বহু হইয়া যায়। উহাকে চিনিলেই সংসার অমরাবতীর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আকর্ষণ শক্তি

তুমি টেরেন্স ম্যাকস্যুইনী'র এই বাণী কখনও ভুলিও না, ইনি বলিয়াছিলেন "যখন আমরা কোনও মহৎকার্য্যে নিজে অথবা কাহাকেও উৎসাহিত করিতে চাই, তখন সেই সকল বীরঙ্গনা ও বীর্য্যবান পুরুষের উদাহরণ দর্শাইয়া থাকি, যাঁহারা শৌর্য্য ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বক্ষে সাহস সঞ্চয় করিয়া দৃঢ় পদে যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইয়া থামেন নাই। ইহা আমাদের কম লজ্জার বিষয় নহে, যে আমরা বীর পুরুষদিগের জীবনী খুব অল্পই জানি এবং তদোধিক লজ্জার বিষয় এই যে, আমরা বীরাঙ্গনাদের জীবনী ও কার্য্যাবলী অবগত নহি বলিলেও হয়।"

যদি তুমি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুভাবে কটাক্ষও করিয়া থাক তাহা হইলে জানিবে, তুমি পরমাত্মার ক্রোধই জাগ্রত করিতেছ এবং নিজের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছ।

জ্ঞান লোক সুন্দর ও অমর রহিয়াছে। উহার ক্ষণিকপ্রভা নারী জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়। নারীর সৌন্দর্য্য ও রহস্য তোমার চক্ষুকে আনন্দে দীপ্তিত করাইয়া দিবে ও তোমাকে অতি সুন্দর দেখাইবে।

তুমি স্ত্রীকে ভুলিওনা। স্ত্রীশক্তিকেও ভুলিওনা। নারীজাতি শক্তির দেবী, উহাকে চিনিয়া লও।

মনুষ্য ধর্ম্ম

মনুষ্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্ম্ম মনুষ্য সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই ধর্ম্ম। সদাচার এবং আত্মপ্রিয়তার নামই ধর্ম্ম। প্রেম এবং বিশুদ্ধ স্বভাবের নাম ধর্ম্ম। যদি মানুষ মানুষের সহিত যুদ্ধে ও দ্বন্দ্বে এবং বাক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহার অর্থ এইরূপ যে, মূর্খতার দিক দিয়া জয় লাভ করিতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম ও জ্ঞানের দিক দিয়া পরাজিত হইতেছে। এক পথে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অন্য পথে অমৃত হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আত্মার উন্নতি সাধন করা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা। সংসারের প্রত্যেক ধর্ম্মই এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সেই জন্যই যে ধর্ম্ম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মোন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে, তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কখনও বলা যায় না।

অনেকেই মনে করেন, ধর্ম্ম জঙ্গলে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেই আমরা ভগবান লাভ করিব, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সংসারে সত্যের সাহায্যে সমস্ত কর্ম্ম নির্লিপ্তভাবে সম্পাদন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

আকর্ষণ শক্তি

সংসারের ভিতর এমন হাজার হাজার মহা পুরুষ (!) আছেন, যাঁহারা উর্দ্ধবাহু হইয়া থাকেন। কেহ তীক্ষাগ্র লৌহ ফলকের উপর শয্যা রচনা করিয়াছেন, কেহ মস্তক অবনত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বিরাজমান, অনেকেই আফিং গাঁজা, সিদ্ধি এবং চরসের নেশায় চেতনা হীন হইয়াছেন, ইহারা সমাজকে জানাইতেছেন, যে আমরা আপনা হইতেই সৃষ্ট। যদি ইহা বিচারপূর্ব্বক লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিব, এই সকল মহাত্মারা (!) শরীরকে অস্বাভাবিক উপায়ে কষ্টই দিয়া থাকেন। এই সকল কৃচ্ছতা সাধনকে "ধর্ম্মের নামে রেকর্ড ভঙ্গ করা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্রোহ। ইহারা শারীরিক ক্লেশ ও আড়ম্বরকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

ইহারা নৈতিক দুর্ব্বলতাকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন। জীবনকে পবিত্রতার নামে ঘৃণিত পীড়িত ও অসহনীয় করিয়া দিতেছেন। শরীরকে কৃচ্ছ সাধন দ্বারা ক্লেশ দেওয়াই তপস্যা মনে করেন এবং আত্ম মন্দিরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের নামে সমাজ সমাজের মধ্যে, মানুষ মানুষের মধ্যে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বাঁধাইতেছে।

অন্য দিকে দেখুন, মানুষ নিজ নিজ সমাজের জন্য অন্যের তোষামুদি করিতেছে। একজনকে সেইরূপ করিতে দেখিয়া অন্যে ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়া সংঘর্ষ বাঁধাইয়া নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। এই কারণে আমরা মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে পৌঁছিতে অসমর্থ। যে কালে সমস্ত সংসার অগ্রসর হইতেছে, সেইকালে আমাদের সমাজ পতনের

দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। আমাদের বুদ্ধির উপর এরূপ তুষার পাত হইয়াছে যে সাধারণ কথাও আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা ভুত প্রেতের উপর বিশ্বাস করিতেছি এবং কীট পতঙ্গাদির আরাধনা করিতেছি। আমরা এখনও ইহা মনে করি, যে গাছের উপর জল ঢালিলে, পাথরের উপর ফুল চাপাইলে, ভগবান আমাদের জন্য স্বর্গে একটি সুন্দর সিংহাসন পছন্দমত স্থির করিয়া রাখিবেন।

ইহা সময় নষ্টকর বৃথা আড়ম্বর মাত্র। এই সকল ভ্রান্ত ধারণা ও কার্য্যের জন্যই আমরা বিশেষ করিয়া পতিত হইতেছি। যাঁহারা আমাদের শিরোমনি ছিলেন এবং আমাদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা আজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া হীন ব্যবসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, এমনকি সূপকারের কার্য্যও অনেকে করিয়া থাকেন, অফিসের কেরাণী, দারোয়ানী, মজুরী করিতেও বাদ যাননা। ধৰ্ম্মের অন্ধকার আমাদের সমাজের উপর ঘন কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। আজ আমাদিগকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। আমাদের ধৰ্ম্মের এই প্রকার সঙ্কীর্ণতার উপর ক্ষেদ প্রকাশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "হিন্দুদিগের ধৰ্ম্ম বেদেও নাই, পুরানেও নাই, ভক্তিতেও নহে, মুক্তিতেও নহে, তবে কোথায়? ভাতের হাঁড়ির মধ্যে। আজকাল ছুঁৎমার্গই ধৰ্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ক্ষুধার্ত্তের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া ধরিতে পারেন না, তাঁহারা কি প্রকারে মুক্তির আশা করিতে পারেন? যাঁহারা অপরকে ছুঁইয়া নিজেরা অশুদ্ধ হইয়া যান, তাঁহারা কি প্রকারে অপরকে মুক্তি দান করিবেন? স্বার্থ সকলকেই পিশাচ করিয়া রাখিয়াছে"।

আকর্ষণ শক্তি

"আমরা যত দিন না অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদিগের নিকট অসম্ভব।

স্বার্থ আমাদিগকে যে রূপে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, উহার মূল প্রেরণা একমাত্র পশুদিগের ভিতরই দেখা যায়। কিন্তু যাহা আমাদিগকে ত্যাগ ও তপস্যার দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই মনুষ্য ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মতত্ত্বকে লইয়াই মানুষ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মহামানব হইয়া যায় এবং সেই মানব অন্যান্য দেশে, সমাজে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত একতা বোধে বাস করিয়া থাকে। উহার আত্মা জগৎবাসীর আত্মার সহিত মিলিত হইয়া সত্যধর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকে। তিনি নিজের পবিত্র বিচার দ্বারা সকলকে একতার সূত্রে গ্রথিত করিয়া, নদী যেরূপে পরিশেষে সাগরে মিলিত হইয়া মহাসাগর হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও মহা মানবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সময় তিনি সফলতার উচ্চ শিখরে উঠিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান হন। উঁহার চরণে মানী মান সমর্পণ করিয়া দেয়, ধনী ধন এবং বীর্য্যবান আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ এই মহামানবতা লাভ করিয়া, নাভা, চণ্ডাল, মুসলমান, জোলা, ভক্তকবীর প্রভৃতিকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। সেদিন এই মহামানবের সম্মুখে বিরোধীদিগের অন্তর বিদ্রোহের দাবানল লাগিয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। সমাজের দাহনকারী জ্বালায় নিজেদের শরীর ভস্ম করিয়া শ্মশান সদৃশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

একদিন মহাত্মা ঈশা এই মহামানবতা লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন

মনুষ্য ধর্ম্ম

"আমি ও আমার পিতা এক, কেননা তাঁহার মঙ্গল কামনা মনুষ্য মাত্রেরই উপর এক ছিল।"

একদিন মহাত্মা বুদ্ধ এই মহামানবতা দর্শন করিয়া সংসারকে বুঝাইয়াছিলেন "তুমি মনুষ্য মাত্রেই হিংসা, বাধা এবং শত্রুতা শূন্য মিত্রতা স্থাপন কর। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ঘুমাইতে এই মিত্রতার প্রবাহমান স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দাও, উহাই তোমার কল্যাণের অমৃততত্ত্ব"।

আসলে জীবন দেবতাকে জীবন হইতে বিছিন্ন করিলেই দুঃখ এবং বিপত্তির মেঘ মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। জীবন দেবতাকে জীবনের সহিত মিলাইলেই আমাদের হৃদয়ে মুক্তির আনন্দ স্রোত উছলিয়া পড়ে এবং আমরা তখন মনুষ্য মাত্রকেই প্রেমের চক্ষে দেখিতে থাকি। যে প্রকারে বায়ূস্পর্শে অঞ্চল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া নব নব রূপ ধারণ করে, সেই রূপে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সংসারের মানচিত্র নব নব আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমরা প্রেমসাগরে ডুব দিয়া নিজেদের কায়া পালট করিয়া লই। সেই সময় আমাদের মনে হয় সংসার কত সুন্দর সরস ও মনোহর। ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন—"যখন আমার কিছু কিছু জ্ঞান হইল, তখন হস্তীর ন্যায় মদান্ধ হইয়া গিয়াছিলাম এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অহংকার করিতাম, কিন্তু পরে যখন আমি বিদ্বান ও মহৎলোকের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলাম তখন আমার অহংকার জ্বরের ন্যায় ছাড়িয়া গেল। বুঝিলাম, আমি অতি মূর্খ।"

আজকাল কতকগুলি অন্ধশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তির ইহাই ধারণা, যে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহাদিগের ভিন্ন আর কাহারও নাই। ইহাতে সন্দেহও নাই যে আমাদিগের ধর্ম্মের নেতৃত্ব ভার উহাদিগেরই

হস্তে বহুদিন হইতেই অর্পিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই কারণে কি বর্ত্তমান কালেও তাঁহারা আমাদের দেশের ধর্ম্মের নেতা হইয়া থাকিতে সমর্থ হইবেন? যতই তাঁহারা ধর্ম্মের নেতৃত্ব করিবার চেষ্টা ও চীৎকার করুন, ততই তাঁহারা জনসমাজের দৃষ্টিতে হীন হইয়া পড়িতেছেন। কোনও ধর্ম্মের একই রূপরেখা ছিলনা ও কখনও হইবেনা। সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে সকল ধর্ম্মকেই প্রাচীন সংস্কারের শৃঙ্খল শিথিল করিতে হয় এবং নতুন করিয়া নিয়ম কানন গঠিত করিতেও হয়।

অন্ধবিশ্বাসী ধর্ম্ম মানুষের পক্ষে অহিফেনের ন্যায়। রুস, ফ্রান্স, টার্কী, স্পেন, প্রভৃতি দেশসমূহ অনেকদিন যাবৎ ইহার নেশায় ডুবিয়াছিল। যখন জাগিয়া উঠিল, তখন তাহারা অন্ধকারময় দুর্গন্ধবিশিষ্ট ধর্ম্ম যুগকে নিমেষের মধ্যেই বিধস্ত করিয়া ফেলিল এবং একটী নুতন যুগের সৃষ্টি করিল, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিল, প্রাণের স্পন্দন ও সত্য ধর্ম্মের উদারতা।

অন্ধ বিশ্বাসী ধর্ম্ম পরলোকের মিথ্যার সবুজ বাগিচা দেখাইয়া সরল মনুষ্যদিগকে উপস্থিত জীবনে সন্তোষের সহিত শুষ্ক ও বাসী আহার্য্য ভক্ষণ করিবার উপদেশ দিয়া থাকে। কাল্পনিক স্বর্গের লোভ দেখাইয়া গরীবের কুটীরে নরক আনয়ন করে এবং গরীবের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লয় ও কিছু অর্থাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বর্গের পাশপোর্ট প্রদান করিয়া থাকে। অন্ধ বিশ্বাসী ধর্ম্মই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে অধর্ম্মের আবর্জ্জনা ছড়াইয়া দিয়াছে।

নদী অথবা পুলের নীচে যখন 'নরবলি' প্রথা সমর্থন করা যায়, তখন ধর্ম্ম যথার্থই বিষবৎ হইয়া যায়। ধর্ম্মের নামে বহু শতাব্দী হইতেই

দেবদাসী প্রথার চলন, দেবদেবীর বলির নামে পশু হত্যার চলন ও তীর্থে পাপকার্য্য প্রভৃতি ব্যাভিচার ও ভ্রূণহত্যা দেখিয়া, ধর্ম্মজীবি পুরোহিতদের পাপ কীর্ত্তি শুনিয়াও, এইরূপ ধর্ম্মকে নৈতিক জীবনের সংরক্ষক বলা হইতে অধিক ভুল আর কি হইতে পারে ? যে স্থানে ধর্ম্মের নামে যত বেশী ডঙ্কা বাজান হইয়া থাকে, সে স্থান তত বেশীই ভূয়া দেখা যায়।

জারের ন্যায় অত্যাচারী শাসক ও রাসপুটিনের ন্যায় মদ্যপায়ী দ্বারা ধর্ম্মের নামে প্রজাদিগের উপর অত্যাচারের জন্যই রুষে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। জারের সময়ে সমাজের অন্ধ বিশ্বাস দেখিয়া মহাত্মা টলষ্টয় বলিয়াছিলেন "আমি পাদরীদের বিরুদ্ধে না নামিয়া থাকিতে পারি না, কেননা ইহারা মূর্খ ও অশিক্ষিত সমাজের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়া উহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

ধর্ম্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাসী ধর্ম্মযাজক জাতির উপর ভীষণ রূপে অত্যাচার করিয়াছে। যদি মহামান্য ভারত সরকার ভারতের সতীদাহ প্রথা নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে আজ বিধবা হইলে প্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাও উহার গ্রাস হইতে নিস্তার পাইত না। ধর্ম্মের দ্বারা মানুষ কি চায় ? সুখ শান্তি, না অশান্তি ও দুঃখের হাহাকার ?

আজ আমাদের দেশ, বিধবার হাহাকারের অনলবর্ষী দীর্ঘশ্বাসে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে, গণিকার নিত্য নূতন হাট বসিয়া যাইতেছে এবং পণ প্রথার সর্ব্বনাশী গ্রাসে পতিত হইয়া কত কুমারী অবিবাহিতা অবস্থার দুঃখময় আবেষ্টনে বিফল জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাহাদের আমরা অস্পৃশ্য বলি তাহারা বিধর্ম্মী হইয়া যাইতেছে।

হে ধর্ম্ম ধুরন্ধরগণ, ইহাই কি তোমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম? তোমরা এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছ না কেন?

সত্য বলিতে গেলে অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসই সব চেয়েও বেশী মানুষের রক্ত পান করিয়া থাকে। মনুষ্যকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা, এমন কি উহাদের মনকেও অসহায় করিয়া রাখার সর্ব্বাধিক দায়িত্ব উক্ত ধর্ম্মেই নস্ত্য রহিয়াছে। যখন কোন দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায়না, তখন সেই দেশ কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্তার পায়না, উপরন্তু নানা প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, সমাজ শৃঙ্খলহীন হয় এবং ব্যভিচার ও অনাচার বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে। নিজেকে কখনও পতিত হইতে দিবে না, কেননা প্রত্যেক মনুষ্য নিজেই নিজের বন্ধু ও শত্রু।"

তুমি ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদের নিজ রক্তে তর্পণ করিওনা। যে প্রকারে বদ্ধ জলার উপর মশকদল উড়িয়া থাকে ও ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্য সমাজও সেই প্রকারে কল্পনার প্রবাহে নিরর্থক প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং নিজের ভ্রাতাগণের উপর পীড়া, বেকারত্ব, দুঃখ কষ্টের পাথর চাপাইয়া দিতেছে।

দুর্গন্ধ অন্ধকারময় গলির ভিতর হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। ইহার পরিণাম এতই ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক

যাহার জন্য মানব সমাজ আজ উন্নতির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন যদি এই অন্ধ বিশ্বাসের অত্যাচার সমাজ হইতে দুরীভূত করা না হয়, তাহা হইলে একদিন সামাজিক বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধের প্রজ্বলিত অগ্নি সমাজে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। যদি সেকেন্দারের ন্যায় কোনও শক্তিবান পুরুষ নিজ প্রতাপের দ্বারা অথবা বিনয়তার বলে মানুষের মধ্যে কাল সর্পের ন্যায় ধর্ম্ম ভাষা ও জাতীয় ভেদ ভাবকে বিদুরিত করিতে পারে, তাহা হইলে অদ্যই মানব সমাজের সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব তিনিই জানেন, যিনি কর্ম্ম মন ও বাণীদ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই মঙ্গলের জন্য তৎপর এবং বিশ্বপ্রেমী। যতদিন আমাদের অন্তঃকরণে সাম্য ভাবের জ্যোতি উদ্ভাসিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প, উদারতা এবং সঙ্ঘশক্তির চিন্তা বদ্ধমূল হওয়া কঠিন। সিদ্ধ বীজ যেরূপ মাটিতে রোপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার জ্ঞান বুদ্ধি রূপ অগ্নির দ্বারা অধর্ম্ম ভস্ম হইয়া গেলে আর সে আত্মায় স্থান পায় না।

ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও মতান্তরের জন্য সংসারে কতই রক্তস্রোত বহিয়া যাইতেছে, ঈর্ষা এবং পশুত্ব কত দ্রুতগতি বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহার কল্পনা কেহ করিতে পারে কি?

ধর্ম্মের সিদ্ধান্তের জন্য দুনিয়ায় ভয়ানক ভ্রম ও ভীষণ অত্যাচার হইয়া থাকে। সারা জীবনের পাপকীর্ত্তি সওয়া পাঁচ আনার গোদান করিয়া স্খালন করিতে চায়। হাজার পাপ কার্য্য করুন, একবার রামনাম জপ করিলে উদ্ধার হইবেন। গঙ্গাস্থান ও তীর্থ যাত্রা প্রভৃতি মোক্ষ-

দায়কত বলিয়া বুঝিয়া লন। উপবাসের পালাই চলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান নিজেদের মধ্যে কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে। সিয়াসুন্নীর দাঙ্গা লাগিয়াই আছে, সমাতন ও আর্য্য সমাজের সঙ্ঘর্ষ—আর কত লিখিব—নিজেদের অন্তঃপুরেই ধর্ম্মের দ্বন্দ লাগিয়া রহিয়াছে। ইহা কত বড় অপরাধ! যে দিন মনুষ্যকৃত বহু ঈশ্বরের সমাপ্তি ঘটিবে, সেইদিন আমরা শুদ্ধআত্মা ও পবিত্র হৃদয় লইয়া সত্য ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ হইব। সেদিন কোনও জাতির নিজের ধর্ম্ম থাকিবেনা। সেই দিন মানব ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা করিবেনা, করিবে বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা। তখন মনুষ্য সমাজের মাঝে কোনও নবী, রসুল অথবা অবতারের উদয় হইবে না। মানুষ নিজেরই আত্মায় ঈশ্বরকে অনুভব করিবে। কর্ণে শুনিয়া নয়, চক্ষে দেখিয়াও নহে, নিজের আত্মায় উহার প্রকৃত প্রেরণা অনুভব করিতে থাকিবে। প্রেম সদাচার এবং সদ্বিচারই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ।

দুঃখ কি? দুঃখ পাপের পরিণাম নহে, উহা মনুষ্যের অজ্ঞানতার কুফল।

আত্মা বন্ধনের বন্দী হইয়া আছে, যদি উহার বন্ধন কাটিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আত্মার প্রকাশমান জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে বিলম্ব থাকে কি?

"আবশ্যকতা অবিষ্কারের জননী" এই প্রবাদটী সংসারের ইতিহাসের ন্যায়ই পুরাতন। সংসারের ইতিহাস ইহাই বলিয়া থাকে। যে প্রকার আবদ্ধমান জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে যেদিকে পথ পায় সেইদিকেই নিকাশ হইয়া যায়, সেই প্রকার সময়ের আবশ্যকতাও আপানার পথ

প্রস্তুত করিয়া অভাব পূরণ করে। মনুষ্য হৃদয়ে একবার প্রবেশিত ভাব কখনও নষ্ট হয়না, তাহাকে কিছুকালের জন্য চাপিয়া রাখা যায় বটে, কিন্তু সময় পাইলে যে প্রকার ছাঁটা বৃক্ষ দ্বিগুণ বেগে ডালপালা বিশিষ্ট হইয়া গজাইয়া উঠে, সেই প্রকার মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবও সংসারের মধ্যে দ্বিগুণ বেগে উত্থিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

মনুষ্য জাতিকে যদি বিচার পূর্ব্বক দেখা যায়, দেখিব সে সর্ব্বদার জন্যই অনাগরিক। পশুদিগের বাস করিবার জন্য স্থান ও আশ্রয় আছে। মনুষ্যদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য মার্গ দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা পথ নির্ম্মাতা ও মার্গ প্রদর্শক। যাঁহারা ক্লান্ত, তাঁহারা নিজ হস্তেই নিজের চিতা প্রস্তুত করিতেছেন। মানুষ যখন অজ্ঞানতার ফাঁদে বদ্ধ হইয়া আশ্রয় প্রস্তুত করিয়াছে, তখন জ্ঞানশক্তি উহাকে জাগাইয়া সর্ব্বদার জন্যই সুদৃঢ় অজ্ঞানতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছে।

আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই জন্য আমরা বিপদের শৃঙ্খলে বেষ্টিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল দেশগুলিকে দেখুন। তথাকার কেবলমাত্র স্ত্রী পুরুষ নহে, বালক বালিকা পর্য্যন্তও আত্মশক্তি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আত্মগৌরবকে তাহারা প্রাণাধিক ভালবাসে। তাঁহারা বলিতেছেন—"আমরা যাহা চাই, তাহাই করিতে পারি, আমাদের ইচ্ছাশক্তিতে কেহ বাধা দিতে পারেনা"।

কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেরা কি এইরূপ বলিয়া থাকে? ছেলেদের কথা দূরে থাক, আমি জানি অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জমান মাতাপিতাও এরূপ বলেন না।

আকর্ষণ শক্তি

আজ সংসারে মনুষ্যের উপকারের জন্য যতই আশ্চর্য্যজনক অবিষ্কার দেখিতেছি, তাহা যাদুকরের মায়া নহে। উহার আবিষ্কার ধূরন্ধর ধর্ম্মযাজকেরা করেন নাই বা রাজ নীতিজ্ঞরাও নহেন। এ্যারিষ্টাটল্‌ বেকন, রুসো অথবা কার্লমার্কসও ইহার নির্ম্মাতা নহেন। ইহার সৃষ্টি মানুষের আধ্যাত্মিকতা হইতেই, যাহা নদীর ধারার ন্যায় আপনার কল্যাণ মার্গ অন্বেষণে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। শূন্যে দীপ্তিত নক্ষত্রসকল যেমন রাত্রে ক্ষীণ আভায় পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তির মহান বিচারকগণ ইহার চমৎকারিত্বের ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহাদ্বারা আজ মানুষ সুখী এবং আনন্দে পরিপূর্ণ।

মানুষ সর্ব্বদার জন্য মনুষ্যত্বের আকর্ষণ লইয়া পাগল হইয়া রহিয়াছে। উহাদের সম্মুখে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়া গেল, কত মায়ামন্ত্রের চাবিও তৈয়ার হইল এবং ঐ চাবির দ্বারা দুনিয়ার রহস্য ভাণ্ডারের তালা খুলিবার কত চেষ্টাও চলিয়া আসিয়াছে। অন্নবস্ত্রের জন্য নহে নিজের সম্পূর্ণ শক্তির দ্বারা মহামানব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং জটিল বাধা হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য।

মনুষ্যের সকল দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় তাহার চৈতন্যের বিকাশ করা। ধন, জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, মহান কীর্ত্তির সহিত মিশাইয়া দেওয়া। মানুষ হইয়া আরাম কে চাহে? উহাতে স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপর সকলকে মুক্তি দিতে হইবে। সেই সময় মৃত্যুর প্রলয়ঙ্কর ডঙ্কা উহার কর্ণে সঙ্গীত ধ্বনির ন্যায় মধুর লাগিবে। সে অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে আত্মার প্রদীপ জ্বালাইয়া অপ্রতিহত গতিতে সফল মার্গে চলিয়া যাইবে। উহার কৃপায় সেইদিন সমস্ত মানব-সমাজ

একধর্ম্মের, প্রকৃত মনুষ্যধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবে। সেই দিন এই দুনিয়া একটী বিশাল পরিবার রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য নানকাদি মহাপুরুষের সমস্ত ধর্ম্ম মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। যাহাকে সংসারের সমস্ত মানুষ অন্তরের সহিত পালন করিবে। সেই দিন চুরি, মিথ্যা, ডাকাতি, খুন, বিদ্রোহ আদি আধুনিক সমাজের অধার্ম্মিক মহারোগ খুঁজিলেও পাওয়া যাইবেনা। মানুষের মস্তিষ্ক এখন কুপ্রবৃত্তি সকল অন্বেষণে রত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ উহাদিগকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে।

আমাদিগের জন্য সেদিন আসিতে আর বিলম্ব নাই। যেদিন মানুষের সম্মুখে এতই আকর্ষণ কার্য্যের ভীড় লাগিয়া যাইবে যে তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্বে নবযুগের সূচনা হইবে। সমগ্র সংসার পুস্তকের ন্যায় মানুষের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এবং উহার পাঠক বলিবে—"ওহো! আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা কি অদ্ভুত ছিলেন, তাঁহারা একে অন্যকে না বুঝিয়া পরস্পরে বিরোধ বাঁধাইতেন"।

ঈশ্বরকে ভুলিওনা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাস ও দুঃখদাতা ভণ্ডামির ধর্ম্মকে শবযাত্রা করাইয়া দাও। উহাকে রসাতলে পুঁতিয়া দাও, যদি সেখানেও স্থানাভাব ঘটে, তাহা হইলে নির্ভয়ে জ্বালামুখীর উদরে প্রবেশ করাইয়া দাও—যাহাতে উহার ভস্মকণারও সন্ধান না মিলে এবং কণামাত্রও বায়ুর সহিত মিশিয়া তোমার পবিত্র গৃহে আসিতে না পারে।

তুমি মানুষ। মানুষ ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্যই এ সংসারে আসে নাই। মঙ্গলময়ী শক্তি সমূহকে একত্র কর। তোমার মহামঙ্গল হইবে।

আকর্ষণ

এই প্রবন্ধে যন্ত্র মন্ত্র অথবা যাদুর কারিকুরি পাইবেন না। এইস্থানে আমি আকর্ষণ প্রাপ্ত হইবার কয়েকটী সরল পদ্ধতি উল্লেখ করিব, যাহার দ্বারা আপনি জীবন সংগ্রামে সর্ব্বদাই সফলতা লাভ করিবেন।

মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—"তাহার ব্যক্তিত্ব"। যে প্রকারে বিজলীর ক্ষণিকপ্রভা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের কিরণ, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, অরণ্যানীর শ্যামল শোভা, বিচিত্র রংএর বিহঙ্গমকুল ও রমণীর রূপে আকর্ষণ থাকে, সেই প্রকার মনুষ্যের ভিতর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত উন্নত ও প্রভাবশালী হইবে, তাহারই আকর্ষণ ততই তেজস্বী ও প্রিয় হইবে।

ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে? ব্যক্তিত্বের অর্থ আপনি 'স্বয়ং'। ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তরের শক্তির তেজস্বীপ্রভা। উহার দ্বারাই মানুষ স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপরের উপর আপন ·প্রভাব বিস্তার করে।

শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টাও হন। উহারা দেখেন, শুনেন, এবং সৃষ্টি করেন। সকলেই দেখিয়া ও শুনিয়া

থাকেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ও ইহাদের সহিত আকাশ পাতাল তফাৎ। ইহাদের দেখা ও শুনার ভিতর গভীর আন্তরিকতা আছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যাহা তুচ্ছ, ইহাদের নিকট তাহা অমূল্য।

উচ্চ ব্যক্তিত্ব মানবকে অমর হইবার অমৃত পান করাইয়া থাকে। উচ্চ ব্যক্তিত্ব যদি লতা পত্র নির্ম্মিত কুঁড়ের ভিতর লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলেও উহার আত্মিক প্রকাশে কুঁড়ে-ঘর সুবর্ণময় প্রাসাদ অপেক্ষাও সুন্দর হইয়া যায়। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি মহানির্ভীক হইয়া থাকে। উহারা স্নেহের দ্বারা বালকদিগের সহিত বালক হইয়া যান এবং ন্যায়ের আসনে বসিয়া শত্রুকেও সম্মানিত করিয়া থাকেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের ইহাই মুলমন্ত্র এবং এই মুল-মন্ত্রের মহত্বের দ্বারা মানুষ মহান হইয়াছে।

সেই সকল স্ত্রী পুরুষ সত্যই ভাগ্যহীন, যাহারা সংসারে প্রকাশ লইয়া আসেন এবং অন্ধকারের সহিত ফিরিয়া যান, কিন্তু দুনিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এমন কিছুই রাখিয়া যাননা, যাহাতে পুনরায় তাহাদের জীবনী হইতে আকর্ষণ কিরণ বিকীর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার মনুষ্যের উপর সংসার সম্মানের বোঝা চাপাইয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা মৃতের শোভা বর্দ্ধনই করা হয়।

সিংহ নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারা জঙ্গলে রাজত্ব করিয়া থাকে। আজকালকার জীবনে আমরা নিত্যই ফেল হইতেছি, তাহার একমাত্র কারণ, যে আমরা নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছি এবং পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছি।

আকর্ষণ শক্তি

আপনি জানেন কি? মানুষ কোথা হইতে মহান ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আমার বিজ্ঞান বলিতেছে—চরিত্র বল হইতে।

জীবনের সজীব এবং মনোহর প্রকাশ—মানুষের উন্নত চরিত্র। মানুষের নিকট উহা অত্যন্ত মূল্যবান, যাহার তুলনায় জগতের সমস্ত বস্তুই তুচ্ছ হইয়া যায়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ, মৃতদেহে জীবন ও দুর্ব্বলের ভিতর শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন। উহার নিকট অগ্নি শীতল হইয়া যায়, সমুদ্র শীর্ণকায়া তটিনী, পাহাড় শিলাখণ্ডে পরিবর্ত্তিত এবং বিষ অমৃত, ভীষণ সর্প পুষ্পের মালা, ও সিংহ হরিণ হইয়া যায়। এইরূপ মনুষ্যের চরণতলে সংসারের আত্মা লুণ্ঠিত হয়, পৃথিবী উহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়া থাকে এবং শক্তি সকল উহাকে বিজয় মুকুট পরিধান করাইয়া দেয়। মানুষ এই শক্তি সমূহকে একত্র করিয়া একদিন নিজ বুদ্ধিবলে সমস্ত সংসারকে চুম্বকের ন্যায় নিজের দিকে টানিয়া লয়।

কি প্রকার আচরণ দ্বারা আজকাল দিন যাপন করিতেছি, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তি কখনও দুঃখে পতিত হন না। মনুষ্যের মূল্য উহার চরিত্রেই। চরিত্রেই উহার আত্মবলের প্রকাশ হইয়া থাকে এবং অপর লোকে এই কথা জানিতে পারে, যে উহার আত্মা কতই বলবান ও কতই শক্তিশালী। ধন, মিত্র, মান এবং আনন্দ চরিত্রবান ব্যক্তি স্বতঃই লাভ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর উহার খ্যাতি দ্বিগুণ ভাবে প্রচারিত হইয়া যায়। চরিত্রবান ব্যক্তি অপরের আদেশ খুব কমই পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার আদেশ অন্যের উপর অত্যন্ত প্রভাবের সহিত চলিয়া থাকে। আমি বলি—তুমি সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গ

করিবে, চরিত্রবান ব্যক্তির চরণ চিহ্নোপরি চলিবে। তোমার মহা মঙ্গল হইবে এবং তুমি কঠিনতার মার্গ সহজেই পার হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির চরিত্র অতি উন্নত, তাহার শরীর হইতে এক প্রকার জীবন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমরা মানব জ্যোতি বলিয়া অভিহিত করি। সাধারণতঃ ইহা এক ফুট ব্যাপিয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং কয়েক ফুট দূরের মানুষ নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যদি আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা উহাকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে সমভাবে বিস্তৃত জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হইবে, কিন্তু জ্যোতিষ্মান ব্যক্তির মানসিক উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইলে, উহা অসাধারণ রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এই জ্যোতিকে প্রত্যেক জাতি কোন না কোন রকমে মানিয়া লইয়াছে। সংস্কৃতে ইহাকে 'তেজস' বলা হয়, মুসলমানে 'নুর', পাশ্চাত্যের বিদ্বান ইহাকে "ম্যাগ্নেটিজম্ বা হিউম্যান ইলেকট্রীসিটী ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকেন।

আপনি প্রায় দেখিয়া থাকিবেন, এমন অনেক লোক আছেন যাহাদের পার্শ্বে বসিলে সুখ শান্তি অনুভব হইতে থাকে। আবার দেখা যায় এমন লোক যাহার নিকট বসিলেই মনে অশান্তি, দুঃখ, ক্রোধ, ঈর্ষা, কুচিন্তা প্রভৃতি আসিয়া উদয় হয়। এরূপ হয় কেন? ইহা সেই মানবীয় জ্যোতির রহস্যলীলা। উক্ত রহস্যময় জ্যোতির কারণে আকর্ষণ বিকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। ইহার দ্বারা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। এই জ্যোতিকে বিশুদ্ধ ও প্রখর করিবার জন্য পবিত্র এবং শক্তিশালী চিন্তার অথবা প্রাণায়ামের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

আকর্ষণ শক্তি

চিন্তার তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী, অতএব যাঁহারা উন্নতি, শান্তি, শক্তি, উৎসাহাদি চিন্তার দ্বারা নিজেকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন, তাঁহাদের জীবনজ্যোতি এতই তেজস্বী হয় যে অপরের অসৎ বিচারের কুপ্রভাব উহাদের উপর বিস্তার করিতে পারে না। অসৎ বিচার সেই অপবিত্র ব্যক্তিরই পশ্চাতধাবন করে, যাহার হৃদয় হইতে তাহা নিস্থত হইয়াছিল এবং সেই ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্ম্মের উচিত-মত শাস্তিদান করিয়া থাকে। এইজন্য মানুষের কর্ত্তব্য তাহার বিচার সর্ব্বদা পবিত্র ও উন্নত রাখা।

ঈশ্বর এবং সংসারের আকর্ষণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগরণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আকর্ষণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্ষণমাত্রেই কবির কল্পনার ন্যায় বিলক্ষণ আবিষ্কার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ জাগ্রত ইন্দ্রিয় সকল মনুষ্য জীবনকে ঠিক মত রাস্তায় পরিচালিত করিয়া থাকে। তাহার কার্য্য গুপ্তই হউক অথবা প্রকাশই হউক প্রত্যেক কার্য্যেই আকর্ষণ পরিপূর্ণ থাকে। চরিত্রবল এবং জাগ্রত ইন্দ্রিয় মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রসংশনীয় অভ্যাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। কারণ মানুষ চিরকালই অভ্যাসের দাস।

অভ্যাস বিনা উদ্যোগেই নিজের কাজ করিয়া যায়। ইহার শক্তি অতি বিচিত্র। যে অভ্যাস একবার আপনার ভিতর বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভ্যাস স্বতঃই বাড়িয়া যায়। অভ্যাসের প্রথম অবস্থা ক্ষণভঙ্গুর ও ঠিক মাকড়সার জালের ন্যায় শিথিল হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা ক্রমশই লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় দৃঢ় হইয়া যায়, যাহাকে ভঙ্গ করিতে ভীষণ ক্লেশ ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। এইজন্য

সকলকে ভাবিয়া চিন্তিয়া অভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত, কেননা মানুষের বর্ত্তমান কার্য্যই তাহার ভবিষ্যতের ভাগ্য গঠন করে।

ইন্দ্রিয় সমূহকে জাগ্রত করিতে অভ্যাসই সর্ব্বপ্রধান। চক্ষুর বিষয় দেখুন, উহার দেখার ভিতর একপ্রকার অভ্যাস রহিয়াছে। কোন বস্তুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা এবং সাধারণ ও অমনোযোগীতার সহিত দেখা, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে দেখা ও শুনাই মানুষের নিকট মূল্যবান। ইহার দ্বারা ঘুমন্ত শক্তি সকল জাগ্রত হয়। উত্তম অভ্যাস সাধন করিতে কিছু ব্যয় হয়না বরং উহার দ্বারা সংসারের মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে লাভ করা যায়। মানুষের মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্তপদ এবং জিহ্বা প্রখর শক্তি-বিশিষ্ট। এই সকলের ভিতর জাগরণ দেখা দিলে, মানুষ সংসারের রহস্য ভেদ করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। লোকে বলে ভাগ্য দৃষ্টিহীন, উহা বিনা বিচারে মানুষকে যেদিকে ইচ্ছা লইয়া যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটী ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক ভাগ্য নহে, মানুষই অন্ধ। ভাগ্য আমাদের মনের সেই আকর্ষণ, যাহাকে আমরা ইচ্ছা করিলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলিতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে উহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিতও করিতে পারি। আত্মার আনন্দের দ্বারাই ভাগ্যের উদ্ধার হয়। একটী দীপের দ্বারা হাজার হাজার দীপ জ্বালিতে পারা যায়। এই বিজ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব সম্পত্তি এবং ইহার গুণাবলী আমাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা করা উচিৎ।

মনুষ্য শরীরাভ্যন্তরে কয়েক কোটী জীবকোষ রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্ররূপে জন্মায় ও স্বতন্ত্ররূপে মরিয়াও যায়। জীবনের প্রতি সপ্তমবর্ষে প্রত্যেক মানুষ নূতন অবতার গ্রহণ করে। সেই সময়

উহার মনঃপ্রদেশে একপ্রকার প্রলয় উপস্থিত হয়, যাহার দ্বারা অনেক কিছুই ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সময়ে উক্ত জীবকোষ সমূহে অদ্ভুত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহাদিগের কতকগুলি মরিয়া গিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা নূতন জীবকোষের সঙ্গী হইয়া থাকে। সেই কারণে মানুষের রূপ, বর্ণ ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। স্বভাব হইতে বিচারের উৎপত্তি হয় এবং বিচার হইতে মানুষ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। হ্যাঁ, তবে ইহা মানুষের উপরই নির্ভর করিতেছে, সে ইহা ভালই করুক আর মন্দই করুক। কর্ম্ম মানুষের ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতধাবন করে। যাহারা উত্তম কর্ম্মের সম্পাদনা করেন, তাঁহারা নিজেরাই ভাগ্যের বিধাতা হইয়া যান। যাঁহারা মন্দ কর্ম্মের দিকে আকর্ষিত হন, তাঁহারা ভাগ্যের অস্পৃশ্য গোলাম হইয়া যান এবং দেবতূল্য মানবজীবন নষ্ট করিবার অপরাধে অপরাধী হন।

এই বিরাট সংসার শক্তি, সুখ, সৌন্দর্যের ও আকর্ষণ, সত্য এবং প্রেমের বহুমূল্য রত্নাগার। ইহা আমাদিগের ব্যক্তিত্বের সংসার। ইহার চতুষ্পার্শ্ব আকর্ষণে পূর্ণ। মনুষ্যজীবনের দৈনিক ঘটনা, যাহা আমরা প্রত্যহ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকি তাহার দ্বারাই উত্থান ও পতনে মনুষ্যের মধ্যে মূল জ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়া থাকে এবং সে জীবনে মহত্ত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া থাকে।

আমি এবং আপনি প্রত্যহই মৃতদেহ দেখিয়া থাকি, কিন্তু মহাত্মা বুদ্ধ সেই মৃতদেহ দেখিয়া মনুষ্যের নিকট ভগবান হইয়া গেলেন। আমি এবং আপনি প্রায় প্রত্যহই দেবমূর্ত্তির উপর ইন্দুর সকলকে লম্ফঝম্ফ

করিতে দেখি, কিন্তু যে দৃষ্টির দ্বারা স্বামী দয়ানন্দ এই দৃশ্য দেখিলেন, তাহা উন্মিলীত দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা তাঁহাকে আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক করিয়া দিল। বস্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সকল আমাদিগেরও নিকট অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সকল ঘটনার দ্বারা সেই সকল ব্যক্তিই আকর্ষণ প্রাপ্ত হন, যাঁহারা সংসারে চক্ষু উন্মিলীত করিয়া ভ্রমণ করেন এবং শ্রবনেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যেক সূক্ষ্ম-ধ্বনিকেও মনযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

পিসার গির্জ্জাঘরে একদিন এক অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক দণ্ডায়মান হইয়া উপরের দোদুল্যমান একটী বাতি মনযোগের সহিত দেখিতেছিল। বাতিটী একই সময়ের মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দুলিতেছিল। যুবক তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতেছিল যে এই 'আইডিয়া'র উপর নির্ভর করিয়া সময় দেখিবার মত একটী আকর্ষক বস্তু তৈয়ার করা যাইতে পারে কিনা। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কঠিন পরিশ্রমের পর ঘটিকা যন্ত্র আবিষ্কৃত ও নির্ম্মিত হইল। স্যার হ্যামফ্রিডেভির বক্তৃতা শুনিয়া দপ্তরী ফ্যারাডের রসায়ন শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মিল। কলম্বস একটী সামুদ্রিক লতা দেখিয়া স্বজাতির আসন্নপ্রায় সংঘর্ষ রোধ করাইলেন। পার্কইন কুইনাইন প্রস্তুত করিতে গিয়া রংয়ের আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। নিউটন ফল পতিত হইতে দেখিয়া, গুরুত্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলেন। এইরূপ এক বা দুই নহে, হাজার হাজার ক্ষুদ্র ঘটনা আছে, যাহার দ্বারা মনুষ্যের চক্ষু এমন চমৎকৃত হইয়া গেল, যে তাহাতে আজ কোটী কোটী ব্যক্তি লাভান্বিত হইতেছে। মানুষ যেমন শিক্ষিত হইয়া উন্নতি করিতেছে, তেমনই সে প্রকৃতির মহাশক্তিগুলিকে পরীক্ষাগারে সাধারণ পাত্রের

ভিতর আবদ্ধ করিয়া অদ্ভুত আকর্ষণ উৎপন্ন করিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারায় উহারা কুবেরের ন্যায় ধনী হইয়া যাইতেছে, মরুভূমিকেও হাস্য মুখর উদ্যানে পরিণত করিতেছে, শ্মশান সদৃশ পৃথিবীকে অমরাবতীর রূপ প্রদান করিতেছে। উহার আধিপত্য উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসমুদ্রেও বিস্তার হইতেছে। অমিত তেজস্বিনী চিররহস্যময়ী প্রকৃতিদেবী আজ উহার সেবায় রত হইয়াছেন ও উহার উদ্দেশ্যপূর্ণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। এখন মানুষ দিব্যালোকের আকর্ষণ দ্বারা দিনের পর দিন মহান হইয়া যাইতেছে ও হইতেও থাকিবে। উহার উন্নতির প্রচণ্ড প্রবাহকে সংসারের কোনও শক্তি রোধ করিতে পারেনা, কাহারও সেরূপ সাধ্যও নাই। যে প্রকার একদিন সুধার অন্বেষণে দেব ও দৈত্য পাগল হইয়াছিল, আজ মানবও জীবনের খোঁজে সেইরূপ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাঁরা খুঁজিতেছে যে উন্নতির ভাণ্ডারে কতপ্রকার আকর্ষণ আছে এবং উহা হইতে কোন কোন মৌলিকতা আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

রুষ প্রবর্ত্তক মাক্সিম গোর্কি লিখিয়াছেন—

"অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকা সত্যই অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃখদায়ক। এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও যদি আমাদের প্রাণান্ত না হয়, তাহা হইলে সেই পরিস্থিতি আমাদিগের নিকট আরও দুঃখদায়ক হইবে"। সত্যই মানুষ জীবনের পরিবর্ত্তনের দ্বারা অনন্তশক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

কথাটী অতি সত্য, যে দুনিয়া নত হয় কিন্তু নত করিবার মত লোক চাই। সংসারের চতুর্দ্দিকেই আকর্ষণ শক্তি প্রকাশমান। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা উহার সহিত পরিচিত হইতেছি,

আকর্ষণ

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কোনও না কোন মহান কর্ত্তব্য থাকা উচিত। সেইরূপ কর্ত্তব্য, যাহা তাহার অর্থ উপার্জ্জন হইতেও বড়, ঐশ্বর্য্য হইতেও মূল্যবান, গুণ সকল হইতেও শ্রেষ্ঠ ও প্রসংশা হইতেও অধিক স্থায়ী। কোনও দেশের মহানতা উহার ক্ষেত্র ফল, জন সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্যের উপর নির্ভর করেনা, তাহা নির্ভর করে, উহাদিগের মহা মানবের উপর। আপনি কি কল্পনা করিতে পারেন, যে মিশর মুশা বিনা, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান, ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র বার্ণাডশ্ ও নিউটন বিনা এবং ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল ব্যতীত, আমেরিকা লিঙ্কন ও উইলসন এবং রুষ লেলিন বিনা মহান হইতে পারিত কি? কখনও নহে।

ভাল ব্যবহারে ন্যায় ও মন্দ ব্যবহারে অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। হৃদয়ের প্রতিবিম্ব আমাদের নেত্র ও কার্য্যাবলীর দ্বারা দুনিয়ার সম্মুখে প্রকট হয়। কলুষিত হৃদয়ের প্রতিবিম্বও কাল হইয়া থাকে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ও সদ্‌গুণী ব্যক্তির চেহারায় আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

তুমি মানুষ, দুই এক বিন্দু অমৃত পান করে পৃথিবীতে এসেছ, সর্ব্বদা উন্নতির পথে এগিয়ে যাও, অজ্ঞান, গরীব ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাদের নিজ মাভৈঃ বাণীদ্বারা সজাগ করিয়া দাও।

তোমার জীবন অন্যে 'বুঝিয়া থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমার জীবনের মুল্য খুব ভাল করিয়াই জানি, আমি তোমার হৃদয়ের তেজস্বী ও শক্তিশালী হইবার মধ্যে কোনও ত্রুটী দেখিনা।

উঠ, জাগো হে মানুষ! তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কর্ম্মযোগী, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান ও ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও। তুমি কামদেবের

ন্যায় সুন্দর, কুবেরের ন্যায় ধনী, কর্ণের ন্যায় দাতা ও ভীষ্মের ন্যায় বীর হও, মানব শক্তির ভিতর দৈবশক্তির আবিষ্কার কর, জীবনকে নির্ম্মল পবিত্র ও মঙ্গলময় কর, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

ইতি—